বীর-কলঙ্ক নাটক।

প্রথম খণ্ড।

অভিমন্যুবধ।

"Oh pitious Spectacle !"
"Oh woeful day !"
"Oh traitors Villains !"
"Oh most bloody sight !"

সেক্ষপীয়র।

উৎসর্গ-পত্র।

বিদ্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় মহাশয়ের

কর-কমলে

এই গ্রন্থ

উপহারস্বরূপ

অর্পিত হইল,

ইতি।

১২৮৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

অভিমন্যু-বধ বীর-কলঙ্কের প্রথম খণ্ড অবলম্বন করিয়া প্রণীত। দ্বিতীয় খণ্ডে জয়দ্রথ-বধ প্রকাশিত হইবে। সে কারণ প্রথম খণ্ডে (অর্জ্জুনের জয়দ্রথ বধের) প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত রাখিলাম—প্রথম খণ্ডের অবশিষ্ট দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত করিব।

গ্রন্থকারস্য।

বীর-কলঙ্ক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণা-গৃহ।

দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও শকুনি আসীন।

দুর্য্যো। বিধাতার সুবিচার নাই। তিনি যার অহিতসাধনে কৃতসঙ্কল্প হন, তার সর্ব্বস্বান্ত না ক'রে ক্ষান্ত হন না—কুরুকুলের প্রতি বিধাতা নিতান্ত বিমুখ; কুরুবংশীয়দের আর মঙ্গল নাই। পাণ্ডবদিগের হস্তে অচিরেই কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হবে।

দ্রোণ। বৎস! নিরাশ হ'ও না। সত্য বটে, পাণ্ডবদিগের প্রতি বিধাতা নিতান্ত সদয়; সত্য বটে, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করা নিতান্ত কঠিন; কিন্তু তথাপি শেষ অবধি না দেখে মনকে নিরাশ-সাগরে নিমগ্ন করা পুরুষের উচিত নয়। বৎস! দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, অমিততেজা, মহাবলপরাক্রান্ত রাক্ষসপতি দশানন যখন সেই বনবাসী, জটাবল্কল-পরিধৃত রামচন্দ্রের দ্বারা সবংশে নিধন হয়েছিল, তখন—

কর্ণ। তখন চেষ্টা কর্‌লে অবশ্যই পাণ্ডবগণ, যুদ্ধবিশারদ মহাবলশালী কৌরবদিগের দ্বারা পরাজিত হবে। পাণ্ডবদিগের পক্ষে পাঁচ জন মাত্র, কিন্তু কৌরবদিগের পক্ষে শত শত রণ-পণ্ডিত বীরপুরুষ;—চেষ্টা কর্‌লে অবশ্যই কুরুকুলের জয় হবে। সখে! নিরাশ হ'ও না,—মনকে দৃঢ় কর,—যুদ্ধের পথ সুকোমল কুসুমাবৃত নয়, অনেক আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের শোণিতাক্ত মৃতদেহের উপর বিচরণ কর্‌তে হয়।

দুর্য্যো। অকূল সাগরের মধ্যভাগে নিপতিত হয়ে, যে অভাগা সামান্যমাত্র তৃণগুচ্ছও অবলম্বনস্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, তার আর আশা কোথায়? উত্তালতরঙ্গমালাসঙ্কুল গভীর সাগরগর্ভে চিরশয়ন ভিন্ন সে আর কিসের আশা কর্‌বে? আমি মনে মনে বেস্ জান্‌তে পার্‌ছি, কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল না হলে, আর এ কাল সমরানল নির্ব্বাপিত হবে না।

দ্রোণ। বৎস! ওরূপ কথা বলো না। আমরা যখন সকলে প্রাণপণে তোমার সাহায্য কর্‌ছি, তখন তুমি এত নিরাশ হও কেন?

দুর্য্যো। গুরুদেব! পাণ্ডবেরা আপনার শিষ্য, আপনি তাহা-দিগের গুরু। ইহাতেও যখন আজিও প্রত্যেক যুদ্ধে তারা জয়-লাভ কর্‌ছে,তখন আপনার উপেক্ষা ভিন্ন আর কি বল্‌তে পারি।

কর্ণ। সখে! যথার্থ কথা বলেছ। পাণ্ডবেরা আচার্য্যের প্রিয় শিষ্য, সেই জন্য আচার্য্য তাহাদিগকে আয়ত্তীভূত দেখেও উপেক্ষা করেন। অগ্রেই আমি তোমাকে বলেছিলাম, অন্য কাহাকেও সেনাপতি-পদে বরণ কর। তুমি শুন্‌লে না, আচার্য্য আচার্য্য করে ক্ষিপ্ত হলে—এখন আচার্য্যের স্নেহ দেখ।

দ্রোণ। তুই থাম্‌, নরাধম! নীচ ব্যক্তির মুখে উচ্চ কথা ভাল শুনায় না। দুর্য্যোধন! তুমি ভয়ানক ভ্রমজালে পতিত হয়েছ। তুমি পাণ্ডবদিগকে জান না,—স্বয়ং নারায়ণ যাহাদিগের সহায়, আমি ক্ষুদ্র মানব হয়ে তাদের কি করব?

কর্ণ। বালককে বুঝাইবার এ উত্তম উপায় বটে—

দ্রোণ। নরাধম! তুই এখনও শুন্‌লি না। তবু প্রতি কথাতেই জ্বালাতন করবি?

দুর্য্যো। আচার্য্য! আমার সখা বলে কর্ণও আপনার স্নেহের পাত্র, উহার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

দ্রোণ। নরাধমকে সেই জন্যই ত উপেক্ষা করি।—তা দুর্য্যোধন! কি কর্‌লে তোমার মন সন্তুষ্ট হয়, বল, আমি তাহাই করি।

দুর্য্যো। তাও কি আপনাকে বলে দিতে হবে? আমাদের পক্ষে ভীষ্ম প্রভৃতি শত শত বীরপুরুষ নিহত হল, আর পাণ্ডবদিগের পক্ষে অদ্যাপি একটি সৈন্যাধ্যক্ষও নিহত হল না, এ কি সামান্য দুঃখের বিষয়!

দ্রোণ। আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পাণ্ডবদিগের পক্ষে কোন না কোন বীরপুরুষকে আজ নিহত করব; আজ আমি এরূপ ব্যূহ-রচনা করব যে, অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাহা ভেদ করতে সক্ষম হবে না।

কর্ণ। আজ আমিও এই অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম, যে কোন সময়েই হউক, পাণ্ডবকুলচূড়া অর্জ্জুনকে স্বহস্তে সংহার করব। আচার্য্য যে তার এত গৌরব করেন, দেখ্‌ব, সে কত বড় বীর। হয় তার হাতে আমার মৃত্যু হবে, না হয়, সে আমার হাতে শমন-ভবন দর্শন করবে।

শকু। প্রতিজ্ঞার প্রতিজ্ঞাই সার। সকল বিষয়েই সম্ভব অসম্ভব আছে। তোমার কথার শেষভাগের প্রথমটিই ফলবান্ হবে দেখ্‌তে পাচ্ছি। অর্জ্জুন বরং তোমাকে শমন-ভবন দেখাবে।

কর্ণ। দেখায় দেখাক্, আমি তাতে ভীত নই।

শকু। বাক্‌বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন। আজই দেখা যাবে এখন।

দুর্য্যো। আচার্য্য! আপনারা প্রতিজ্ঞা কর্‌ছেন বটে, কিন্তু আমার মন তাতে সন্তুষ্ট হচ্ছে না। আমার বেস্ প্রতীতি হচ্ছে, মাতুলের বাক্যের প্রথমাংশই সত্য হবে।

দ্রোণ। কি! তুমি আমাকে এত দূর হেয় জ্ঞান কর, যে ভাব্‌ছ, আমি আমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সমর্থ হব না? যদি এরূপ হয়, তবে যে প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সমর্থ হবে, তুমি তাকেই সেনা-পতিত্বে বরণ কর, আমি চল্লেম——

শকু। দুর্য্যোধন! পাণ্ডবেরা মনুষ্য, তারা দেবতাও নয়, অমরও নয়। বিশেষ আচার্য্য মহাশয় যখন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তখন তোমার সন্দেহ করা বৃথা।

দুর্য্যো। মাতুল। আমি আচার্য্যের প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ কর্‌ছি না; কিন্তু পাণ্ডবেরা অমর না হোক্, আমি বেস্ জান্‌তে পেরেছি, যুদ্ধে কৌরবদিগের হস্তে তাদের মৃত্যু নাই। ভবিষ্যৎ আমার সম্মুখে তার তমোময় গহ্বর খুলে দেখাচ্ছে; তার ভিতর কৌরবদিগের সর্ব্বনাশের ভীষণ চিত্র ভিন্ন আমি আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! বীরত্ব, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ কি একেবারে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে? বীর-হৃদয় সামান্য

কারণে দার্ঢ্যশূন্য হয় কেন? তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান, দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য—তোমার অধীনে, তোমার সাহায্যে শত শত রাজা, শত শত রাজপুত্র, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা; কর্ণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, আর কত বীরের নামোল্লেখ করব, সকলেই তোমার সাহায্যে, তোমার পক্ষে—তুমি যে এরূপ নিরাশ হও, আশ্চর্য্য!

দুর্য্যো। গুরুদেব! যা বল্লেন, সকলই সত্য। সত্য, শত শত যুদ্ধবিশারদ, রণপণ্ডিত, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বীরপুরুষ আমার পক্ষে আছেন—শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য, যাঁর প্রখর শরনিকরের সম্মুখে পৃথিবীর কেহই অগ্রসর হতে পারে না, তিনিও আমার পক্ষে, কিন্তু তবে কেন বার বার আমরা পরাজিত ও অপমানিত হচ্ছি? এ তবে আপনারই বিড়ম্বনা। আমরা আপনার বধ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছি। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শস্ত্র সমূহ পূর্ব্বে আপনি অর্জ্জুনকেই দিয়েছেন, সুতরাং পাণ্ডবেরা এখন জয়লাভ করবে, আশ্চর্য্য কি? এখন অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরে আমরা সকলে নিহত হই, আপনি স্বচক্ষে দেখুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! ওরূপ কথা বলো না, ওতে আমি মনে ব্যথা পাই। অর্জ্জুন নানা দেশ—নানা স্থান পরিভ্রমণ ক'রে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেছে, আমার নিকট হতে সমুদায় প্রাপ্ত হয় নাই। এখন সে দিব্য দিব্য অস্ত্র-বলে এত দূর বলীয়ান্ হয়েছে যে, যুদ্ধে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। সে বোধ করি, সসাগরা ধরণীকে নিমেষমধ্যে বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌তে পারে।

দুর্য্যো। গুরুদেব! এখন কি আজ্ঞা হয়, বলুন? অদ্য

পাণ্ডবপক্ষীয় বীরবৃন্দ যেরূপ সাহস ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করছে, তাতে আমার ভয় হচ্ছে, আমার সৈন্যগণ অচিরেই বা মৃত্যুপথের পথিক হয়।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! আমি অদ্য যে ব্যূহ-রচনা করব মনস্থ করেছি, তাতে তাদের গর্ব্ব নিশ্চয়ই খর্ব্ব হবে; তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কুরুপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরবৃন্দ ব্যূহের রক্ষক হবে, অর্জ্জুনের অনুপস্থিতিতে সে ব্যূহ ভেদ করতে অবশিষ্ট পাণ্ডবদিগের সাধ্য হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক; আমি যখন প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন জানবে, পাণ্ডবপক্ষীয় কোন না কোন বীরপুরুষ আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।

কর্ণ। সে কার্য্য ন্যায়-যুদ্ধে সমাধা হবে, এমন বুঝি না।

দুর্য্যো। শত্রু যেরূপে পারি বিনাশ করব, তার আবার ন্যায় আর অন্যায় কি? গুরুদেব! আপনি যার বধাভিলাষী হন, অমরগণ যদি তাকে সাহায্য করেন, তথাপি তার নিস্তার নাই। গুরুদেব! অর্জ্জুনকে পরাজয় করা কঠিন—স্বীকার করি; কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে সম্মুখে পেয়েও আপনি ত্যাগ করছেন।

দ্রোণ। যুধিষ্ঠিরের কথা কি বলছ? যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করা সহজ বিবেচনা করো না। দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কেহই তাঁকে পরাজয় করতে সক্ষম নয়। যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্ম্মের অবতার। বিশেষ, স্বয়ং বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণ যাঁর মন্ত্রী ও প্রধান সহায়, চিররণজয়ী গাণ্ডীবধারী নরনারায়ণরূপী পার্থ যাঁর প্রধান সেনাপতি, তাঁকে পরাজয় করা স্বয়ং শূলপাণি ভগবান্ ভবানী-পতিরও সাধ্যায়ত্ত নয়।

কর্ণ। কুটিল কৃষ্ণই যে সকল অনর্থের মূল, তার কুটিল

চক্রেই যে পাণ্ডবেরা বলীয়ান্, তাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

দুর্য্যো। তবে আর আমাকে কি দেখিয়ে সাহস উদ্যম, আশা অবলম্বন কর্‌তে বলেন?

শকু। দুর্য্যোধন! আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হ'ও না। তিনি অদ্য নিশ্চয়ই পাণ্ডবপক্ষীয় কোন না কোন মহারথীকে শমন-সদনে প্রেরণ কর্‌বেন।

কর্ণ। প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে; কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, ন্যায়-যুদ্ধে বাসুদেব-প্রমুখ পাণ্ডবদিগের কোন একটি রথীকেও বিনাশ করা বড় সহজ কথা নয়।

দ্রোণ। তুমি তবে আমাকে অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন কর্‌তে বল? তা বল্‌তে পার বটে, তোমার জন্ম যেমন নীচকুলে, তোমার মন্ত্রণা সকলও তেমনি শাঠ্যপূর্ণ। যারা এরূপ কূট যুদ্ধের মন্ত্রণা দেয়, অথবা তাতে প্রবৃত্ত হয়, তারা বীর নয়—বীর-কলঙ্ক।

দুর্য্যো। গুরুদেব! ক্রোধ সম্বরণ করুন; সখার পরামর্শ বড় অন্যায় নয়; যদি আমাকে রক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা করেন ত সখার মতই অনুমোদন করুন; কারণ, দুর্ব্বধ্য শত্রুবধে অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন করায় আমি কোন পাপ দেখি না। আপনি যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তবে সখার পরামর্শ অনুমোদন করুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! তুমি আমাকে ও অন্যায় অনুরোধটি করো না। আর যা বল, কর্‌তে পারি, কিন্তু ক্ষত্রিয়-গুরু হয়ে অন্যায় যুদ্ধের পরামর্শে সম্মতি দান কর্‌তে পারি না।

দুর্য্যো। তবে স্বহস্তে আমি আমার মস্তকচ্ছেদন করি।
(অসিগ্রহণ)

দ্রোণ। (হস্ত ধরিয়া) দুর্য্যোধন! অসি ত্যাগ কর—

দুর্য্যো। আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ না কর্‌লে, আমি অসি ত্যাগ কর্‌ব না। হয়, আমার শত্রুদের বধ করুন, না হয়, স্বচক্ষে আমার নিধন দেখুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! তোমার জন্য কি গভীর পাপ-সাগরে নিমগ্ন হব?

দুর্য্যো। শত্রুবধে পাপ নাই। বরং আশ্রিতের বিপদের কারণ হওয়ায় পাপ আছে।

দ্রোণ। আচ্ছা, তুমি এখন স্থির হও, উপস্থিত মতে যুদ্ধ-স্থলে যেরূপ হয় করা যাবে।

দুর্য্যো। বলুন, আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বেন?

দ্রোণ। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই—আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, বিপক্ষদের মধ্যে কোন না কোন বীর-শ্রেষ্ঠ মহারথীকে যুদ্ধে নিহত কর্‌ব।

দুর্য্যো। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহই জীবনের মূল।

দ্রোণ। এখন চল, দুর্গমধ্যে যাওয়া যাক্। (উঠিয়া) সমাগত সমুদায় রাজা ও রাজকুমারগণকে রণ-প্রাঙ্গনে প্রেরণ কর। আমাদিগের মধ্যে ছয় জন রণবিশারদ রথীকেও তথায় প্রেরণ কর; তুমিও সেখানে উপস্থিত থেক। এখনই আমি চক্রব্যূহ-নির্ম্মাণের উদ্যোগ করি গে। চল, সকলে চল।

কর্ণ। চলুন, মহারাজ দুর্য্যোধনের হিতের জন্য সকলে এই শরীরকে, এই হস্তকে নিযুক্ত করি গে।

শকু। জয়, মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধ-স্থল।

দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ।

দ্রোণ। সমাগত নৃপতিগণকে ব্যূহের চতুষ্পার্শ্বে রক্ষা কর। রাজপুত্রদিগকে দ্বারদেশে থাক্‌তে আদেশ কর। দুর্য্যোধন! তুমি, মহাবীর কর্ণ, কৃপ ও দুঃশাসন কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে আমার অধিকৃত বাহিনীমুখে অবস্থান কর। তোমার ভ্রাতাগণ অশ্বত্থামাকে অগ্রে রেখে জয়দ্রথের পার্শ্বে থাকুক। জয়দ্রথ! তুমি দ্বারদেশে থেকে দ্বার রক্ষা কর। আমি অপরাপর দ্বার দেখে আসি।

দুর্য্যো। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

জয়। দ্রৌপদী-হরণের সময় ভীমসেন কর্ত্তৃক অবমাননার আজ সম্যক্ প্রতিশোধ গ্রহণ কর্‌ব। জয় ভগবান্ শূলপাণি! আপনার বরে ধনঞ্জয় ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষের সকলকেই আমি পরাস্ত কর্‌তে পারি। অর্জ্জুন আজ যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত; আজ কাহারও সাধ্য নাই, জয়দ্রথের হস্ত হতে নিষ্কৃতি পায়।—ভীমসেন! আজ যদি তোকে পাই ত মনের সাধে তোর শরীরে

অস্ত্রাঘাত করি—তোর মস্তকচ্ছেদন করে, পদাঘাতে চূর্ণ করি। (নেপথ্যের দিকে) সমাগত রাজকুমারগণ! তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়ঘোষণা কর। কুরুপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যে। কুরুপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যের অপর দিকে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম। (স্বগত) কৌরবদিগের এ জয়-ঘোষণার মর্ম্ম কি? বার বার আমাদের দ্বারা পরাজিত হচ্ছে, তথাপি আবার এ জয়-নাদ কেন? কৌরবগণ নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়েছে। অথবা নির্ব্বাণো-মুখ দীপের ন্যায় জন্মের মত এই আস্ফালন করে নিচ্ছে। (প্রকাশ্যে) কোন্ নরাধম আজ পরাজিত, অবমানিত, দুরাচার দুর্য্যোধনের জয়-ঘোষণা কর্‌ছিস্? অগ্রসর হ, এখনি ও বৃথা গর্ব্বের উচিত প্রতিফল প্রদান করি। ভীমসেন জীবিত থাক্‌তে, যে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের জয় বলে, তাকে শীঘ্রই ভীমসেনের গদা-ঘাতের সুখানুভব কর্‌তে হয়। আয়, অগ্রসর হ—দুরাচারগণ!

জয়। মূর্খ ভীমসেন এসেছিস্? কি বল্‌ছিস্? আমিই মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়-ঘোষণা কর্‌ছিলেম। তোর সম্মুখেও পুনর্ব্বার বলি, মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

ভীম। জয়দ্রথ! তোর মত নির্লজ্জ আর পৃথিবীতে নাই। সাধ্বী সতী দ্রৌপদী-হরণ-কালের অবমাননার কথা কি বিস্মৃত হয়েছিস্? ভেবেছিলেম, সেই লজ্জায় তুই আর জনসমাজে মুখ দেখাতে পার্‌বি নে। নির্লজ্জ! আবার কোন্ মুখ নিয়ে তুই

আমার সমক্ষে উপস্থিত হলি? সেই যে তোর মস্তক মুণ্ডন করে দিয়েছিলেম, তা কি তোর স্মরণ নেই? কিম্বা তা থাকা অসম্ভব। তোর মস্তক পুনর্ব্বার কেশাবৃত হয়েছে। তুই নির্লজ্জ, পূর্ব্ব-কথা সমস্ত একেবারে বিস্মৃত হয়েছিস্; কালামুখ নিয়ে পুনরায় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের জয়-ঘোষণা কর্‌তে এসেছিস্। পামর! তুই যেমন নির্লজ্জ, তোর প্রভু দুর্য্যোধনও ততোঽধিক নির্ব্বোধ। যে অভাগা চিরকাল পরাজিত হয়ে আস্‌ছে, সে তোর মত নির্লজ্জ ব্যক্তির জয়-নাদে আনন্দপ্রকাশ কর্‌বে, বিচিত্র কি? সে বুঝে না যে, এটা বিদ্রূপ মাত্র।

জয়। পূর্ব্ব-কথা ভুলি নাই। অদ্য তার প্রতিশোধ নেব। ভীমসেন! বৃথা বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। আয়, উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।

ভীম। আবার বলি, তুই নিতান্ত নির্লজ্জ। তোর সহিত যুদ্ধ করা ভীমসেনের শোভা পায় না। তুচ্ছ কীটের সহিত মাতঙ্গের যুদ্ধ!

জয়। মনে ভয়, মুখে সাহস। তুই যে যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌বি নে, তা আমি জানি। চিরকাল অর্জ্জুনের দোহাই দিয়েই কাটালি, তুই যুদ্ধের জানিস্ কি? আজ অর্জ্জুন অনুপস্থিত, তোর সাধ্য কি যে, তুই অস্ত্র ধারণ করিস্? যদি এতই ভয় পেয়ে থাকিস্ ত আমার কাছে অভয় প্রার্থনা কর্; আমি তোকে মার্‌ব না, তোর শরীরে অস্ত্রাঘাতও কর্‌ব না। কেবল পূর্ব্ব-অপমানের প্রতিশোধের জন্য তোর মাথাটি মুড়িয়ে দেব।

ভীম। তোর অন্তঃকরণ অতি নীচ, তোর কথা সহ্য হয় না।

এই গদার এক আঘাত খেয়ে যদি জীবিত থাকিস্ ত পরে বুঝ্‌ব।

(গদা-প্রহার)

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

ক্ষণপরে জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়। (সাহ্লাদে) ভগবান্ মহাদেবের কৃপায় আজ পাণ্ডবগণকে সম্যক্ পরাস্ত কর্‌ব। অর্জ্জুন ভিন্ন জয়দ্রথ কাহাকেও ভয় করে না। দুরাত্মা ভীম পলায়ন না কর্‌লে, আজ নিশ্চয়ই তার প্রাণ-সংহার কর্‌তেম।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধি। নিত্য নিত্য আত্মীয়-স্বজন জ্ঞাতি-কুটুম্বাদির শোণিত আর দেখ্‌তে পারা যায় না। রাজ্যলিপ্সা কি ভয়ানক! এ যুদ্ধ যত শীঘ্র অবসান হয়, ততই মঙ্গল।

জয়। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্. ধর্ম্মরাজ! ভীমসেনের মুখে অদ্যকার যুদ্ধের কথা শুনেছেন কি? আবার আপনি এলেন কেন?

যুধি। এলেম তোমার অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য। ভীমসেন পরাঙ্‌মুখ হয়েছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এখনও জীবিত আছে। মনে করো না, একা ভীমসেনকে পরাস্ত করে সমস্ত পাণ্ডবদিগের উপর জয়লাভ কর্‌বে। আত্মীয়শরীরে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত, কিন্তু আত্মীয়দের ইচ্ছাক্রমে তাহাকে বাধ্য হয়ে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হলো। জয়দ্রথ! যুদ্ধে প্রস্তুত হও।

জয়। রণস্থলে ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে প্রস্তুত হতে বলাই বাহুল্য।

[উভয়ের যুদ্ধ; যুধিষ্ঠিরের পরাস্ত হইয়া প্রস্থান।

পালাও কেন, ধর্ম্মরাজ? আমার অস্ত্র-বিদ্যা আর একটু ভাল করে পরীক্ষা করে যাও। এখনও সম্যক্ অনুভব করাতে পারি নি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অভিমন্যু।

ভীম। মহারাজ! উপায় কি? দ্রোণাচার্য্য যে ব্যূহ রচনা করেছেন, কাহারও সাধ্য নাই তা ভেদ করে। আমরা চারি ভ্রাতায় ত সম্পূর্ণ পরাস্ত। অর্জ্জুন সংসপ্তক-যুদ্ধে নিযুক্ত, সেইই সেই চক্রব্যূহ ভেদ কর্‌তে জানে। তার অনুপস্থিতকালে সে ব্যূহ ভেদ করে, পাণ্ডব-কুলে এমন কেহই নাই। কৌরবগণ যে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ কর্‌ছে, পাণ্ডবকুল রক্ষা করা দায়।

যুধি। বিধাতার বিড়ম্বনা! ভাই, আমি ত আর কোন উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না। দ্রোণ-নির্ম্মিত দুরধিগম্য চক্রব্যূহ ভেদ কর্‌তে পারে, আমাদের মধ্যে এমন কাকেও দেখ্‌ছি না। এ বার দেখ্‌ছি, আমাদের অদৃষ্টে পরাজয়। বিধাতা বুঝি আমাদের মস্তকে অবমাননার অজস্র পঙ্কিল জল সিঞ্চন কর্‌বেন।

ভীম। তা হলে অর্জ্জুন এসে কি বল্‌বে?

যুধি। অর্জ্জুন এসে যে কি বল্‌বে, তাই ভেবে আমি-আরও ব্যাকুল হয়েছি। তার এক বার অনুপস্থিতিতে এই সব ঘট্‌লে, তার কাছে কি আর মুখ দেখাতে পারা যাবে? হায়, কি কাল চক্রব্যূহই দ্রোণাচার্য্য আজ নির্ম্মাণ করেছেন!

অভি। আর্য্য! চক্রব্যূহের কথা যা বল্‌ছেন, এ দাস তদ্বিষয় জ্ঞাত আছে।

ভীম। বৎস! তুমি উহার কি জান?

অভি। এ দাস চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে, তাহার মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আগম ব্যতীত নির্গম-সন্ধান জ্ঞাত নহে। সেই জন্য সাহস করে অগ্রসর হতে পার্‌ছি নে।

ভীম। এ অতি আশ্চর্য্য কথা। বৎস! তুমি প্রবেশ-সন্ধান জান, নিষ্ক্রমণ-উপায় জান না? আর প্রবেশের উপায়ই বা কার কাছে শিক্ষা কর্‌লে? যিনি তোমাকে আগম-শিক্ষা প্রদান করেছেন, তিনি তোমাকে নির্গম-শিক্ষা প্রদান না ক'রে, তোমার এ অমূল্য বিদ্যা অসম্পূর্ণ রেখেছেন!—এ যে অতি কৌতুকের কথা!

অভি। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়! আশ্চর্য্য হবারই কথা। বিব-

রণও কৌতুকপূর্ণ। আমি দৈবক্রমে ব্যূহ-ভেদের উপায় শিক্ষা করেছি। যখন আমি জননী-গর্ভে ছিলেম, তখন এক দিন জননী পিতাকে যুদ্ধকৌশল-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। পিতা আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত ক'রে অবশেষে কথায় কথায় চক্রব্যূহের ও তাহা ভেদ কর্‌বার কথা উত্থাপন কর্‌লেন। জননী একমনে তা শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রিতা হলেন। জননীকে নিদ্রিতা দেখে পিতা আর কোন কথা বল্লেন না। পিতা তখন কেবল আগমোপায় বর্ণন করেছিলেন। সেই দিন হতেই আমি এ বিষয় জ্ঞাত আছি। পিতার মুখে আগমোপায় শুনেছিলেম, তাহাই জানি— নির্গমোপায় জানি না।

যুধি। বৎস অভিমন্যু! আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। আজ তুমি তোমার পিতৃকুলের কলঙ্ক ভঞ্জন করিয়া এ বিপদ হতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আগমোপায় জান, তোমা দ্বারা আমাদের এ অবমাননার অবসান হোক্। তুমি বাহুবলে ব্যূহ ভেদ ক'রে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হও। আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়ে, ব্যূহ ভঙ্গ ক'রে, তোমাকে নিষ্ক্রান্ত করে আন্‌ব। ফল কথা, বৎস, ধনঞ্জয় এসে যাহাতে আমাদিগকে নিন্দা না করে, তুমি তার উপায় কর। তুমি, ধনঞ্জয়, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন এই চারি জন ভিন্ন কেহ ঐ চক্রব্যূহ ভেদ কর্‌বার উপায় জানে না। এক্ষণে তোমার পিতৃগণ ও সৈন্যগণ তোমার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করছে, প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে তাহাদিগকে সুস্থ ও নির্ভয় কর।

অভি। আর্য্য! আপনার আজ্ঞা, তার উপর আর আমার কথা কি? আপনার জয়ের জন্য এ দাস এই মুহূর্ত্তেই চক্রব্যূহ

ভেদ কর্‌তে প্রস্তুত আছে। আপনারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এসে দেখুন, দাস আপনাদের পুত্রের উপযুক্ত কি না? ঐ যে কৌরবদের উচ্চ আস্ফালন-বাক্য শুন্‌ছেন, মুহূর্ত্তমাত্রেই উহা ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হবে। দ্রোণাচার্য্য মনে করেছেন, পূজ্য-পাদ পিতা ও মাতুল এখানে উপস্থিত নাই, অদ্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশ কর্‌বেন। কিন্তু তাঁর জানা উচিত ছিল, পাণ্ডবদিগের দাসানুদাস এখনও জীবিত আছে,—মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু এখনও জীবিত আছে।

ভীম। বৎস! তুমি চিরজীবী হও। তোমার কথায় আজ আমরা মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হলেন। তুমি গিয়ে ব্যূহ ভেদ কর্‌বামাত্রেই আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ক'রে কুরু-কুলের প্রধান প্রধান মহারথীদিগকে নিহত করব।

অভি। আমি পিতৃমাতৃকুলের হিতের জন্য অবশ্যই সমরে প্রবেশ কর্‌ব। তাতে জীবন যায়, দুঃখিত হব না; আনন্দে সমর-শয্যায় শয়ন কর্‌ব। এখন সকলে দেখুক, একমাত্র শিশুর হস্তে কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হবে। যদি অদ্য লক্ষ লক্ষ কুরু-সৈন্য আমার হস্তে নিহত না হয়, তা হলে আমি মহাবীর পার্থের ঔরসজাত ও সুভদ্রার গর্ভজাত নই। যদি আমি একমাত্র রথে আরোহণ ক'রে নিখিল ক্ষত্রিয়গণকে শতধা খণ্ড খণ্ড কর্‌তে না পারি, তা হলে আমি আমাকে অর্জ্জুনের পুত্র বলে স্বীকার কর্‌ব না।

যুধি। বৎস! তোমার কথা, কথা নয়, অমৃত। তোমার বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি হোক্। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে কৌরবগণকে বিনাশ কর।

ভীম। বৎস! আজ তোমার কথায় আমাদের ভরসা হল। এস, তোমার শিরশ্চুম্বন করি—তোমায় আলিঙ্গন করি।

(উভয়ে অভিমন্যুর শিরশ্চুম্বন)

যুধি। বীরদেহ আলিঙ্গনে শরীর সুস্থ হলো।

[যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রস্থান।

অভি। বীর-প্রতিজ্ঞা বল্‌ছে, "যাও, যাও, যুদ্ধে যাও—অবিলম্বে ব্যূহ ভেদ ক'রে পিতৃকুলকে সন্তুষ্ট কর।"—অগ্রসর হচ্ছি—অমনি প্রণয় এসে বল্‌ছে, "একটু অপেক্ষা কর, একবার সেই চন্দ্রবদন দেখে যাও। সুখ দুঃখের, বিষাদ হর্ষের চিরসহচরী পতি-প্রাণা উত্তরার চন্দ্রবদন একবার দেখে যাও।" এখন কার কথা রক্ষা করি? মন প্রণয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী হচ্ছে। বীর-প্রতিজ্ঞা পরাস্ত হল। প্রণয়ের আকর্ষি মনকে আকর্ষণ কর্‌ছে,—এক বার প্রিয়তমা উত্তরার সহিত সাক্ষাৎ করেই যাই। যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয়—হয় ত এই শেষ দেখা! আবার ও কি? আবার ও কি মনকে আকর্ষণ কর্‌ছে? হৃদয়দ্বারে ঘন ঘন আঘাত কর্‌ছে, আর বল্‌ছে, "তুমি তোমার মাতৃচরণ দর্শন করে যাও। তোমার স্নেহময়ী জননী তোমার অদর্শনে নিতান্ত ব্যাকুলা; একবার তাঁকে দেখে যাও।" মাতৃভক্তি উচ্চৈঃস্বরে জননীর নিকট যেতে বল্‌ছে—যাই, যুদ্ধে যদি মৃত্যু হয়—হয় ত এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

গীত গাইতে গাইতে সুনন্দা ও চিত্রাবতীর প্রবেশ।

(গীত)

সখীগণ।

কুসুমিত কুঞ্জবনে চল, সখি, চল চল,
নিদাঘ-তাপিত দেহ করিতে লো সুশীতল।
লোহিত-বরণ তনু, অস্তে যাইতেছে ভানু,
স্বনীড়ে আসিছে ফিরি, সুনাদী বিহঙ্গদল।
ফুটিছে বিবিধ ফুল, মালতী জাঁতি বকুল,
লয়ে পরিমল-সুধা, ভ্রমিছে মলয়ানিল।

সুন। ও চিত্রাবতি! আর শুনেছিস্, আমাদের প্রিয়সখী কাণার মা হয়েছেন?

চিত্রা। সে কি লো? তুই যেন থাকিস্ থাকিস্ চম্‌কে উঠিস্। এ খবর আবার তুই কোথা পেলি?

সুন। এ সব খবর কি লুকান থাকে? আপনিই বেরিয়ে পড়ে।

চিত্রা। তোর মিছে কথা; আমি তোর কথায় বিশ্বাস কর্‌লেম না।

সুন। না কর, রাঁধুনিকে আজ চারিটি চাল বেশী করে নিতে ব'লো, ঘরের ভাত বেশী করে খেও। যা সত্যি তাই বল্লেম।

চিত্রা। দূর্! উত্তরা যে সবে বারোয় পা দিয়েছে। তাও কি হতে পারে?

সুন। এ কি তুমি আমি, যে, চুলগুলিতে রঙ্ না ধর্‌লে আর ছেলের মুখ দেখ্‌তে পাব না? এ যে রাজকন্যা—বীর-পত্নী।

চিত্রা। তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্, না কারো মুখে শুনেছিস্?

সুন। স্বচক্ষেই দেখেছি। পরের মুখে ঝাল খেতে যাব কেন লা?

চিত্রা। স্বচক্ষেই দেখেছিস্ উত্তরা গর্ভবতী?

সুন। হাঁ হাঁ, উত্তরা গর্ভবতী। মর্, আমি যেন মিছে কথাই বল্‌ছি।

চিত্রা। কবে দেখ্‌লি?

সুন। কবে কি লো? এই দেখে আস্‌ছি। পরিচারিকারা সখীর চুল বেঁধে দিয়ে যখন গা মুছিয়ে দিচ্ছিল, তখন।

চিত্রা। তখন কি দেখ্‌লি?

সুন। আর কি?

পাণ্ডুবর্ণ স্থূলোদরী
গর্ভের লক্ষণ হেরি।

চিত্রা। কোন অসুখ ত হতে পারে?

সুন। আবার বলি শোন;—

উন্নত যৌবনে যাহা ছিল রে উন্নত ;
কালে কালামুখী মুখ হয়ে গেল নত।

চিত্রা। তবে সত্যি ? আমি বলি তামাসা। কিন্তু যা হোক্, ভাই, উত্তরার বড় অল্পে হয়েছে। যুবরাজও ছেলেমানুষ—সবে গোঁফের রেখা দিয়েছে। রাণী মা শুনেছেন ?

সুন। বল্‌তে পারি না। আর তা কাকেও কষ্ট পেয়ে বল্‌তেও হবে না। যখন এটি (গর্ভনির্দ্দেশ) ফেঁপে উঠ্‌বে, তখন আর কিছুই গোপন থাক্‌বে না।

চিত্রা। ওলো বেলা গেলো, শীঘ্র ফুল তুলে নে। তিনি এসে আবার ফুল তোলা না দেখ্‌তে পেলে রাগ কর্‌বেন।

সুন। যুদ্ধের কি হচ্ছে, কিছু শুনেছিস্ ?

চিত্রা। যুদ্ধ কখন্ না হচ্ছে, তা আর শুন্‌ব কি ? নে, এখন্ গোটাকত ফুল তুলে নে—মালা দুছড়া গাঁথ্। (পুষ্পচয়ন)

(গীত)

সখীগণ।

ওলো—
আয় লো আলি, কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা।
করে যতন, চারু চিকণ, গাঁথ্‌ব লো মালা,—
দিব, স্বজনি, সখীর গলে, জুড়াবে জ্বালা।
মালার মতন, মোহন বাঁধন, নাইক, সখি, আর—
প্রেম-বাঁধনে, পতি-রতনে, বাঁধ্‌বে, সখি,
বিরাটবালা।

সুন। ওলো কর্‌লি কি? নাচ্‌তে নাচ্‌তে গাছটার ঘাড়ে পা তুলে দিয়ে একেবারে সব ডালপালা ভেঙ্গে ফেল্‌লি?

চিত্রা। ওমা তাই ত! সখী দেখ্‌লে যে আমার মাথা রাখ্‌বে না। এই গাছটিকে তিনি বড় ভালবাসেন।

সুন। আমার খোষামোদ কর্, আমি ব'লে কয়ে তোকে মাপ করিয়ে দেব।

চিত্রা। না, ভাই, আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।

সুন। (পরিক্রমণ) ওলো দেখ্, সখীর মাধবীলতায় কুঁড়ি ধরেছে।

চিত্রা। সখী আমাদের সহকার তরুর সঙ্গে মাধবীলতার বিবাহ দিয়েছেন—মাধবীলতার কুঁড়ি হয়েছে, গর্ভই বল্‌তে হবে, ওদিকে রাজকুমারীরও তাই।

সুন। আচ্ছা, ভাই! আমগাছটি আজ শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? যেন ঝল্‌সে গেছে।

চিত্রা। সত্যি, কেউ তীর টীর মারে নি ত?

সুন। কে জানে, ভাই! ওটি উত্তরার বড় আদরের গাছ —ওটি যদি মরে যায় ত উত্তরা ভারি অসুখী হবে।

গীত গাইতে গাইতে উত্তরার প্রবেশ।

(গীত)

উত্তরা।

বিরহিণী দুখিনী নলিনী সরোবরে।
পতির বিরহে ধনী, বিষাদে মলিনী,
ভাসিছে সতত আঁখি-নীরে।

পুলকে পূরিত চিত, শশীর সহিত,
হাসিছে কুমুদী, ধীরে ধীরে।

সুন। আসুন, কাণার মা আসুন।

উত্ত। রঙ্গ কর কেন?

চিত্রা। সত্যি কি রাজকুমারী গর্ভবতী? দেখি।

উত্ত। কি দেখ্‌বে? তুমি পাগল না কি? ও সুনন্দার মিছে কথা।

সুন। তোমার লজ্জা বেশী, তাই বল্‌তে পার্‌ছ না। কিন্তু তা বলে আমাকে মিথ্যাবাদী বল কেন? সত্যিই কি আমার মিছে কথা? তবে দেখাব?

উত্ত। না, তোমাকে দেখাতে হবে না; তোমার সত্যি কথা।

সুন। তাই বল।

চিত্রা। এখন আমরা কিছু কিছু বক্‌সিস্‌ পেতে পারি ত?

উত্ত। লজ্জা দাও কেন, ভাই? যারা সুখ দুঃখের, বিপদ সম্পদের সমান সহচরী, তাদের মুখে ও সব কথা শুন্‌লে বড় লজ্জা হয়।

সুন। আমরা তোমার সুখ দুঃখের, বিপদ সম্পদের সহচরী; তোমার যে গর্ভটি হয়েছে, তারও কি?

উত্ত। তোমরা পাগল।

চিত্রা। যাক্‌, ও কথা যাক্‌। এখন কেমন দুছড়া মালা গাঁথা হয়েছে, দেখ দেখি।

(গীত)

সখীগণ।

গেঁথেছি ফুলহার করিয়ে যতন।
ধর, রাজবালা, চিকণ হার,——
দেখি জুড়াবে, সখি, যুগল নয়ন।

উত্তরা।

দেহ, সহচরি! পরিব মালা,—
পরিব পূরাতে তব আকিঞ্চন।

সখীগণ।

ব্যাকুলিত চিত, মধুপদলে,—
না হেরে তরুশিরে, কুসুম-রতন।

উত্তরা।

কি সুখ কাঁদায়ে অলিকুলে লো,—
তুলে লয়ে ফুল, নয়ন-রঞ্জন।

সখীগণ।

হৃদি-গিরি'পরে ফুটিবে ফুল—
ছুটিবে মধুলোভে মধুকরগণ।

উত্ত। চুপ্ কর দেখি। উদ্যানের সন্নিকটে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে—কে বুঝি আস্ছে।

চিত্রা। শব্দ আর কৈ শোনা যাচ্ছে না; রথ বুঝি থাম্‌ল।

সুন। ঐ যে যুবরাজ আস্‌ছেন,—সঙ্গে সারথি।
উত্ত। এস, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই।

(অন্তরালে অবস্থান)

অভিমন্যু ও সারথির প্রবেশ।

সার। আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার মস্তকে অতি গুরু ভার অর্পণ করেছেন। এখন সে কার্য্য আপনা দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর কি না, তার সবিশেষ পর্য্যালোচনা ক'রে, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোন্। দ্রোণাচার্য্য অতি সমর-নিপুণ, দিব্যাস্ত্র-কুশল,—আপনি নিরন্তর সুখ-সম্ভোগে পরিবর্দ্ধিত হয়েছেন।

অভি। সারথে! দ্রোণাচার্য্যের কথা কি বলছ,—অমরগণ-পরিবৃত, ঐরাবতারূঢ় স্বয়ং বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র, যদি আজ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন, তা হলেও আমি যুদ্ধ কর্‌ব। স্বয়ং যম এসে যদি আমাকে রণ প্রাঙ্গনে আহ্বান করেন, তা হলেও আমি যুদ্ধ কর্‌ব। আমি ক্ষত্রিয়, মহাবীর অর্জ্জুনের পুত্র; আমি কেন দ্রোণাচার্য্যকে ভয় কর্‌ব? শত দ্রোণাচার্য্য, শত দুর্য্যোধন, শত জয়দ্রথ রণ-প্রাঙ্গনে আসুক্, তথাপি আমি যুদ্ধ কর্‌ব— পিতৃকুলের হিতের জন্য যুদ্ধ কর্‌ব।

সার। অর্জ্জুননন্দনের যোগ্য উত্তর বটে; কিন্তু, যুবরাজ! আপনি বালক, অপ্রাপ্তযৌবন। আপনি মহাবীর পার্থের জীবন-স্বরূপ; বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধ কর্‌বেন। চক্রব্যূহ ভেদ করা বড় কঠিন ব্যাপার; ব্যূহ-দ্বারে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় দণ্ডায়মান।

অভি। যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত। সারথে! বৃথা ভীত

হ'ও না। তুমি উদ্যান-দ্বারে রথ রক্ষা কর, আমি শীঘ্রই যাচ্ছি।

সার। যে আজ্ঞা, যুবরাজ!

[প্রস্থান।

অভি। প্রিয়তমে উত্তরে! নিকটে এস, তোমার চন্দ্রবদন দেখে আমার চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হোক্।

উত্ত। নাথ! কি শুন্‌লেম? সারথির সহিত কি বল্‌‌ছিলেন—

অভি। পিতৃকুলের আদেশক্রমে অদ্যকার যুদ্ধে আমি সেনাপতি-পদে বৃত হয়েছি। তাঁদের আজ্ঞাপালনের জন্য অদ্য যুদ্ধে গমন কর্‌ব। তুমি এরূপ কাতরভাবে কথা ক'চ্চ কেন?

উত্ত। হৃদয়নাথ! অভাগিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন, যুদ্ধে যাবেন না।

অভি। প্রাণেশ্বরি! গুরু-আজ্ঞা অবহেলা করা মহাপাতক। প্রথম ও দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে অদ্য আমি যুদ্ধে গমন কর্‌ছি।

উত্ত। না, আমি তা যেতে দেব না।

অভি। কেন, উত্তরে?

উত্ত। আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে—আমি চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখ্‌ছি। নাথ! হৃদয়নাথ! জীবনসর্ব্বস্ব! দুঃখিনীকে দুঃখার্ণবে ভাসিয়ে যাবেন না—যাবেন না।

অভি। উত্তরে! প্রিয়তমে! জীবনময়ি! স্থির হও। ও অন্যায় কথা ব'লো না।

উত্ত। আমার মনে অমঙ্গল-আশঙ্কা উদয় হচ্ছে। (অভিমন্যুর হস্ত ধরিয়া) আমি তোমাকে কখনই যেতে দেব না।

অভি। প্রাণেশ্বরি! বৃথা অমঙ্গল-আশঙ্কা ক'রো না। তোমার ভয়ের কোন কারণই ত দেখছি না। উত্তরে! অমঙ্গল-আশঙ্কা কর্‌ছ কার? পিতা যার মহারথী পার্থ, মাতুল যার ভগবান বাসুদেব, তার আবার কিসের অমঙ্গল? যে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ কর্‌লে বিপদ লক্ষ লক্ষ যোজনান্তরে পলায়ন করে, সেই অচিন্ত্য চিন্তামণি যার মাতুল,—যে মহাবীরের প্রখর শরনিকরে ত্রিভুবন কম্পমান, যাঁর তুল্য বীর পৃথিবীমধ্যে দুর্লভ, সেই মহারথী পার্থ যার জনক, উত্তরে! কখনই তার কোন বিপদ হবে না। বিরহ-বাণ তোমার কোমল হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে তোমাকে নানা বিভীষিকা দেখাচ্ছে। তোমার আশঙ্কা নিতান্ত অলীক; এখন আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দাও—সোৎসাহে রণে প্রবেশ করি।

উত্ত। (সরোদনে) হা!—না জানি অভাগিনীর অদৃষ্টে বিধাতা কি লিখেছেন! নাথ! আমি আপনাকে যুদ্ধে যেতে বিদায় দিতে পার্‌ব না। অভাগিনীর কথা অগ্রাহ্য ক'রে নিষ্ঠুরের ন্যায় যদি অভাগিনীকে অকূল সাগরে ফেলে যেতে ইচ্ছা করেন ত আগে আমাকে বধ করুন।

অভি। অমৃতময়ি! প্রাণবল্লভে! ক্ষান্ত হও। আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, তোমার চক্ষের জল দেখ্‌তে পারি না।

উত্ত। আমায় ফেলে যেও না, (অত্যন্ত রোদনে) আমার তোমা বৈ আর কেউ নাই।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভ। বাবা অভিমন্যু! তুমি না কি আজ যুদ্ধে যাবে?

অভি। পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের আদেশক্রমে অদ্য আমি যুদ্ধে যাব।

সুভ। বৎস! তুমি মহাবীর পার্থের নন্দন, তুমি শত্রুমর্দ্দনে যুদ্ধে গমন কর্‌বে, পরম আনন্দের বিষয়। কিন্তু এ সংবাদ শ্রবণে আমার মন যে কেন এত ব্যথিত হচ্ছে—তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

অভি। জননি! এরূপ অসম্ভব কথা বল্‌ছেন কেন? ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধে যাবে, তাতে ক্ষত্রিয়জননী ভীতা হচ্ছেন, এ বড় অসম্ভব কথা।

সুভ। অভিমন্যু! আমি বীরনন্দিনী, বীররমণী,—এক সময়ে আমি স্বয়ং রণের অশ্বরজ্জু ধারণ ক'রে যুদ্ধস্থলে তোমার পিতাকে সাহায্য করেছিলেম—যুদ্ধে আমি কখনই ভীতা হই না। কিন্তু আজ কেন যে আমার মন এত কাতর হচ্ছে, তা বল্‌তে পারি না। আমার ইচ্ছা, আজ তুমি যুদ্ধে যেও না।

অভি। জননি! ক্ষমা করুন—

সুভ। একি! একি!—না বাবা, আমি আজ তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেব না,—আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে,—আমার আশঙ্কা বদ্ধমূল হল,—আমি আজ কখনই তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেব না। আবার শুন্‌লেম, আজ কৌরবগণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্‌ছে, পাণ্ডবপক্ষীয়েরা সবাই পরাস্ত হয়েছে। বাবা, সেই যুদ্ধে তোমাকে পাঠান হচ্ছে; আজ আমি কখনই তোমাকে ছাড়্‌ব না।

অভি। মা! ক্ষমা করুন, ও আজ্ঞা কর্‌বেন না। পিতৃকুলের হিতের জন্য আমি আজ যুদ্ধে যাচ্ছি। জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়-

দিগের নিকট সেই জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। মা! ক্ষমা করুন। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাপ, প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করাও মহাপাপ। আমাকে কোন্ পাপে লিপ্ত হতে বলেন? আপনি নিবারণ কর্‌লে আমার সাধ্য নাই যে, এ স্থান হতে এক পদও অগ্রসর হই; কিন্তু প্রতিজ্ঞার অনুরোধে, পিতৃকুলের হিতের অনুরোধে, বীরত্বের অনুরোধে শীঘ্রই আমাকে রণ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হতে হবে। জননি! ও নিষ্ঠুর আজ্ঞা কর্‌বেন না, অনুমতি দিন।

সুভ। বাছা রে! আমার প্রাণের ভিতর যে কি হচ্ছে, তা তুই কি বুঝ্‌বি। মায়ের প্রাণ সন্তানের জন্য যে কি করে, তা কি সন্তানে বুঝে থাকে? বাছা রে! যার পুত্র আছে, সেই জানে, পুত্র কি পদার্থ।—নিঃসন্তান তা কি বুঝবে? বাবা অভিমন্যু! আমি কখনই তোমাকে যুদ্ধে যেতে দেব না।

অভি। মা! কাতর হবেন না! মনে ভাবুন, আমি কে, আমি কার পুত্র, কার ভাগিনেয়, কার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি যদি কাপুরুষের মত যুদ্ধে বিরত হই, তা হলে কলঙ্ক রাখ্‌বার কি আর স্থান থাক্‌বে? আমার পিতার, মাতুলের, জ্যেষ্ঠতাতগণের, পিতৃব্যগণের—সকলেরই দুরপনেয় কলঙ্ক।

সুভ। অভিমন্যু! এই কি তোর যুদ্ধে যাবার বয়স রে? বাবা! তুই যে এখনও বালক; সমরের ভয়ানক ক্লেশ তুই কেমন ক'রে সহ্য করবি? নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নির্ম্মম কৌরবগণ তোর শরীরে ভীষণ অস্ত্রাঘাত কর্‌বে, তা তুই কেমন ক'রে সহ্য কর্‌বি?

অভি। জননি! শত্রুর অস্ত্রাঘাত-আশঙ্কায় যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হওয়া কি ক্ষত্রিয়সন্তানের কার্য্য? আমি যদি যুদ্ধে বিরত হই,

তা হলে যে আপনাকে মা ব'লে ডাক্‌বার উপযুক্ত নই। মা,প্রসন্ন-মনে বিদায় দিন, আর আশীর্ব্বাদ করুন, যেন যুদ্ধ-জয় করে এসে পুনরায় আপনার শ্রীচরণ দর্শন কর্‌তে পারি।

সুভ। তোমার ও সকল কথা আমি শুন্‌ব না, আমি কখ-নই যুদ্ধে যেতে দেব না।

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ)

অভি। (ব্যস্ততার সহিত) ঐ শুনুন, জননি! ঐ শৃঙ্গনাদি-গণ উচ্চরবে শৃঙ্গনাদ কর্‌ছে। ঐ সৈন্যগণ কোলাহল কর্‌ছে—সকলেই বীরত্ব ও উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঐ শুনুন, মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সৈন্যগণ-কে আমারই কথা বল্‌ছেন।

সুভ। আমি কখনই তোমাকে ছেড়ে দেব না। আজ আমি সিংহিনী হয়ে আপন শাবক রক্ষা কর্‌ব। এই আমি পথ রোধ করে দাঁড়ালেম, দেখি, কার সাধ্য আজ আমার কাছ থেকে আমার অভিমন্যুকে নিয়ে যায়।

(নেপথ্যে ভেরীনিনাদ)

অভি। (সুভদ্রার চরণ ধরিয়া) জননি! ক্ষমা করুন। আমার অপরাধ হয়েছে। আপনার অনুমতি গ্রহণ না করে, পূর্ব্বাহ্নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া আমার নিতান্ত অন্যায় হয়েছে; এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন। (সুভদ্রার চরণ ধারণ) মা, আপনার চরণ ধরে বল্‌ছি, আমাকে অনুমতি দিন। আপনার অনুমতি ভিন্ন, আমি কিছুই কর্‌তে পার্‌ব না।

সুভ। বাবা! তুমি আমার চরণ ধারণ করেছ, আমি তো-

মাকে আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হও। এস, বাবা, তোমার শির-শ্চুম্বন করি। কিন্তু কোন্ প্রাণে, বাবা, আমি তোমাকে সেই কাল-যুদ্ধস্থলে পাঠাব! আমি তা পার্‌ব না—পার্‌ব না।

[সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতির প্রস্থান।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। বৎস! এত বিলম্ব কর্‌ছ কেন?

অভি। জননীর নিকট বিদায় প্রার্থনা কর্‌ছিলেম। তিনি আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতে অসম্মতা।

ভীম। দুর্ব্বলহৃদয়া স্ত্রীলোক পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ কর্‌তে সহজে স্বীকার হয় না। বৎস! সে জন্য তুমি বিলম্ব ক'রো না, শীঘ্র এস।

অভি। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহাপাতক।

ভীম। সে পাপ আমার হবে—আমি সে পাপের ভাগী হব। তুমি শীঘ্র এস—

[অভিমন্যুকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল—ব্যূহদ্বার।

জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধন।

জয়। পাণ্ডবদের আজ পরাস্ত করে যদি তাদের দম্ভ চূর্ণ কর্‌তে পারি, তবে মনের আক্ষেপ নিবৃত্তি হয়। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি সকলেই কৌরবদিগের নিকট পরাস্ত হয়েছে।

দুর্য্যো। তথাপি পাণ্ডবগণ যুদ্ধে পুনঃপ্রবেশ কর্‌তে প্রস্তুত হচ্ছে, আশ্চর্য্য!

জয়। শুন্‌ছি, পাণ্ডবদিগের নবীন সেনাপতি অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু এ বার অগ্রসর হচ্ছে।

দুর্য্যো। অভিমন্যুই হোন আর যিনিই হোন, অদ্যকার যুদ্ধে কাহারও নিস্তার নাই। আচার্য্য অদ্য যে ব্যূহ রচনা করে-ছেন, কারও সাধ্য নাই যে, তাহা ভেদ করে। যিনি তাতে সাহস কর্‌বেন, নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু। শত শত রাজা, রাজপুত্র, রথী, সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ তন্মধ্যে কৃতান্তের ন্যায় অবস্থান কর্‌ছে। এখন এলে হয়।

জয়। আজ নিশ্চয় কৌরবদিগেরই জয় হবে। অর্জ্জুন ব্যতীত পৃথিবীমধ্যে এমন কোন বীর নাই, যিনি এই সপ্তরথী-

বেষ্টিত ব্যূহ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন। আসুক্ অভিমন্যু, দেখ্‌ব, সে কত বড় বীরের বেটা বীর।

দুর্য্যো। সেটা ত বালক। যা হোক, আজ তাকে পাই ত চিরমনস্কামনা সিদ্ধ করি। যে রূপে পারি, আজ আমি তাকে নিহত করব। অভিমন্যু অর্জ্জুনের জীবনস্বরূপ—অভিমন্যু-নিধনে নিশ্চয়ই অর্জ্জুন পুত্রশোকে কাতর হয়ে প্রাণত্যাগ করবে। তা হলেই কুরুকুল নিষ্কণ্টক হবে।

জয়। ভয় যত ঐ অর্জ্জুনটাকে। তা না হলে ভীমই বল, আর যুধিষ্ঠিরই বল, মহাদেবের প্রসাদে আমি সকলকেই পরাস্ত করতে পারি।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দুর্য্যো। গুরুদেব! জয় আজ নিশ্চয়ই আমাদের। পাণ্ডবগণ সকলেই পরাস্ত।

দ্রোণ। অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু যুদ্ধে প্রবেশ করছে।

জয়। যখন বড় বড় হাতী ঘোড়া রসাতলে গেল, যখন ভীম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই পরাজিত হল, তখন একটা দুধের ছেলে আর কি করবে?

দ্রোণ। জয়দ্রথ! তা মনে ক'রো না। পার্থ-নন্দন অভিমন্যুকে সামান্য বালক বলে উপেক্ষা ক'রো না। পিতা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক ভয় হয়। রামচন্দ্র অপেক্ষা লবকুশের বীরত্ব কত অধিক, জান ত? যা হোক্, জয়দ্রথ, তুমি অতি সাবধানে দ্বার রক্ষা করো। দুর্য্যোধন! তুমি ব্যূহমধ্যে গিয়ে, স্বস্থানে অবস্থান কর গে।

নেপথ্যে। জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয় !!

ঐ অভিমন্যু রণে প্রবেশ কর্‌ছে। যাও, শীঘ্র স্ব স্ব স্থানে যাও।

[দুর্য্যোধন ও দ্রোণাচার্য্যের প্রস্থান।

জয়। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয় !

নেপথ্যে কৌরবসৈন্যগণ। জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয় !

নেপথ্যের অপর দিকে পাণ্ডব-সৈন্যগণ। যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয় !

জয়। যতোঽধর্ম্মস্ততো জয়ঃ—জয় মহারাজ দুর্য্যোধনের জয় ! জয় কৌরবকুলের জয়। আজ দেখব ধর্ম্ম কেমন ক'রে পাণ্ডবদিগকে জয় প্রদান করে। আমি সৈন্যবর্গকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে আসি।

[প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। পিতা, মাতা, মাতুল ও অপরাপর গুরুজনের শ্রীচরণে উদ্দেশে প্রণাম ক'রে, এই আমি ব্যূহ ভেদ করি।

যুধি। বৎস, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, অদ্যকার যুদ্ধে জয়ী হও। তোমা দ্বারা আজ আমাদের মুখ রক্ষা হোক্, পাণ্ডবকুলের মান রক্ষা হোক্। তুমি সবলে ব্যূহ ভেদ ক'রে তন্মধ্যে প্রবেশ কর, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই।

ভীম। তুমি পথ করে দাও, আমি এখনি গিয়ে এই গদার এক আঘাতে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ ক'রে আমার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি—দুঃশাসনের হৃদয় ভেদ ক'রে, তার রক্ত পান ক'রে আমার চির-পিপাসা দূর করি। ব্যূহমধ্যে এক বার প্রবেশ কর্‌তে পার্‌লে হয় !

অভি। আপনি গোলোকপতি বিষ্ণু অবতার
শ্রীকৃষ্ণ সারথী যাঁর, সখা সখা বলি
সদা ডাকেন সাদরে যাঁরে, হেন জিষ্ণু
মহাবীর পার্থ-প্রিয়াত্মজ অভিমন্যু
নামিল সমরে আজি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
দেখি, কুরু ফেরুপাল, কত দিন আর
লুকায়ে লুকায়ে ফিরে শঠতা করিয়া,
কত দিন তাপে ধরা ঘোর পাপানলে।
সাজ্ রে বর্ব্বর কুরু, সাজ্ পশুপাল—
কপট, লম্পটাচারী, নারকী, দুর্জ্জন,—
সাজ্ সাধ মিটাইয়া পূরাতে সমরে
চির-সমরের সাধ। এসেছে শমন
লইতে কৌরববৃন্দে, ঘোর তমোময়
ভীষণ নরকে। দিবানিশি মহা-অগ্নি
জ্বলিতেছে তথা, যত কুরুগণ তরে ;—
কৌরব-গৌরব পাপ দুর্য্যোধন তরে
প্রস্তুত তথায় আছে রৌরব নরক
ভয়ঙ্কর। নিশা দ্বিপ্রহরে পাপীকুল-
পরিত্রাহি-রব শুধু পশিতেছে কানে।—
ও কি ?—তুচ্ছ চক্রব্যূহ ? ভীম ভঙ্গ ভঙ্গি

পূর্ণ সাগরের নীর রোধিতে দিয়াছে
মূর্খ বালির বন্ধন! ও কি ক্ষুদ্র কীট
জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ—রক্ষিতেছে ব্যূহ-
দ্বার? পাপ-অবতার, ধন্য ধন্য তোরে!
রাখ্ দেখি ব্যূহদ্বার?—এই দাঁড়ায়েছি
আমি—রাখ্ ব্যূহদ্বার। ক্ষুদ্র শিশু আমি,—
বলীয়ান্ বয়োবৃদ্ধ তুই; রাখ্ দেখি দ্বার?
দেখি ত্রিভুবনে কোন্ বীর সহে আজি
অভিমন্যু-শরাঘাত—ভীম বিষধর
ভুজঙ্গ-দংশন-সম?—পালা পালা ভীরু,
জানি তোর যত তেজ।—ও কে দুর্য্যোধন?—
কুরুকুলচূড়া—চক্রিবর!—এ কি, এ কি
বিড়ম্বনা? ভয়ানক সমরের ক্লেশ
সাজে না তোমায় নৃপ—যাও, যাও, যাও
অন্তঃপুরে ত্বরা—কাঁদিতেছে শয্যা তব,—
অস্ত্রে কিবা প্রয়োজন? এ কি! করে ধনু,
সংযোজিত বাণ তাহে! এ কি, রাজা, সাজে
হে তোমায়?—এই হানিলাম ভীম বাণ,
পালাও পালাও ত্বরা।

(বেগে প্রস্থান; যুধিষ্ঠির ও ভীমেব গমনোন্মুখ)

সত্বরে জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়। (যুধিষ্ঠির ও ভীমের প্রতি) কোথা যাও, ধর্ম্মরাজ? কোথা যাও, ভীমসেন? জান না স্বয়ং সিন্ধুপতি জয়দ্রথ ব্যূহ-দ্বার রক্ষা করছে। অগ্রে আমার হস্ত হতে নিষ্কৃতি পাও, পরে ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগামী হ'ও।

ভীম। দুরাচার জয়দ্রথ! ব্যূহদ্বার ত্যাগ কর্—নচেৎ এই গদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করব।

জয়। ভীম! পদাঘাতে তোর ও দন্ত চূর্ণ করব। যুদ্ধ কর্; যুদ্ধ ক'রে আমাকে পরাস্ত করতে পারিস্ ত ব্যূহ-প্রবেশের পথ পাবি।

ভীম। অধর্ম্মাচারী! নরাধম! আয়, তোর যুদ্ধের সাধ মিটাই।

[উভয়ের যুদ্ধ; পরাস্ত হইয়া ভীমের প্রস্থান।

যুধি। সিন্ধুপতি! পথ পরিত্যাগ কর। একাকী বালক লক্ষ লক্ষ শত্রুমধ্যে প্রবেশ করেছে। তার সহায়ে পাণ্ডবপক্ষের এক প্রাণীও যায় নাই। একমাত্র বালক, কখনই লক্ষ লক্ষ রণবিশারদ যোদ্ধার সমকক্ষ নয়। জয়দ্রথ! অভিমন্যু অপ্রাপ্ত-যৌবন কুমার, অধর্ম্ম ক'রো না, ন্যায়যুদ্ধ কর।

জয়। ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মে আমাদের প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম নিয়ে আপনি ধুয়ে খান; আমি বিনা যুদ্ধে কখনই দ্বার পরিত্যাগ করব না।

[জয়দ্রথের প্রস্থান।

যুধি। হায়—কি হল! হায়—কি হল! কি করতে কি করলেম! অভিমন্যুকে একাকী পেয়ে অধার্ম্মিক দুরাচারেরা কি জীবিত রাখবে। হা——

নেপথ্যে। জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

পুনর্নেপথ্যে। সর্ব্বনাশ হল রে—সর্ব্বনাশ হল! একটা বালক এসে কুরুকুল ছিন্ন ভিন্ন করলে। পালা—পালা,—সব কাটলে,—সব বিনাশ করলে—আজ আর কারও রক্ষা নাই।

যুধি। অভিমন্যু বিপুল বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করছে। কুরুসৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করছে। কিন্তু একাকী বালক কত ক্ষণ এই বিপুল সমরসাগরে সন্তরণ করবে! হায়, কি করি! জয়দ্রথ ত কোন ক্রমেই ব্যূহদ্বার ত্যাগ করলে না; এখন উপায় কি? অধর্ম্মাচারী, নরপিশাচ জয়দ্রথ! পাপমতি কৌরবগণ! এই কি তোদের ক্ষত্রিয়ত্ব? এই কি তোদের ন্যায়-যুদ্ধ? এই কি তোদের রণধর্ম্ম? এই কি রথীর প্রথা?

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়। পালাও, ধর্ম্মরাজ! শীঘ্র পালাও, না হলে নিশ্চয়ই আজ জয়দ্রথের হস্তে তোমার মৃত্যু হবে।

[উভয়ের যুদ্ধ; যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। সিন্ধুরাজ! উপায় কি? এক অভিমন্যু যে কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল করলে! কেহই যে অভিমন্যু-নিক্ষিপ্ত শরসমূহের সম্মুখে দাঁড়াতে পারছে না। কৌরবপক্ষের শত

শত নৃপতি, শত শত রাজকুমার, কুরুকুলের যুবকগণ ও অপরাপর সকলেই আজ বিনষ্ট হল। কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, ভূরিশ্রবা, দ্রোণ, সোমদত্ত প্রভৃতি সকলেই পরাস্ত; এক্ষণে উপায় কি? একটা ষোড়শবর্ষীয় বালক এসে কুরুকুলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

জয়। আচার্য্য আর তাঁর সৈন্যদল কোথা?

দুর্য্যো। তাঁর সৈন্যদল অভিমন্যুকে সংহার কর্‌বার জন্য সর্পসদৃশ শরজালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন কর্‌ছে, আর সে বীচিবিক্ষোভিত সাগরসদৃশ হয়ে সমস্তই যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে। কি হবে?

জয়। আচার্য্য কি কর্‌ছেন?

দুর্য্যো। আমার বোধ হয়, তিনি মোহপ্রযুক্ত অভিমন্যুকে বধ করতে ইচ্ছা কর্‌ছেন না। তা না হলে, এতক্ষণ অভিমন্যুর চিহ্নও থাক্‌তো না। তিনি নিধনোদ্যত হয়ে যুদ্ধ কর্‌লে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁর নিকট যমেরও নিস্তার নাই। কিন্তু ধনঞ্জয় তাঁর প্রিয় শিষ্য, তিনি আমাদের অপেক্ষা ধনঞ্জয়কে অধিক ভালবাসেন। আমার বোধ হয়, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁর সেই স্নেহের পাত্র অভিমন্যুকে জীবিত রেখেছেন।

জয়। এ বড় অন্যায় কথা;—কর্ণ কোথায়?

দুর্য্যো। সকলেই অভিমন্যুর শরাঘাতে একান্ত কাতর হয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন কর্‌ছে—কর্ণ কোথা, দেখি নাই। আচার্য্য-কৃত সৈন্যশ্রেণী ভঙ্গ ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে——

জয়। সর্পশিশু পিতা মাতা হতেও ভয়ঙ্কর! আমার মতে, কর্ণের অভিমতানুসারে যুদ্ধ করাই উচিত। ন্যায়যুদ্ধে কখনই

অভিমন্যুকে বধ করতে পারবেন না। এক কাজ করুন—দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, কর্ণ, শল্য, দুঃশাসন আর আপনি এই সাত জন একত্র গিয়ে অভিমন্যুকে সাত দিকে বেষ্টন করুন——আর এককালীন সকলেই শর-সন্ধান করুন—এ ভিন্ন আর উপায় নাই।

দুঃশাসনের প্রবেশ।

দুর্য্যো। ভাই, সম্বাদ কি?

দুঃশা। সম্বাদ বড় ভয়ানক! দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাগর দ্বিগুণ তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ল, অভিমন্যুর হস্তে শল্যের অনুজের মৃত্যু হয়েছে—আর সর্ব্বনাশের কথা বল্‌ব কি—তোমার পুত্রকেও সে সংহার করেছে।

দুর্য্যো। কি বল্‌লে, আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে? ওহ! আর সহ্য হয় না—এখনই দুরাত্মাকে বধ কর্‌বার সদুপায় দেখ। ওহ! বুক ফেটে গেল——

জয়। মহারাজ! এ কাতর হবার সময় নয়। দৃঢ় হোন্—তার পর দুঃশাসন?

দুঃশা। অভিমন্যু বড় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্‌ছে। এমন লঘুহস্ত আমি কখন দেখি নাই। শরগ্রহণ ও শরনিক্ষেপের ব্যবধান-মাত্র দৃষ্ট হচ্ছে না। তার প্রস্ফুরিত শরাসন চতুর্দ্দিকে শরৎ-কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হচ্ছে। তার আশ্চর্য্য বিক্রম! এত দ্রুত পরিভ্রমণ কর্‌ছে যে, যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, সেই দিকেই অভিমন্যুকে বিরাজিত দেখা যায়। এমন সমর-নিপুণতা কেহ কখন দেখে নাই—দেখ্‌বেও না। কর্ণ শরাঘাতে

নিতান্ত ব্যথিত হয়ে যুদ্ধে বিরতপ্রায় হয়েছেন;—একটা বালক আজ কুরুকুলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। ঐ দেখ, পার্থতনয় মহাবীর অভিমন্যু কৌরবগণকে পরাস্ত ক'রে স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করছেন। আমার মতে উহাঁর তুল্য যুদ্ধ-বিশারদ ধনুর্দ্ধর আর নাই। ঐ মহারথী ইচ্ছা কর্‌লে একাকীই সমগ্র কৌরব সংহার কর্‌তে পারেন। কিন্তু কেন যে এখনও কর্‌ছেন না, তা বল্‌তে পারি না।

দুর্য্যো। তা হলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। অর্জ্জুন আপনার প্রিয়তম শিষ্য; তার পুত্র, আপনার আরও প্রিয়। তার জয়লাভে আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন—আমরা আপনার বধ্যমধ্যে পরিগণিত।

দুঃশা। রাজন! আর সহ্য হয় না, আমি পুনরায় চল্লেম। যেরূপে পারি, আজ অভিমন্যুকে বধ করব। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ-শিশুকে বধ করে, সেইরূপ আমি আজ সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-দিগের সমক্ষে অভিমন্যুকে সংহার করব। দেখি, কার সাধ্য আজ কে অভিমন্যুকে রক্ষা করে।

[বেগে প্রস্থান।

দুর্য্যো। গুরুদেব! ক্ষমা করুন। আজ যদি না রক্ষা করেন ত আপনার সমক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন করব। ঐ ধনুঃশর আমার প্রতি লক্ষ্য করুন—আমায় বধ করুন।

দ্রোণ। দুর্য্যোধন! ক্ষান্ত হও। আমাকে আর কি কর্‌তে বল? আজ আমি যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করেছি, কারও সাধ্য নাই

যে, তা হতে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু তুমি ত স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছ—অভিমন্যু কি অদ্ভুত বিক্রমের সহিত সেই ব্যূহ ভঙ্গ কর্‌ছে!

দুর্য্যো। আপনি অগ্রে আমাকে বধ করুন। বলুন, না হয় আমার নিজ অসি নিজ বক্ষে আঘাত করি।

জয়। গুরুদেব! আপনার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবেন না।

যুদ্ধ করিতে করিতে দুঃশাসন ও অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভি। পাপিষ্ঠ! আজ সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে এই যুদ্ধ-পেলেম। তুমি যে সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মর্ম্মপীড়া দিয়েছিলে, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে কপট দ্যূত-ক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে,মহাবীর ভীমসেনকে যে কুবাক্য বলেছিলে, আজ তার উচিত প্রতিফল দিব। দুর্ম্মতি! অচিরাৎই তুমি রাজ-দ্রোহ, পরস্বাপহরণ, পরবিত্তলোভ ও আমার পিতৃ-রাজ্য-হরণ-পাপের উচিত প্রতিফল পাবে। যদি তুমি অন্যের ন্যায় প্রাণের ভয়ে সমর-ভূমি পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন না কর, ত নিশ্চয়ই আজ তোমার দেহ কাক শকুনি দ্বারা ভক্ষণ করাব।

(দুঃশাসনকে অস্ত্রাঘাত)

দুর্য্যো। গুরুদেব! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! দুঃশাসনকে রক্ষা করুন।

(জয়দ্রথ ও দুর্য্যোধনের এককালীন শরত্যাগ)

[অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-সন্নিহিত দেবমন্দির।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্ত। প্রাণ ভ'রে দুটো কথা কয়েও নিতে পার্‌লেম না। লজ্জা তার প্রতিবন্ধক হ'ল। হায়! মনে যে কতখানা অশুভ গাচ্ছে, তা বল্‌তে পারি নে। না জানি অদৃষ্টে কি আছে! দক্ষিণ অঙ্গ অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে, চক্ষুর্দ্বয় আপনিই জলপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে, প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে। তাঁকে না দেখে আর থাকৃতে পারি নে। শুভ পরিণয়াবধি নিরবধি একত্র ছিলেম, মিলনসুখে সর্ব্বদাই সুখী ছিলেম, বিরহ কাকে বলে, তা জান্‌তেম না। বিধাতা সে সাধে বাদ সাধ্‌লেন; অভাগিনী-হৃদয়ে দারুণ বিরহ-শেল আঘাত ক'রে নাথকে স্থানান্তরিত কর্‌লেন!—স্থান—অতি ভয়ানক স্থান—শমনের ক্রীড়াভূমি! মনে হ'লে শরীর শিউরে ওঠে। না, ও কথা আর মনে আন্‌ব না। (ক্ষণকাল চিন্তার পর) আবার মনে পড়্‌ছে, আবার কুভাবনা এসে মনকে আক্রমণ কর্‌ছে। মন চঞ্চল হ'লে স্বভাবতঃই শঙ্কান্বিত হয়। কু?——না, না, আমার ভাগ্যতরুতে কখনই কুফল ফল্‌বে না। আমি মহাবীর ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ, বিশ্বকর্ত্তা ভগবান্ বাসুদেবের ভগিনীবধূ,—আমার কখনই মন্দ হবে না। নাথ অবশ্যই রণ জয় ক'রে শীঘ্রই আস্‌বেন—তাঁর এই দাসীর কাছে আস্‌বেন—এই পিপাসিতা চাতকিনীর কাছে আস্‌বেন। 'যতো-

ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ', পাণ্ডবেরা কখন কারও সহিত অধর্ম্মাচরণ করেন নাই—পাণ্ডবদেরই জয় হবে। (ক্ষণপরে) আবার মন চঞ্চল হচ্ছে, আবার শঙ্কা মনকে আক্রমণ কর্‌ছে,—আবার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে, আবার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হচ্ছে, আবার চক্ষু জলপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে। দেবাদিদেব মহাদেব! সকলই তোমার লীলা। সতীপতি! সতীকে রক্ষা কর। নয়নজল তোমার শ্রীচরণে সিঞ্চন কর্‌ছি।

গীত।

রাখ, নাথ, সতীর জীবন।
দয়াময় হে ত্রিলোচন!
ভীষণ সমরে আজি গিয়াছেন নাথ,—
দেখো দেখো, রেখো তাঁরে এই আকিঞ্চন।
করিতে তোমার ধ্যান, দেখি সে বয়ান,—
অবলার অপরাধ ক'র না গ্রহণ।
উষ্ণ নয়ন-বারি নহে সুশীতল;—
কলুষিত করিতেছে তব শ্রীচরণ।

সুনন্দা ও চিত্রাবতীর প্রবেশ।

সুন। প্রিয়সখি! তোমার মুখখানি মলিন, চক্ষু দুটি পৃথিবী-সংলগ্ন, গণ্ডদেশ আর্দ্র—দেখি, (চিবুক ধরিয়া মুখোত্তোলনানন্তর) এ কি! চক্ষে জল যে!

উত্ত। (সরোদনে) সুনন্দা! আমাকে যুদ্ধস্থলে নিয়ে চল্‌।

চিত্রা। যুদ্ধস্থলে যাবে, সে কি কথা ?

উত্ত। আমি তাঁকে এক বার দেখ্‌তে যাব।

সুন। তুমি পাগল হয়েছ না কি ?

উত্ত। তা হলে হত ভাল। তা হলে এমন ক'রে মানসিক চিন্তানলে দগ্ধ হতেম না। অন্তঃপ্রকৃতি এমন ক'রে ছিন্ন ভিন্ন হত না। জ্ঞানশূন্যই থাক্‌তেম।

চিত্রা। অতো ভাবনা কিসের ? যুদ্ধে গেছেন, যুদ্ধ জয় ক'রে আবার আস্‌বেন।

উত্ত। আমার মন অধৈর্য্য হয়েছে, প্রবোধবাক্য বিফল। চিত্রাবতি ! সুনন্দা ! এতক্ষণ সেখানে কি হল ? তোরা শীঘ্র আমাকে নিয়ে চল্।

চিত্রা। সে কি কথা ! কি আর হবে ? বালাই ! ও কথা কি মুখে আনতে আছে ? আর যা হবার তা শত্রুর হোক্। পাণ্ডবেরা চিরজয়ী ; যুবরাজেরই যে জয় হবে, তার আর সন্দেহ নাই। কবে না দেখ্‌ছ, কবে না শুন্‌ছ, পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌ছে ?

উত্ত। না, সেটি আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মন যেন কেমন কেমন ক'রে উঠছে।

সুন। ভালবাসার জন্য মন সামান্য কারণে শঙ্কান্বিত হয়। তাতে আবার তোমার বিরহ-যন্ত্রণাটা নাকি এই প্রথম—তাই আরও কষ্ট হচ্ছে। স্থির হও, অমন ক'রে মিছে ভাবনা ভেবে ভেবে দেহ ক্ষয় ক'রো না। রাণী মা যুবরাজের কল্যাণে মহাদেবকে পূজা কর্‌বার জন্য আস্‌ছেন। তোমাকে এরূপ দেখ্‌লে তিনি কি বল্‌বেন ?

চিত্রা। কেঁদো না, সখি, চুপ কর।

গীত।

কেন কেন প্রাণসই! মলিন এমন, তব মুখকমল?
নলিনী নয়নে জল, ঝরিতেছে অবিরল,
কেন ললনে! কেন মলিন, লো সই! মুখকমল?
কেন লো বিজনে বসি, আবরি বদন-শশী,
কেন স্বজনি! কেন তমসে মগন মুখকমল?

মুখটি মুছে ফেল। শতদল কর্দ্দমাভিষিক্ত দেখ্‌তে পারা যায় না। এসো, আমি মুছিয়ে দিই।

উত্ত। না, আমি আপনিই মুছচি। (মুখমণ্ডল মুছিতে মুছিতে সীমন্তের সিন্দূর মুছিয়া, ও বস্ত্রে সিন্দূর-চিহ্ন দেখিয়া) এ কি! (কাঁদিতে কাঁদিতে) এ কি, চিত্রাবতি! এ কি হল! হায়, এ কি হল! সিঁতের সিঁদূর মুছে ফেল্‌লুম যে! অ্যাঁ—হা বিধাতা— (মূর্চ্ছা)

(উত্তরাকে ক্রোড়ে লইয়া চিত্রাবতীর উপবেশন)

সুন। ধর ধর, চিত্রাবতি!—কি সর্ব্বনাশ! আমি জল আনি। কিসে ক'রেই বা আনি, কিছুই যে পাচ্ছি নি!

[প্রস্থান।

চিত্রা। পরমেশ্বরের মনে কি আছে! সরলা নিষ্পাপ বালিকার অদৃষ্টে কি আছে! এয়োত্বের প্রধান লক্ষণটি মুছে গেল—উত্তরার আপন হস্ত হতে উঠে গেল। হে মহাদেব! রক্ষা কর।

সুনন্দার প্রবেশ।

সুন। এই জল নাও। আমি আঁচলে ক'রে আন্‌লুম—নিংড়ে নিংড়ে মুখে চখে দাও।

(উত্তরার মুখে জলপ্রদান)

একে গর্ভবতী, তায় আবার এই প্রথম, তাতে এই কঠিন মাটীর উপর—

উত্ত। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়) স্বর্গীয় আলোক—চন্দ্রলোক—দিব্য-যান—নাথ! আমায় ওতে তুলে নাও—আমায় ফেলে যেও না—আমি তোমার উত্তরা।

সুন। এ প্রলাপ—জ্ঞানের কথা নয়; আরও জল দাও।

উত্ত। (মূর্চ্ছান্তে) কৈ? প্রাণেশ্বর কৈ?—হা! আমি পাগল—পাগল—পাগল। তিনি যে এইমাত্র আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চন্দ্রলোকে গমন কর্‌লেন। (কাঁপিতে কাঁপিতে) উহু! মা গো!—সখি! আমাকে ধর—আমাকে ধ'রে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল—লোক-লজ্জা ভয় মানব না—চল—চল—আমি কারও নি-বারণ শুন্‌ব না—চল—চল—চল।

[বেগে প্রস্থান; পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখীদিগের প্রস্থান।

ধনাধার ও অর্ঘ্যপাত্র-হস্তে জনৈকা পরিচারিকা ও সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভ। বউমা কোথা গেলেন? আমার প্রাণের বউমা—সোণার বউমা কোথা গেলেন—উদ্যানে না এসেছিলেন?

পরি। হাঁ—বোধ হয় ফের চলে গেলেন।

সুভ। যাও, তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো—দেবাদি-

দেবের পূজা সমাপন হলে তাঁকে আবশ্যক হবে।—না, একটু দাঁড়াও, আমার অভিমন্যুর কল্যাণে আগে ধূনা পুড়িয়ে নিই—ধূনার পাত্র একখানি আমার মাথার উপর বসিয়ে দাও, আর দুখানি দুই হাতে দাও।

(উপবেশন—পরিচারিকার তদ্রূপ করণ)

দাও, ধূনা জেলে দাও—

(পরিচারিকার ধূনা জ্বালিয়া দেওন)

(ক্ষণপরে) ধূনা শেষ হয়েছে, দাও নামিয়ে দাও।

(সুভদ্রার হস্ত ও মস্তক হইতে ধূনাধার লইয়া পরিচারিকার ভূতলে স্থাপন)

যাও, এই বার বউমাকে ডেকে আন।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

সুভ। (যোড়করে)

গীত।

শঙ্কর শশাঙ্কধর——ত্রিনয়ন !
বিপদে পড়িয়ে আজি লয়েছি তব শরণ।
সমরে কুমার হায়, রক্ষা কর দয়াময়,
রক্ষা কর শূলপাণি, করি এই নিবেদন।
এই মাত্র ভিক্ষা চাই, বাছারে ফিরায়ে পাই,
দুখিনীর আর নাই, বিনা অভিমন্যু-ধন।

হে অনাথনাথ ! হে ভূতভাবন ! হে দেবাদিদেব ! অধীনীর

দয়া ক'রে ব্যূহদ্বার ত্যাগ করুক। আমরা যুদ্ধ কর্‌ব না—পরাভব স্বীকার ক'রে, কোলে ক'রে বৎসকে নিয়ে স্বশিবিরে আস্‌ব।

ভীম। জয়দ্রথ মূর্ত্তিমান পাপ। তার পাষাণ হৃদয় পাণ্ডব-দিগের অনুনয় বিনয়ে কখনই দ্রবীভূত হবে না।

যুধি। জগদীশ্বর! রক্ষা কর। এখন তোমার চরণকৃপা ভিন্ন আর উপায় নাই। ভাই বৃকোদর! কি হবে? সুভদ্রার যে আর নাই। ভাই! অর্জ্জুন যখন এসে অভিমন্যুকে অন্বেষণ কর্‌বে, তখন আমি তাকে কি বল্‌ব?

ভীম। হায়! আমাদের মৃত্যু হলে ক্ষতি ছিল না। আমরা পাঁচ ভাই, এক জনের মৃত্যু হলে জননীকে প্রবোধ দিবার আর চার জন থাক্‌বে—কিন্তু অভিমন্যু সুভদ্রার একমাত্র নয়ন-মণি।

যুধি। ভীম! আমি আত্মঘাতী হই। আমাকে জীবিতা-বস্থায় চিতায় তুলে দগ্ধ কর! আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। হায়! কি কর্‌তে কি কর্‌লেম! কৌরবদিগের দ্বারা পরাজিত হলে, অর্জ্জুনের নিকট নিতান্ত লজ্জিত হতে হবে ব'লে, বৎসকে রণে প্রেরণ কর্‌লেম, কিন্তু এখন যে আমাকে অধিক লজ্জা ভোগ কর্‌তে হবে। মনস্তাপ, হাহাকার, শোক, দুঃখ যে কত আমার কপালে আছে, তা আর বল্‌তে পারি না।

ভীম। ধর্ম্মরাজ! আপনার কাতরোক্তি আমি আর শুন্‌তে পারি না।

যুধি। অভ্রভেদী হিমালয়-শৃঙ্গ-সমূহ আমার মস্তকে ভেঙ্গে পড়ুক। দেবরাজের ভীষণ অশনি আমার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হোক্‌। ওহ! কি কর্‌তে কি করলেম! লোকে আমাকে ধর্ম্মরাজ বলে,

বড় ধর্ম্ম কর্ম্মই কর্‌লেম! হায়! আমি অতি ভীরু, কাপুরুষ, অক্ষত্রিয়, নরহৃদয়শূন্য, দারুণ স্বার্থপর; আপনি পরাজিত হয়ে বৎসকে রণে প্রেরণ কর্‌লেম—কালের করাল গ্রাসে বালক অভিমন্যুকে তুলে দিলেম! আমার ন্যায় মূঢ় অবিবেচক জগতে আর জন্মাবে না। আগে না বুঝে এখন কি সর্ব্বনাশই কর্‌লেম! হা অভিমন্যু! আমিই তোমার যত অমঙ্গলের মূল—আমি তোমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত নই, আমি তোমার কৃতান্ত। ভাই ভীম! অর্জ্জুনকে কি সম্বাদ পাঠাব?

ভীম। সম্বাদ দিবার আর সময় নাই—অর্জ্জুন অনেক দূরে অবস্থান কর্‌ছে—এখন আশু প্রতিকারের চেষ্টা দেখুন।

যুধি। তুমিই না হয় তার উপায় ব'লে দাও। ভীম! আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ভাই! আমি হতবুদ্ধি হয়েছি। হা কৃষ্ণ! হা দ্বারকানাথ! হা যদুপতি! মথুরেশ! হৃষীকেশ! জনার্দ্দন!—হা পাণ্ডবসখা মধুসূদন! এ বিপদ্‌কালে তুমি কোথা রহিলে? ভীম! বিধাতা নিতান্তই আমাদের প্রতি বিমুখ। তা না হলে কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই এ সময়ে অনুপস্থিত? ওহ! এতক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে কি হল!

ভীম। অধর্ম্মাচারী কৌরবগণ! কি কর্‌লি—কি কর্‌লি? ওরে তোরা ক্ষান্ত হ। ক্ষত্রিয়ত্বের অনুরোধে—মানব-মনের স্বাভাবিক বৃত্তি দয়ার অনুরোধে তোরা ক্ষান্ত হ। বালক-বধে, পুত্র-বধে তোরা ক্ষান্ত হ। ওরে তোরা কি অপুত্রক? বাৎসল্য কাকে বলে তা কি তোরা জানিস্ নে? তোদের হৃদয় কি পাষাণরচিত? কিশোর সুকুমার বালক অভিমন্যুকে অন্যায়-যুদ্ধে নিহত করিস্ নে—করিস্ নে।

যুধি। ভীম! এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? এই কি বীরের ধর্ম্ম?

ভীম। বীর কাকে বলেন আপনি? কৌরবদের? হায়, তারা আবার বীর? যারা এইরূপে অন্যায়-যুদ্ধে একটি বালকের প্রাণ-বিনাশে উদ্যত, তারা আবার বীর?—ধর্ম্মরাজ! তারা বীর নয়, বীর-কলঙ্ক।

যুধি। ওহ! হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর সব চূর্ণ হয়ে গেল! এত ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণদীপ নির্ব্বাণ হয় না কেন? আমার এ কলঙ্ক দুরপনের হয়ে রইল! হায়! আমি মূর্ত্তিমান কলঙ্ক হয়ে পৃথিবীতে এসেছি। চল, ভীম! একবার কৌরবদিগকে অনুনয় বিনয় ক'রেই দেখি গে।

ভীম। তাই চলুন। এখনও চেষ্টা কর্‌লে অভিমন্যুকে ফিরে পাওয়া যায়। দীপ নির্ব্বাণ হবার পূর্ব্বে তাতে তৈল প্রদান আবশ্যক।

যুধি। আমি দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি প্রত্যেক কৌরবপক্ষীয় বীরের, প্রত্যেক সেনাপতির, প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের, প্রত্যেক অশ্বা-রোহীর, প্রত্যেক গজারোহীর, প্রত্যেক সেনানীর, প্রত্যেক পদাতিকের, প্রত্যেক দূতের অবধি হাতে ধ'রে, পায়ে ধ'রে, দাঁতে তৃণ ক'রে, অনুনয় বিনয় ক'রে, কাতর হয়ে রোদন ক'রে বল্‌ব— তারা আমার অভিমন্যুকে ত্যাগ করুক। যোড়হস্তে সকলের কাছে অভিমন্যু-ধন ভিক্ষা প্রার্থনা কর্‌ব, নিজ জীবন দিতে হয় দিব, রাজ্যলালসা পরিত্যাগ কর্‌তে হয় কর্‌ব, পুনরায় অরণ্যবাসী হতে হয় হব, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসে

থাক্‌তে হয় থাক্‌ব, সমস্ত জীবন প্রচ্ছন্নভাবে অতিবাহিত কর্‌তে হয় কর্‌ব,—কৌরবেরা আমার অভিমন্যুকে আমাকে দিক্‌। চল ভাই, চল, নকুল সহদেবকে সমভিব্যাহারে লও; আজ আমরা চারি ভ্রাতায় কৌরবদিগের নিকটে ভিক্ষা কর্‌ব —একটি জীবন ভিক্ষা কর্‌ব। তাদের মনে কি দয়ার উদয় হবে না?

ভীম। চলুন,—প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যুদ্ধস্থল—ব্যূহমধ্যভাগ।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও শল্য উপস্থিত।

দুর্য্যো। জাল পাতা হয়েছে, এখন শীকার এসে পড়্‌লে হয়।

শল্য। সিংহ অপেক্ষা সিংহশাবকের বিক্রম ভয়ঙ্কর! আজিকার যুদ্ধে সকলকেই বিস্ময়াপন্ন করেছে।

কর্ণ। ধনুর্ব্বাণ ছিন্ন হয়েছে।

দুঃশা। আমি তার সারথিকে বিনাশ করেছি। শরাঘাতে আচার্য্য তার রথখণ্ড চূর্ণ করেছেন।

অশ্ব। পিতার সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কর্‌ছে। ধনুর্ব্বাণশূন্য হয়েছে, রথচ্যুত হয়েছে, তথাপি অসি ও গদা-যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনাশ কর্‌ছে। অর্জ্জুনপুত্র অর্জ্জুন অপেক্ষাও তেজস্বী; তার হস্তে আজ অযুত অযুত কৌরবসেনা বিনষ্ট হয়েছে।

দুর্য্যো। গুরুদেব স্বয়ং শরাসন ধারণ ক'রে যুদ্ধ কর্‌ছেন। শীঘ্রই দুরাত্মাকে ব্যূহের মধ্যভাগে তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌বেন; ঐ হতভাগ্য বালক ব্যূহমধ্যভাগে পতিত হবামাত্রেই আমরা সকলেই এককালীন শরসন্ধান কর্‌ব।

কর্ণ। এখন এসে পড়্‌লে হয়।

শল্য। শীঘ্রই অভিমন্যু-বধের উপায় উদ্ভাবন করুন। তার হস্তে কৌরবদিগের কোন ক্রমেই নিস্তার নেই। ভ্রাতৃবিয়োগে আমার মনে ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়েছে। আজ যেরূপে পারি, তাকে বিনাশ কর্‌ব।

দুঃশা। না হলে আমাদের সমস্ত মহারথিগণকে সে নিশ্চয়ই আজ বিনাশ কর্‌বে।

কর্ণ। যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করা রথীর উচিত ব'লেই আমি এতক্ষণ যুদ্ধস্থলে আছি।

অশ্ব। আশ্চর্য্য অভিমন্যুর বিক্রম! এ পর্য্যন্ত কেহই তার তিলমাত্র অবকাশ দেখে নাই। মহাবীর চতুর্দ্দিকে বিচরণ কর্‌ছে, কিন্তু উহার কিছুমাত্র অবসর দৃষ্ট হচ্ছে না। আর উহার কবচ নিতান্ত অভেদ্য; পিতা ধনঞ্জয়কে যেরূপ কবচধারণে সুশিক্ষিত করেছিলেন, বোধ হয়, ধনঞ্জয় অভিমন্যুকেও তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করেছে—

নেপথ্যে অভি। আচার্য্য! এই তোমার বীরত্ব? পালাও

কেন? দাঁড়াও—ভয় নাই; তুমি আমার পিতৃগুরু; ভয় নাই, আমি তোমার প্রাণ সংহার কর্‌ব না।

কর্ণ। স্থান কর—স্থান কর—ঐ আস্‌ছে। যেন সহজেই ব্যূহের মধ্যভাগে এসে পড়ে।

দুঃশা। এলে বেটাকে আজ বেড়া-আগুনে পোড়াব।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। গর্ব্বিত যুবক বীরমদে মত্ত হয়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে।—শরনিক্ষেপে বড় পটু। শরাসন ছিন্ন হয়েছে, রথ ভগ্ন হয়েছে,তথাপি ভূমি-যুদ্ধে দ্বিতীয় কৃতান্ত। ঐ আস্‌ছে—

অভিমন্যুর প্রবেশ।

(সকলের অভিমন্যুকে বেষ্টন)

অভি। পরাজিত, অবমানিত সপ্তরথী! এখনও কি তোমাদের যুদ্ধের সাধ মিটে নাই? তবে পুনর্ব্বার এস,——এস, আজ আমি আমার পিতৃকুলের রাজসিংহাসন নিষ্কণ্টক করি।

কর্ণ। দুরাত্মা! মর্‌তে বসেছ, অত দম্ভ কেন? অত আস্ফালন কেন?

অভি। নির্লজ্জ কর্ণ! তোমার লজ্জা নাই, তাই আবার অস্ত্রধারণ ক'রে আমার সম্মুখে এসেছ। যাও—যমালয়ে যাও।

(অসিপ্রহার)

(সপ্তরথীর এককালীন শরসন্ধান)

অধর্ম্মাচারী পাপিষ্ঠ কৌরবগণ! এই কি ন্যায়-যুদ্ধ? এই কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম? সাত জনে এককালীন এক জনকে আঘাত

দুঃশা। শত্রু যেরূপে পারি নিহত কর্‌ব, তার আবার ন্যায় অন্যায় কি?

অভি। আচ্ছা, আমি তাতেও ভীত নই। অর্জ্জুন-নন্দন তাতেও পরাঙ্‌মুখ নয়। দুরাচার পাপিষ্ঠগণ! আয়, দেখি তোদের কত ক্ষমতা। এই এক অসি দ্বারা আমি একাকীই তোদের সাত জনের সহিত যুদ্ধ কর্‌ব।

(অসি ঘুরাইয়া সপ্তরথীর বাণ নিবারণ,
অবসরক্রমে সপ্তজনকে আঘাত)

[সপ্তরথীর পলায়ন।

ধিক্ ভীরু কাপুরুষগণ! তোরা যুদ্ধস্থলে আস্‌বার নিতান্ত অনুপযুক্ত—তোরা বীর ন'স্—বীরকলঙ্ক। জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!

সপ্তরথীর পুনঃপ্রবেশ।

অভি। আবার এসেছ, নির্লজ্জগণ! পলায়ন কর্‌লে কেন? তোমরা না ক্ষত্রিয়?——তোমরা না বীর? যুদ্ধ করতে কর্‌তে পলায়ন করা কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—বীরের ধর্ম্ম?—যাদের প্রাণে এত ভয়, তারা কি ক্ষত্রিয়? তারা কি বীর? তারা শৃগাল কুক্কুর অপেক্ষাও অধম। যাও, চলে যাও, প্রাণ নিয়ে প্রস্থান কর। আর কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে এসো না—প্রাণভয়ে বনে গিয়ে বাস কর।

দুঃশা। অভিমন্যু! বোধ হয় ঐগুলি তোর জীবনের শেষ কথা।

অভি। আমার না হয় তোমাদের ; কুরুকুলের এই অধর্ম্মা-, চারী কুলাঙ্গারদের ; পাপমতি দুর্য্যোধনের ; পাপপূর্ণ সপ্তরথী-দের। আমি তোমাদের ষড়যন্ত্র বুঝ্‌তে পেরেছি—সাত জনে একসঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমার প্রাণ বিনাশ করবে, এই তোমাদের ইচ্ছা। আমি তাতেও পরাঙ্‌মুখ নই—আমি একাকী তোমাদের সাত জনেরই সহিত যুদ্ধ করব। অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু রণ-রঙ্গে কখনই বিরত নয়। সে তোমাদের মত কাপুরুষের ন্যায়, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করতে জানে না। বীরধর্ম্মের কাছে সে প্রাণকে তুচ্ছ বিবেচনা করে। যাও, অধর্ম্মাচারী বীর-কলঙ্কগণ ! সবাই অনন্ত নরকে যাও।

[যুদ্ধ ও সপ্তরথীর পলায়ন।

দূর হ, কাপুরুষ ভীরুগণ ! তোরা আবার যোদ্ধা ? সামান্য বাল-কের ভয়ে পলায়ন করলি ? (ক্ষণপরে) কিন্তু দেখ্‌ছি, আজ আমার রক্ষা নাই ! আমি একাকী—শত্রুদল অসংখ্য ! সপ্তরথীর ষড়যন্ত্রে আজ বোধ হয় আমার প্রাণ বিনষ্ট হবে। ন্যায়-যুদ্ধে—সম্মুখ-যুদ্ধে সকলেই পরাস্ত হয়েছে—এখন অবশেষে ক্ষত্রিয়ত্ব তুচ্ছ ক'রে, বীরধর্ম্মে পদাঘাত ক'রে, অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বন করলে। আমি একাকী, সাত জনে একত্রে আমার দেহে শরপ্রহার করছে—শরীর অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল—রক্তস্রাবে দেহের বল ক্ষয় হয়ে এল—আর এমন ক'রে কতক্ষণই বা যুঝ্‌ব ! তথাপি কাপুরুষত্ব দেখাব না—ভগ্নহৃদয়ে সাহস বেঁধে যুদ্ধ করব—শত্রুবধ করতে করতে প্রাণত্যাগ করব। কোথা গেল দুরাচারগণ ! বোধ হয়, কোন কুটিল পরামর্শে নিযুক্ত আছে।

সপ্তরথীর পুনঃপ্রবেশ।

দুঃশা। তোর সকল অস্ত্রই গেছে, অবশিষ্ট ঐ অসি। যদি প্রাণের ভয় থাকে ত অবিলম্বে উহা ত্যাগ কর্।

অভি। প্রাণের ভয় কার আছে, তা সকলেই দেখ্‌তে পাচ্ছে। আর বীরত্ব প্রকাশ কর্‌তে হবে না—যথেষ্ট হয়েছে।

(সকলের অভিমন্যুর হস্ত লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ)

(অভিমন্যুর হস্ত হইতে অসি-পতন)

অভি। আমি নিরস্ত্র হয়েছি। আমাকে একখানা অস্ত্র দাও।

দুর্য্যো। শীঘ্র শমন-ভবনে যাও।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

অভি। কৌরবগণ! এই কি তোমাদের ন্যায়-যুদ্ধ? নিরস্ত্র রথীকে অস্ত্রপ্রহার কর্‌ছ—এই কি তোমাদের বীরত্ব? এক বার আমাকে একখানা অস্ত্র দিয়ে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অধর্ম্ম ক'রো না—অধর্ম্ম ক'রো না। আমাকে একখানা অস্ত্র ভিক্ষা দাও।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

কৌরবগণ! অন্যায় ক'রো না, অধর্ম্ম ক'রো না। এত অধর্ম্ম কখনই সইবে না। কৌরবগণ! এতে তোমাদের গৌরব হ্রাস হবে বই বৃদ্ধি হবে না। কৌরবপতি! তুমি আমার আত্মীয়; আমি তোমার কাছে একখানা অস্ত্র ভিক্ষা চাচ্ছি—প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি না—একখানা অস্ত্র আমাকে দাও। কৌরবপতি! আমি তোমার শত্রু বটে, কিন্তু তোমার স্নেহের পাত্র—তোমার ভ্রাতু-

পুত্র; আত্মীয়ভাবে প্রথমে আমাকে একখানা অস্ত্র দাও, তার পর শত্রুভাবে যুদ্ধ ক'রো।

দুর্য্যো। তুই আমার পরম শত্রু অর্জ্জুনের পুত্র—তোকে এখনি বিনাশ কর্‌ব।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

অভি। আর না, আর চেষ্টা বৃথা। নিশ্চয়ই দুরাত্মারা আমার প্রাণ বিনাশ কর্‌বে। হা, ধিক্ কৌরবগণ! তোমাদের ধিক্, তোমাদের বীরত্বে ধিক্, তোমাদের ক্ষত্রিয়ত্বে ধিক্, তোমাদের অস্ত্রধারণে ধিক্, তোমাদের জীবনেও ধিক্!

দুঃশা। এখন মর্‌তে প্রস্তুত হ।

অভি। তথাস্তু। তা তোমাকে কষ্ট পেয়ে বল্‌তে হবে না। তা আমি অনেকক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

আর না, আর না, আর না। আর চেষ্টা বৃথা (উপবেশন)।

দ্রোণ। (রথিগণকে) আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

অভি। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা জ্যেষ্ঠতাতগণ! হা খুল্লতাতগণ! হা মাতুল! হা উত্তরে! এ সময়ে তোমরা কোথা রইলে? এক বার দেখে যাও, দুর্ব্বৃত্ত কৌরবদিগের অন্যায়-যুদ্ধে তোমাদের অভিমন্যু আজ বিনষ্ট হল! হা পিতঃ! তোমার অভিমন্যুকে আজ বীরকলঙ্ক সপ্তরথী কি উপায়ে বধ কর্‌ছে, একবার দেখে যাও। এ সময়ে তুমি কোথা রইলে? মা গো!—মা—মা—মা! (সরোদনে) তোমার যে আর নাই, মা! মা,—মা,—মা, আস্‌বার সময়ে তোমার কথা শুন্‌লেম্ না—তার এই প্রতিফল হল! মা গো, আমার মৃত্যুসংবাদ যখন তোমার কর্ণে

যাবে,তখন তুমি কি জীবিতা থাকবে? মা! তোমার একমাত্র রত্নকে তুমি আর দেখ্‌তে পাবে না! হা ধর্ম্মরাজ! হা জ্যেষ্ঠতাতগণ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনারা আমার অনুসরণ কর্‌তে পার্‌লেন না; এ অভাগা নিষ্ক্রমণ-উপায় জানে না, তাই আজ এই অক্ষত্রিয় বীর-কলঙ্কদিগের অন্যায় সমরে বিনষ্ট হল! প্রাণপ্রিয়ে উত্তরে! উত্তরে! প্রাণাধিকে! ওহ! তোমার কথা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! সুকুমারী বালিকা—বিরহ কাকে বলে কখনও জান না। হায়! তোমাকে আজ চিরবিরহে নিক্ষেপ ক'রে চল্লেম! প্রাণেশ্বরি! আমার অদর্শনে তুমি কি জীবিতা থাক্‌বে? আত্ম-ঘাতিনী হ'ও না; তোমার গর্ভে সন্তান আছে। হা মাতুল বিশ্বকর্ত্তা বাসুদেব! যে আপনার ভাগিনেয়, তার আজ শোচ-নীয় অবস্থা দেখুন! অন্তর্যামী! বিশ্বব্যাপী! সর্ব্বশক্তিমান্! বিঘোরে আজ সুভদ্রানন্দন প্রাণে বিনষ্ট হল! দীননাথ! দুঃখিনী জননীর আর নাই!—অভিমন্যু-বিয়োগবিধুরা সুভদ্রাকে দেখো —মার আর নাই! হায়! শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়ে এল——ঘন ঘন নিশ্বাস পতন হচ্ছে, প্রাণদীপ শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। আর বিলম্ব নাই, অভিমন্যু নামে পাণ্ডবদিগের এক দাস আজ পৃথিবী হতে চল্ল! শত্রুগণকে আনন্দসাগরে, আত্মীয়গণকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করে চল্লেম! কৌরবগণ! তোমাদের এ কলঙ্ক কখনও অপনীত হবে না—সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হলেও লোকে তোমাদের নামে ধিক্কার দেবে——কিন্তু অভিমন্যুর দুঃখে বিগলিত হয়ে এক বারও অশ্রুবর্ষণ কর্‌বে! পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে তোমরা বীর-কলঙ্ক ব'লে বিখ্যাত হলে! আর না, আর বিলম্ব নাই—মৃত্যু করাল মুখ ব্যাদান ক'রে আস্‌ছে—

শীঘ্রই গ্রাস করবে। মৃত্যুকালেও একবার আক্রমণ করে দেখি ——যদি একটি শত্রুও বধ করতে পারি। (সবেগে গাত্রোত্থান)

গদা-হস্তে বেগে দ্রোষণের প্রবেশ।

দ্রোষণ। অভিমন্যু! আজ তোর শেষ দিন।

(গদাপ্রহার)

(অভিমন্যুর পতন)

অভি। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা মাতুল! হা উত্তরে!—

(মৃত্যু)

(সহসা মেঘগর্জ্জন ও অন্ধকার)

দ্রোণ। এ কি! এ কি!—দুর্য্যোধন, তোমার জন্য আজ আমি গভীর পাপসাগরে নিমগ্ন হলেম!—পৃথিবীর অতি জঘন্য কার্য্য আজ দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা সাধিত হল!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয়! কৌরবপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

দৈববাণী।—

বধিলি বালকে সবে অন্যায় আহবে।
এই পাপে কুরুকুল ছারখার হবে॥

(স্বর্গ হইতে দিব্যযানারূঢ় দিব্যলোকের অবতরণ)

গীত।

উঠ উঠ, বীরবর, চল অমর-ভবনে।
অমাময় চন্দ্রলোক, হায়, তোমার বিহনে!

চল হে বিমল-বিভা, উজলিতে দেবসভা,
চল হে ত্রিদিবধামে, আরোহি এ দিব্যযানে।
ষোড়শ বরষ গত, শাপ তব বিমোচিত,
চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরাশয়নে?

[অভিমন্যুর জ্যোতির্ম্ময় প্রাণবায়ু লইয়া স্বর্গে গমন।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডবশিবির।

যুধিষ্ঠির ও ভীম।

ভীম। এত অধর্ম্ম কখনই সইবে না। ক্রোধে, ক্ষোভে, শোকে, দুঃখে আমার অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে গেল! কি বল্‌ব, দুরাচার জয়দ্রথ মহাদেবের বরে আমার অবধ্য, তা না হলে আমি এখনি তার পাপের সমুচিত শাস্তি দিতেম; এই গদাঘাতে তার মস্তক চূর্ণ কর্‌তেম। ওহ! দুরাত্মা কি সর্ব্বনাশই ঘটালে!

যুধি। হা বৎস অভিমন্যু! তুমি আমারই প্রিয়চিকীর্ষায় চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে অগণিত দ্রোণসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করে-ছিলে। কিন্তু আমরা তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না। হায়! তোমার প্রভাবে শত শত রণদুর্ম্মদ, মহাধনুর্ধর, অস্ত্রবিশা-রদ শত্রু নিহত হয়েছে, সপ্তরথী সাত বার পরাস্ত হয়েছে।— জগৎসংসার তোমার বীরত্বকে প্রশংসা কর্‌বে। তুমি বীরপুরুষ, শত্রুবধ কর্‌তে কর্‌তে প্রাণত্যাগ করেছ—স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।—কিন্তু আমার ললাটে তুমি দুরপনেয় কলঙ্ক-রেখা দিয়ে গিয়েছ! যখন লোকে শুন্‌বে, তুমি আমারই উত্তেজনায় যুদ্ধে গমন করেছিলে; যখন লোকে শুন্‌বে, তুমি আমারই ভরসায় কাল চক্রব্যূহ ভেদ করেছিলে; যখন লোকে শুন্‌বে, আমরা কাপুরুষের ন্যায় জয়দ্রথের রণে পরাস্ত হয়ে, তোমার সাহায্যার্থে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ কর্‌তে অক্ষম হয়েছিলেম; যখন লোকে শুন্‌বে, দুর্ম্মতি দুঃশাসন-পুত্র দ্রোষণ তোমার প্রাণ-সংহার করেছে, তখন লোকে যে আমাকেই শত শত ধিক্কার দিবে! দুরপনেয় কলঙ্ক-রেখা আমারই ললাট-ভাগে অঙ্কিত ক'রে দিবে! হা বৎস! হা অভিমন্যু! হা বীরপুত্র! তোমার নিধনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল!

ভীম। মহারাজ! রোদন সম্বরণ করুন। চক্ষের জলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ কর্‌বেন না। এখন যাতে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও তার পাপ অনুচরবর্গ, তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি পায়, তার উপায় দেখুন।

যুধি। ভাই! অনন্ত কাল যদি অনন্ত নয়ন-জল বর্ষণ করি, তা হলেও এই অনন্ত শোকপাবক নির্ব্বাণ হবে না। ওহ!

অর্জ্জুন যখন সংসপ্তক-সংগ্রাম জয় ক'রে হস্তিনায় প্রত্যাগমন কর্‌বে, সে এসে যখন প্রিয়তম অভিমন্যুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তখন আমি তাকে কি বলব ? সে যখন পুত্রশোকে অধীর হয়ে, "অভিমন্যু ! অভিমন্যু !" বলে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কর্‌বে, তখন তাকে কি বলে সান্ত্বনা কর্‌ব ? ভাই ! আর গৃহে যাব না, পুনর্ব্বার অরণ্যচারী হব, আমার রাজ্যলাভে প্রয়োজন নাই। ওহ ! সুভদ্রা যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে, মণিহারা ফণিনীর মত ব্যাকুল হয়ে রোদন করবে, উচ্চ রোদনধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ সমাকুল ক'রে তুলবে, তখন আমি কি কর্‌ব, কোথায় যাব ! হায় ! বিরাটকন্যা বালিকা উত্তরার দশা কি কর্‌লেম ! সে যে জন্মের মত মজ্‌ল ! তার বিধবা-বেশ আমিই বা কি ক'রে দেখ্‌ব—সুভদ্রাই বা কি ক'রে দেখবে—আর অর্জ্জুনই বা কি ক'রে দেখ্‌বে ? ভীম ! আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই ; আর আমি এ পাপ মুখ লোকালয়ে দেখাব না। এই দণ্ডেই আমার মৃত্যু হোক !

ভীম। মহারাজ ! সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

যুধি। সত্য, ভীম ! সকলই বিধাতার ইচ্ছায় ঘট্‌ছে আর ঘটেছে, কিন্তু আমি যে সে ঘটনার প্রধান কারণ। বিধাতা যে আমাকেই সে কার্য্যের উত্তরসাধক কর্‌লেন ! আমা হতেই যে সব ঘট্‌ল ! আমার আর কলঙ্ক রাখ্‌বার স্থান নাই। আমি শিশুহত্যা করেছি, আমি পুত্রহত্যা করেছি, আমি অর্জ্জুনের জীবনের জীবন হত্যা করেছি। আমি লোভী, রাজ্যলোলুপ ; রাজ্যের জন্য এক অমূল্য জীবন কালের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমার

মৃত্যু হল না কেন? যে সুকুমার কুমারকে জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ কর্‌তে দেওয়া উচিত নয়, আমি তাকে দুস্তর সমর-সাগরে নিক্ষেপ ক'রে তার প্রাণবধের কারণ হলেম!

ভীম। মহারাজ! ক্ষান্ত হোন্; আর বিলাপ কর্‌বেন না। আপনার কাতরোক্তি আমি আর শুন্‌তে পারি না।

যুধি। ভীম! আজন্মকাল বিলাপ কর্‌লেও মনের আক্ষেপ নিবৃত্তি হবে না।

ভীম। ধর্ম্মরাজ!—

যুধি। ভীম! তুমি আর আমাকে ধর্ম্মরাজ বলো না; কেহ যেন আর আমাকে ও সম্বোধন না করে। আমি মূর্ত্তিমান পাপ—পাপের আকর-স্থান। আমি প্রেত, পিশাচ রাক্ষস। জগৎশুদ্ধ লোক এসে এখন যুধিষ্ঠিরের নামে ধিক্কার দিক্। কেউ যেন আর যুধিষ্ঠিরের নাম জিহ্বাগ্রেও না আনে। এ পাপ নাম যার স্মরণপটে চিত্রিত আছে,—সে শীঘ্রই তা মুছে ফেলুক। এ নাম শ্রবণ কর্‌লে পাপ, স্মরণ কর্‌লে পাপ, উচ্চারণ কর্‌লে পাপ।

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জু। কেশব! আজ কেন আমার বাম চক্ষু অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে? কেন আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে? কেন আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে? যে দিকে নেত্রপাত কর্‌ছি, সেই দিকেই কেবল অমঙ্গলসূচক দৃশ্য সকল দর্শন কর্‌ছি। সখে! এর কারণ কি? কিছুই ত বুঝতে পার্‌ছি না। সংসপ্তকগ্রামে শুন্‌লেম, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে, পাণ্ডবদের সহিত

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পাণ্ডবদিগের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই যুদ্ধ জয় করবেন। তুমি অকারণ অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রো না; দুর্ভাবনা ত্যাগ কর। তোমাদের অতি অল্পমাত্রই অনিষ্ট হবে।

অর্জ্জু। সখে! আজ শিবির আনন্দশূন্য, দীপ্তিশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট। আমি সংসপ্তকদিগের তুমুল সংগ্রাম জয় ক'রে এলেম, কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয়েরা কেহই মঙ্গল তূর্য্য-নিস্বন কর্‌ছে না; দুন্দুভি-ধ্বনি সহকারে আমার জয়-ঘোষণা কর্‌ছে না। শঙ্খ, করতাল, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি প্রভৃতি নীরব। স্তুতিপাঠী বন্দিগণ নিস্তব্ধ। যোদ্ধাগণ আমাকে দেখে অধোমুখে পলায়ন কর্‌ছে; পূর্ব্বের ন্যায় কেহই আমার নিকটে এসে স্ব স্ব বীরকার্য্যের পরিচয় প্রদান কর্‌ছে না। সখে! ঘটেছে কি? শীঘ্র বল— মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল! কি ভয়ানক কাণ্ডই যে ঘটেছে, কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! অভিমন্যু কোথা? অন্য দিনের মত সে ভ্রাতৃগণকে পশ্চাতে রেখে সর্ব্বাগ্রেই আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌ছে না কেন? কি হয়েছে, শীঘ্র বল? (যুধিষ্ঠির ও ভীমকে দেখিয়া) এই যে, মহারাজ! এ কি? এমন অপ্রসন্ন বিমর্ষভাবে কেন? আমি সংসপ্তক-যুদ্ধ জয় ক'রে এলেম, সস্নেহ মধুর বাক্যে আমার কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন না কেন? কি হয়েছে? অভিমন্যু কোথা? শুনেছিলেম, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছিলেন; অভিমন্যু ভিন্ন পাণ্ডবদের মধ্যে কেহই সেই ব্যূহ ভেদ কর্‌তে জানে না। প্রিয়তম অভিমন্যু কি যুদ্ধে গমন করেছিল?

যুধি। ভাই অর্জ্জুন! তুমি আমাকে বধ কর। ঐ গাণ্ডীবে শরসন্ধান ক'রে আমার মস্তকচ্ছেদন কর। তোমার জ্যেষ্ঠবধের, গুরুবধের পাপ হবে না। আমি তোমার অভিমন্যুকে——ওহ! আর বল্‌তে পারি না, রক্ত জল হয়ে গেল! হা অভিমন্যু!—

অর্জ্জুন। আর বল্‌তে হবে না। বুঝেছি—আমি বুঝেছি—আমি বুঝেছি——হা অভিমন্যু! (মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ। পুত্রশোক অসহনীয়।

(সকলের অর্জ্জুনকে শুশ্রূষা)

অর্জ্জুন। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া) হা অভিমন্যু! হা অভিমন্যু! হা পুত্র! হা আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! কোথায় গেলে? ওহহ! সহ্য হয় না, শরীর জ্বলে গেল! অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে গেল! অভিমন্যু! তুমি কোথা?—গেল—সব গেল—আর সহ্য হয় না! অভিমন্যু! আমার প্রাণের অভিমন্যু! আমার তৃষ্ণার জল, রোগের ঔষধ, স্বাস্থ্যের পথ্য, দুর্ভাবনার শান্তি, বিপদের সহায়, আমার জীবনের জীবন, জীবনের অমৃত, তুমি কোথায়? আর আমার কিছুই আবশ্যক নাই। বুক ফেটে গেল!——সব উচ্ছিন্ন যাক্‌, সব ছারখার হোক!

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ক্ষান্ত হও। সকলেরই এই পথ। কেহই চিরদিন জীবিত থাক্‌তে পৃথিবীতে আসে নাই।

অর্জ্জুন। সখা! ক্ষান্ত হতে পারি না; মন প্রবোধ মানে না। শোকানলে, ক্রোধানলে, তোমার প্রবোধ-বাক্য ভস্মীভূত হল; মনকে স্পর্শ করতেও পার্‌লে না। পুত্রশোক যে কি ভয়ঙ্কর, আজ তা জান্‌তে পেরেছি!

কৃষ্ণ। পুত্রশোক যে অসহনীয়, তা কে না স্বীকার করবে!

দেবাদিদেব ভূতভাবন ভগবান্ শূলপাণির হস্তে যে ভীম ত্রিশূল সতত বিরাজ করে, তার আঘাত অপেক্ষাও পুত্রশোক-শেলাঘাত ভয়ঙ্কর। কিন্তু তা বলে কি বিশ্ববিজেতা, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় স্ত্রীলোকের মত রোদন কর্‌বে? অরাতি-নির্যাতন-ব্রত উদযাপনে বিরত হবে? অর্জ্জুন কি পুরুষের ন্যায় দুঃখভার বহন কর্‌তে সক্ষম নয়?

অর্জ্জুন। হাঁ—অর্জ্জুন পুরুষ, ক্ষত্রিয়সন্তান, সে অবশ্যই পুরুষের ন্যায় কার্য্য কর্‌বে। যে নরাধম, অর্জ্জুনের প্রাণপ্রতিম পুত্রকে নিধন করেছে, অর্জ্জুন এখনি তাকে নরকে প্রেরণ কর্‌বে। বলুন, বলুন, কোন্ দুরাচার এ কার্য্য করেছে? কোন্ নরহৃদয়শূন্য পিশাচ আমার বালক অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ? বলুন, এখনি আমি তাকে নরকে প্রেরণ করি।

ভীম। অর্জ্জুন! কি বল্‌ব! বল্‌তে বুক ফেটে যায়! দুরাচার জয়দ্রথই অভিমন্যুবধের প্রধান কারণ। ঐ দুরাচারই সেই কাল ব্যূহদ্বার রক্ষা করেছিল। অভিমন্যু যখন সবেগে ব্যূহ ভেদ ক'রে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হল,—তখন আমরা তার সঙ্গে সঙ্গেই গমন কর্‌লেম। যাবামাত্রেই দুর্ম্মতি জয়দ্রথ পথরোধ ক'রে আমাদের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিযুক্ত হল; পাপিষ্ঠ মহাদেবের বলে বলী। আমাদের সকলকেই পরাস্ত কর্‌লে। অবশেষে আমরা বৎস অভিমন্যুকে ব্যূহ হতে নিষ্ক্রান্ত করে আন্‌বার জন্য জয়দ্রথের চরণে ধ'রে, অনুনয় বিনয় ক'রে, দাঁতে তৃণ ক'রে, তার কাছে অভিমন্যুর জীবন ভিক্ষা চাইলেম—তথাপি সে পাষাণহৃদয় আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌লে না—অবশেষে সপ্তরথী একত্রে যুদ্ধ ক'রে—ওহ্‌! আর বল্‌তে পারি না।

অর্জ্জুন। হা পুত্র! হা অভিমন্যু! অন্যায় সমরে তুমি নিহত হলে! রে অধর্ম্মাচারী কৌরবগণ! এই কি তোদের ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজ? এই কি রণধর্ম্ম? দুরাচারগণ! আমি এখনি তোদের সমুচিত শাস্তি দেব। আজ আর তোদের কারও নিস্তার নাই। আজ কুরুকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, যাকে পাব, খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটব। স্বর্গ—মর্ত্ত্য—পাতাল—ত্রিভুবন সমুদায় উল্টে পাল্টে দেব, পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাব। এই গাণ্ডীব, এই আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা আজ কৌরবকুল ভস্মসাৎ কর্ব। আজ তাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর্ব। অধর্ম্মাচারী নারকিগণকে অনন্ত নরকে প্রেরণ কর্ব। মহারাজ! সখে শ্রীকৃষ্ণ! মধ্যম পাণ্ডব মহাশয়! আজ আমি এই প্রতিজ্ঞা কর্লেম যে, যে আমার প্রিয় পুত্রের অকালমৃত্যুর মূল, তাকে কাল নিশ্চয়ই আমি শমন-ভবনে প্রেরণ কর্ব। দুরাচার জয়দ্রথ! তোর আর নিস্তার নাই। মহারাজ! এই আমি আপনার পরমপূজ্য শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্ছি, স্বর্গীয় দেবগণকে সাক্ষ্য ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্ছি, এই গাণ্ডীব হস্তে ক'রে, এই অসি স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করছি, কল্যই আমি জয়দ্রথকে বধ কর্ব,—কল্যই দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন ক'রে, তার পাপ দেহ শৃগাল কুক্কুর দিয়ে ভক্ষণ করাব। চরণতলে দুরাত্মার ছিন্নমস্তক বিদলিত কর্ব। দেবলোক! গন্ধর্ব্বলোক! নাগলোক! নরলোক! আজ তোমাদের সাক্ষ্য ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্ছি, কল্যই জয়দ্রথ দুর্ম্মতিকে শমনভবনে প্রেরণ কর্ব। যদি জয়দ্রথ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তার সেই বরদাতা ভগবান্ শূলপাণির আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে ভগবান দেবাদিদেব

মহাদেবের সহিত যুদ্ধ ক'রেও দুরাত্মার মস্তকচ্ছেদন কর্‌ব। যদি দেবগণ তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয়,দেবগণের সহিত যুদ্ধ করেও দুরাচারকে বধ কর্‌ব। পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি তার পক্ষ হয়, তথাপি তার নিস্তার নাই। যদি দুরাচার প্রাণভয়ে ধর্ম্মরাজের, বাসুদেবের, এবং পাণ্ডবপক্ষীয় আপামর সাধারণের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য শত বার অনুতাপ করে, অপরাধের জন্য শত বার মার্জ্জনা প্রার্থনা করে, তথাপি তাকে বিনাশ কর্‌ব। সেই পাষণ্ডই আমার অভিমন্যুবধের মূল; তাকে নিশ্চয়ই কল্য বিনাশ কর্‌ব। যে কেহ তার প্রাণরক্ষার্থে আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে, তৎক্ষণাৎ তাকে বধ কর্‌ব। দ্রোণাচার্য্য হোন, অশ্বত্থামা হোন, কৃপাচার্য্য হোন, আর যে কেহই হোন, যিনি দুরাচারের সাহায্যে অগ্রসর হবেন, তিনিই আমার এই সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে নরকে গমন কর্‌বেন। আজ এই আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আমি ক্ষত্রিয় নই। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আর আমি গাণ্ডীব ধারণ কর্‌ব না। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আর আমি লোকালয়ে মুখ দেখাব না। যদি কল্যই আমি জয়দ্রথকে বধ না করি, তা হলে আমার আজীবনার্জ্জিত পুণ্যরাশি বিফল হবে। মাতৃহত্যায় পিতৃহত্যায় যে পাপ, স্ত্রীহত্যায়, পুত্রহত্যায় যে পাপ, গুরু-হত্যায়, ব্রহ্মহত্যায় যে পাপ, অতিথিহত্যায়, গোহত্যায় যে পাপ, পরদারহরণে, পরবিত্তহরণে, বিশ্বাসঘাতকতায়, কৃতঘ্নতায় যে পাপ, কাল যদি আমি জয়দ্রথকে না বধ করি, ত সে সমস্ত পাপ আমারই হবে। আবার বলি, কালই যদি না জয়-

দ্রথকে বধ করি, ত দেবনিন্দা, গুরুনিন্দা, নাস্তিকতা, নিরীশ্বর-বাদিতায় যে পাপ, সে সমস্তই আমার হবে। আবার বলি, যদি কালই জয়দ্রথকে না বধ করি, ত প্রবঞ্চনায়, উৎকোচ-গ্রহণে, মিথ্যা কথায় যে পাপ, তা আমারই হবে। আবার বলি, যদি কালই না জয়দ্রথকে বধ করি, ত মদ্যপানে, গণিকাগমনে, ভ্রূণহত্যায় যে পাপ, সে সমস্তই আমার হবে। জগৎ শুনুক, ত্রিভুবন শুনুক, আমি উচ্চরবে, উচ্চকণ্ঠে বল্‌ছি, তারস্বরে প্র-তিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, কাল যদি না জয়দ্রথকে বধ করি, ত অনন্ত নরকে আমার চিরবাসস্থান হবে। দেব দিনমণি! তুমি সাক্ষ্য, আজ তোমার সমক্ষে এই আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম। আবার প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, সকলে শুনুক, যদি কল্য দিবাকর অস্তগমনের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে স্বহস্তে বধ কর্‌তে না পারি, ত আমি স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত ক'রে, সেই অনলে আত্মসমর্পণ কর্‌ব। সুর, অসুর, মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি কেহই কাল জয়দ্রথকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। আমার অভিমন্যুর নিধনকর্ত্তা দুর্ম্মতি জয়দ্রথ যদি গাঢ় অমাবৃত পাতালপ্রদেশে প্রবেশ করে, যদি ধূমপুঞ্জময় নভোমণ্ডলে লুক্কায়িত হয়, যদি দেবপুরে অথবা দৈত্যপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তথাপি তার নিস্তার নাই। যদি জয়দ্রথ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দুরধিগম্য অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করে, আমার ক্রোধ দাবাগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ কর্‌বে, যদি জয়দ্রথ অতল সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, আমার ক্রোধ বাড়বাগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ কর্‌বে। কাল জয়দ্রথের নিস্তার নাই—নাই—নাই।

কৃষ্ণ। সাধু! সাধু! সাধু!

অর্জ্জুন। কাল বসুন্ধরা হয় জয়দ্রথশূন্য হবে, নয় অর্জ্জুনকে

চিরদিনের মত বিদায় দিবে। ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা—বীর-প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হবে না—হবে না—হবে না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" এই আমি চল্লেম, যেখানে দুরাত্মা থাকবে, সেইখানে গিয়ে তাকে বিনাশ করব।

[বেগে প্রস্থান।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

যবনিকাপতন।

বীর-কলঙ্ক নাটক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(জয়দ্রথ-বধ)

দ্বিতীয় সংস্করণ।

উৎসর্গ-পত্র।

যিনি জয়দ্রথ-বধ রচনা করিলে আমি

জয়দ্রথ-বধ রচনা করিব না

প্রতিশ্রুত ছিলাম,

সেই অকৃত্রিম বন্ধুতার আস্পদ

স্বর্গীয় ৺প্রমথনাথ মিত্রের নামে

এই

"জয়দ্রথ-বধ"

উৎসর্গ করিলাম।

জগদীশ্বরী তাঁহার আত্মাকে সুখী করুন।

ভূমিকা।

জয়দ্রথ-বধ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ সাধারণের প্রীতি-কর হইবে কি না, তাহা জানি না—সে কথা ভাবিয়াও দেখি নাই; যে সূত্রে এই গ্রন্থের উৎপত্তি, কেবল তাহাই বলিয়া এই ভূমিকা শেষ করিব।

যখন মৎপ্রণীত "সাধকসংহার" নামক দৃশ্যকাব্যখানি মুদ্রিত হয়, সেই সময়ে আমার স্বর্গীয় বন্ধু বাবু প্রমথনাথ মিত্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার তরণীসেন-বধ-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমার তরণীসেন-বধ (সাধক-সংহার) প্রকাশের পর, আর তিনি উহা রচনা করিবেন না। সেই সময়ে ইহাও বলেন যে, বীর-কলঙ্কের দ্বিতীয় খণ্ডে জয়-দ্রথ-বধ রচনা করিয়া প্রকাশ করিবার তাঁহার ইচ্ছা আছে; তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে, আমি যেন আর ঐ বিষয়ে দৃশ্যকাব্য রচনা না করি।

তিনি, জয়দ্রথ-বধে প্রকাশিত করিবার জন্য, বীর-কলঙ্ক প্রথম খণ্ড (অভিমন্যু-বধ) হইতে শেষের দুইটি দৃশ্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে জগজ্জননী তাঁহাকে স্বীয় কোমল ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার লীলা, বুঝে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের এমন ক্ষমতা কই?

যাহাতে বন্ধুবরের রচিত অংশটুকু লুপ্ত না হয়, সেই ইচ্ছাই এই গ্রন্থের জননী; কিন্তু আমার রচনার সহিত মিলিত হইয়া যে, সে অংশটুকু স্থায়ী হইবে, তাহারই বা আশা কোথায়? এই

জন্যই এই গ্রন্থখানি প্রমথনাথের গ্রন্থাবলীতে যোজিত হইল। এখন আশা হয়—যত দিন সুকবি প্রমথনাথের গ্রন্থাবলী থাকিবে, তত দিন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিও থাকিতে পারিবে।

সুকবি বন্ধুবরের লেখনীতে জয়দ্রথবধ যেমন হইত, আমার হস্তে যে ইহা তেমনি হইয়াছে, ইহা আমি মনেও ভাবিতে পারি না। তথাপি তাঁহার রচিত অংশটুকুর অনুরোধে, সকলে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিবেন এমন আশা করি। প্রমথ-নাথের রচিত অংশ এইরূপ (" ") কোটেশন চিহ্নের মধ্যগত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন, এই পুস্তকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষ ভাগ, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের গানটি, পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের প্রায় সমস্ত, পঞ্চম দৃশ্যের শেষ ভাগ, ষষ্ঠ দৃশ্যের কিয়দংশ এবং সপ্তম দৃশ্যটি স্বর্গীয় প্রমথনাথের লেখা। আমাকে বাধ্য হইয়া দৃশ্য দুইটিকে এত খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য বোধ হয় আমার মত লেখক ক্ষমা পাইতে পারে।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

জয়দ্রথবধ পুনরায় মুদ্রাঙ্কিত হইবার প্রয়োজন হওয়াতে ইহার স্থানে স্থানে যে সকল বর্ণাশুদ্ধি ছিল, সে সমস্ত সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল। বিশেষতঃ "রাজপুর বান্ধব নাট্যসমাজে" অভিনয় উপলক্ষে, ইহাতে স্থানে স্থানে যে সকল বাক্যাবলী যোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কতক অংশও এই বার ইহাতে যোগ করিয়া দিলাম। দুই এক স্থানের কথোপ-কথনাংশ নূতন করিয়া দেওয়া গেল। আর আর সমস্তই পূর্ব্ববৎ রহিল। ইত্যলং—

কলিকাতা।
সম্বৎ ১৯৪৩। ১৫ই পৌষ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব।

———

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

মহাদেব,

পুষ্পদন্ত, মাল্যবান্, নন্দী, ঋষিগণ, ব্রহ্মচারী।

যোগমায়া ও অপ্সরাগণ।

শ্রীকৃষ্ণ,

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,

দারুক, সাত্যকি,

ধৃষ্টদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ, পাণ্ডবপক্ষীয় রাজগণ,

পাণ্ডব-সৈন্যগণ।

দ্রৌপদী,

সুভদ্রা, উত্তরা ও সুনন্দা।

ধৃতরাষ্ট্র,

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ,

দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়,

কর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও কুরুপক্ষীয় রাজগণ,

কুরুপক্ষীয় দূত ও সৈন্যগণ।

বৃদ্ধক্ষত্র।

রাক্ষস, রাক্ষসী ও কবন্ধ।

জয়দ্রথবধ

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমর-ক্ষেত্র।

(চতুর্দ্দিকে মৃত সৈন্যাদি পতিত ; মধ্যস্থলে
অভিমন্যুর মৃত দেহ)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—যে জন্য এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হ'য়েছি, তা' আমাকে কর্‌তেই হ'বে। যখন আমাকে অসংখ্য যদুবংশ ধ্বংস কর্‌তে হ'বে, তখন প্রাণ-সখার প্রাণপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে দুঃখিত হ'লে চল্‌বে কেন? নিয়তিচক্র যেমন ঘূর্‌ছে ঘূরুক, তার আবর্ত্তনে যত জীব নিষ্পেষিত হয় হোক; জগতে কার্য্যার্থেই আমার আবির্ভাব—কার্য্য করি—কার্য্য শেষ হ'লেই চ'লে যা'ব। চন্দ্রপুত্র বর্চ্চাও কার্য্যার্থে অভিমন্যুরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে-

ছিল ; তা'র কার্য্য শেষ হ'য়েছে, তাই সে চন্দ্রলোকে চ'লে গেল —সকলের গতিই এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। আমার চক্রে জগৎ ঘুর্‌ছে সত্য, কিন্তু জগতের প্রথম দিনে—মানব-জীবনের প্রথম দিনে যার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে, নিয়তিচক্রের আবর্ত্তনে তা অবশ্যই ঘট্‌বে। আমি নিয়তির নিয়ম বিপর্য্যস্ত করতে পারি সত্য, কিন্তু তাতে জগতের বিশৃঙ্খলা বই সুফল ফল্‌বার সম্ভাবনা নাই। সেরূপ বিশৃঙ্খলা ক'রে জগৎ নষ্ট করার চেয়ে—জগতের একটি প্রাণী কালের কোমল কোলে চিরদিনের মত নিদ্রিত হয়, ক্ষতি কি ?—অভিমন্যুর শোকে আমার প্রাণসখা আকুল হয়েছেন—প্রাণের ভগ্নী সুভদ্রা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কর্‌বেন—বিরাট-পুত্রী উত্তরা জন্মের মত অনাথিনী হলেন—তা আমি কি করব ;—আমার কার্য্য আমি করি—তাঁ'দের ভোগ তাঁ'রা ভুগুন। ইহ জীবনের অসুখ তাঁ'দের জন্য অনন্ত জীবনের সুখের দ্বার মুক্ত ক'রে দিচ্ছে—এখন অভিমন্যুর মৃতদেহ রক্ষার উপায় করি—এই দেহই জয়দ্রথ-বধের সূত্র—(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া)—আহা! "সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চায় যে অঙ্গ ভারাক্রান্ত হ'ত—আজ সেই অঙ্গে শত শত অস্ত্রের আঘাত-চিহ্ন। মরি! কুসুম-সুকুমার দেহ আজ ধূলায় ধূসরিত, খঞ্জনগঞ্জিত নেত্রদ্বয় আজ স্থির—নিমীলিত ; পক্ষী পিঞ্জর পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন ক'রেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর তা' ফিরে আস্‌বে না—শত শত, লক্ষ লক্ষ, অযুত অযুত জীবন দিলেও আর ফিরে আস্‌বে না। কালের করাল গ্রাস হ'তে কা'রও অব্যাহতি নাই ; সকলেরই এই পথ। বৃথা মনুষ্যের গর্ব্ব—বৃথা মনুষ্যের অহঙ্কার—বৃথা মনুষ্যের অভিমান। কিন্তু মনুষ্য নিরন্তরই ধনমদে—ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ; এক বারও ভাবে না,

কালের কুটিল চক্রে সকলকেই পেষিত হ'তে হ'বে! দুর্য্যোধন! এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এই সকল ভাবনা তোমার মনোমধ্যে উদিত হ'ত, তা' হ'লে আর এত অমূল্য মনুষ্য-জীবন সামান্য ভূমিখণ্ডের জন্য বিনষ্ট হ'ত না।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—দগ্ধ হলেম—দগ্ধ হলেম—জ্বলে গেলেম!—পুত্র-শোকানলে হৃদয়ের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে গেল! আর সয় না—সয় না!

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! আবার তুমি এখানে কেন এলে?—এ সকল তোমার দেখ্‌বার উপযুক্ত নয়।

অর্জ্জুন।—এক বার জন্মের মত দেখে নিই; আর দেখ্‌তে পা'ব না।

কৃষ্ণ।—তবে দেখ—দেখে চক্ষু দগ্ধ কর; তাপিত হৃদয় দ্বি-গুণ তাপিত কর।

অর্জ্জুন।—ঐ আমার নয়নের তারা—আমার জীবনের জীবন প্রভাত-চন্দ্রের ন্যায় মলিন হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে। কৃষ্ণ! কি দেখালে?—কি দেখালে? চক্ষু পুড়ে গেল যে!—(অভিমন্যুর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিতে করিতে)—বাবা অভিমন্যু রে! এই কি তোর শয়ন কর্‌বার স্থান? ওঠ, বাবা! এক বার ওঠ—এক বার উঠে কথা কও—(মুখচুম্বন)—এক বার ওঠ—এক বার উঠে এ হৃদয়ে এস—এসে এ তাপিত হৃদয় সুশীতল কর।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! আবার তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় শোক ক'র্‌তে লাগ্‌লে?

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ! এখন চিরকালই আমি শোক ক'র্‌তে রইলেম।

কৃষ্ণ।—চিরকালই শোক ক'র্‌বে সত্য। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে পুত্রশোকে অধীর হ'য়ে—ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে, কি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলে, স্মরণ আছে?

অর্জ্জুন।—স্মৃতিপটে গাঢ় চিত্রিত আছে। আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন অবশ্যই তা' পূর্ণ হ'বে। আমার পুত্রঘাতী জয়দ্রথ নিশ্চয়ই কা'ল শমনভবন দর্শন ক'র্‌বে।

কৃষ্ণ।—* * * * তোমার প্রতিজ্ঞানুসারে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তোমাকে জয়দ্রথ-বধ ক'র্‌তে হ'বে। না হ'লে কি ব'লেছ, স্মরণ আছে?

অর্জ্জুন।—না হ'লে স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত ক'রে তন্মধ্যে আত্মসমর্পণ ক'র্‌ব।

কৃষ্ণ।—তা' আর প্রার্থনীয় নয়। অর্জ্জুন, ক্রোধপরবশ হ'য়ে অতি কঠিন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছ, এখন জয়দ্রথ-বধের উপায় কি?

অর্জ্জুন।—উপায় তুমি। কৃষ্ণ! তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন ক'র্‌ছ?—কিন্তু কৃষ্ণ যা'র বন্ধুত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে সামান্য জয়দ্রথবধে কখন ভীত হ'বে না। দেবাদিদেব মহাদেবের সহিতও যুদ্ধ ক'র্‌তে সে ভীত হয় না।

কৃষ্ণ।—যাই হোক্, এ বিষয়ের সৎপরামর্শজন্য সুবিবেচক অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত নীতি-মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন।—সখে! যা' আবশ্যক তা' তুমি কর, আমাকে সে কথা বলাই বাহুল্য।

কৃষ্ণ।—তবে এখন স্বশিবিরে গমন কর। সকলকে তথায় থাক্‌তে বল গে। আমি ক্ষণপরেই যাচ্ছি।"

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

—আমিও যাই, মৃতদেহ-রক্ষার আয়োজন করি গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

ধৃতরাষ্ট্র আসীন।

ধৃতরাষ্ট্র।—বিধাতঃ! পূর্ব্বজন্মে আমি কি এমন গুরুতর পাপ ক'রেছিলেম যে, সেই পাপে আমাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হ'তে হ'চ্ছে?—হায়, অন্ধ হওয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণা!—এ জগৎ যে কেমন, তা' এই জগতের জীব হ'য়ে জান্‌তে পার্‌লেম না—জ্যোতিপূর্ণ দিবা কেমন নয়নানন্দকর, তা' দেখা এ দগ্ধ-ভাগ্যের ভাগ্যে ঘট্‌লো না—আমার ভাগ্যে চিরদিনই তমসাচ্ছন্ন অমানিশি। ও কে আসে?—গান্ধারী?—না, তার মত পদশব্দ ত নয়। তবে কি বিদুর?—না,সেও ত নয়।—তবে কে? —সঞ্জয়?—হ'তে পারে। এর মধ্যে কি আজ্‌কের যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে? এখন বেলা কত?—সন্ধ্যা কি হ'য়ে গেছে?—হ'তে পারে। তা আমার পক্ষে সন্ধ্যাও যা', প্রভাতও তা', আর দ্বিপ্রহর রজনীও তা'ই। কে ও, সঞ্জয়?

সঞ্জয়ের প্রবেশ।

সঞ্জয়।—আজ্ঞা হাঁ, মহারাজ! প্রণাম করি।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! আজকের যুদ্ধে কি হ'ল?

সঞ্জয়।—মহারাজ! আজ যুদ্ধ আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বে কুমার দুর্য্যোধন আচার্য্যকে অনেক ভৎর্সনা ক'রেছিলেন—তাই তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে—

ধৃতরাষ্ট্র।—রণত্যাগ করেছেন?—হা! আমার মূর্খ পুত্রদের জ্বালায় কি ক'র্‌ব?

সঞ্জয়।—না, না মহারাজ! রণত্যাগ করেন নি।—ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন যে, আজ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে, হয় পাণ্ডবপক্ষীয় কোন শ্রেষ্ঠ বীরকে বিনাশ ক'র্‌বেন—না হয় যুধিষ্ঠিরকে বন্ধন ক'রে দুর্য্যোধনের সম্মুখে এনে দিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—তা'র পর কি হ'ল?

সঞ্জয়।—তিনি আরও ব'লেছিলেন যে, অর্জ্জুন পাণ্ডবশিবিরের রক্ষক থাক্‌লে এ কার্য্য সুকঠিন হ'বে, তাই সুশর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ নারায়ণীসেনা সঙ্গে নিয়ে সংসপ্তক হ'য়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কাজেই অর্জ্জুনকে শিবির ত্যাগ ক'রে যেতে হ'ল।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! আজ যুধিষ্ঠির বন্দী হয়েছে, কি কোন বীর নিহত হ'য়েছে, আমায় শীঘ্র বল?

সঞ্জয়।—মহারাজ! আজ পাণ্ডবপক্ষের এক জন শ্রেষ্ঠ বীরই নিহত হ'য়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র।—কে সে?—বৃকোদর?

সঞ্জয়।—না, মহারাজ! অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু।

ধৃতরাষ্ট্র।—তবে নিহত হয় নাই—হ'বে বল।

সঞ্জয়।—মহারাজ! অভিমন্যুকে সামান্য জ্ঞান ক'র্‌বেন না। সে তা'র পিতা ধনঞ্জয়ের তুল্য বীর—অথবা বীর্য্যে বোধ হয় তাঁ' অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সেই ষোড়শবর্ষীয় বালকই আজ আচার্য্য দ্রোণের চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে একাকী অসংখ্য কৌরব-সেনার মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল। তার হস্তে আজ প্রায় অর্দ্ধেক কুরু-সৈন্য বিনষ্ট হ'য়েছে—তা'র বীর্য্যবলে আজ কোশলরাজ বৃহদ্বল, মগধরাজনন্দন শ্বেতকেতু, অশ্বকেতু ও কুঞ্জরকেতু, বিখ্যাত শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চা ও সূর্য্যভাস নামক বীরপঞ্চ আজ ধরাশায়ী হ'য়েছেন। মহারাজ! ব'ল্‌ব কি!—ব'ল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! সেই বালক বীরের করে আজ দুঃশাসনাত্মজ উলুক ও দুর্য্যোধননন্দন লক্ষ্মণ নিহত হ'য়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র।—হা হতবিধে! কি শুনি! আজ আমি দু'টি পৌত্র হারালেম!—ওঃ! হৃদয় যে দগ্ধ হয়!

সঞ্জয়।—(স্বগত)—এখন হ'য়েছে কি? এ নাটের গুরু ত তুমি; এখনো অনেক বাকি।

ধৃতরাষ্ট্র।—ভাল, সঞ্জয়! তা'র পর অভিমন্যু কেমন ক'রে ম'ল, বল দেখি?

সঞ্জয়।—মহারাজ! সে কথা আর কি ব'ল্‌ব? লক্ষ্মণের মৃত্যুতে দুর্য্যোধন এককালে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, সপ্তরথী মিলে সেই বালকের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—বেস্! বেস্!

সঞ্জয়।—(স্বগত)—বড় বেস্ নয়। তোমার পাপেই কৌরব-বংশ ধ্বংস হ'বে।—(প্রকাশে)—তবুও সে বালকের কিছুই

ক'র্‌তে পার্‌লেন না। সিংহশিশুর সিংহবিক্রমে সেই সপ্ত জম্বুক সপ্ত বার বিতাড়িত হ'ল।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় লোক হ'য়ে আমার সৈন্য-গণকে জম্বুক বলা তোমার ভাল হ'চ্ছে না।—সাবধান! ভাল, শুনি, সপ্তরথী কে কে?

সঞ্জয়।—আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, আপনার শ্যালক শকুনি, রাধেয় কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! এঁরা সকলেই তোমার পূজ্য ব্যক্তি, এঁদের জম্বুক বলা তোমার ভাল হয় নাই।

সঞ্জয়।—এঁদিগকে আমার নমস্কার—কিন্তু এঁদের কার্য্য দেখে জম্বুক বই আর কিছুই ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে না। এমন অন্যায়-যুদ্ধ কি বীরে পারে?

ধৃতরাষ্ট্র।—কেন, অন্যায় কি?—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" ওরা যখন ভীষ্মকে অন্যায়-যুদ্ধে আহত ক'রেছে, তখন অভি-মন্যুকে সপ্তরথী মিলে বধ করাতে কিছুই দোষ হয় নি।

সঞ্জয়।—কিন্তু তা'তে এতে অনেক প্রভেদ।

ধৃতরাষ্ট্র।—(সক্রোধে)—কি প্রভেদ?

সঞ্জয়।—মহারাজ! ক্রুদ্ধ হ'বেন না। ভীষ্মবধের সময় আপনার পক্ষীয় সকল বীরই সেখানে উপস্থিত ছিলেন—থেকেও কেউ ভীষ্মকে রক্ষা ক'র্‌তে পারেন নি। কিন্তু ভেবে দেখুন, অভিমন্যু অসহায়, পাণ্ডবপক্ষীয় এক জন সামান্য সৈনিকও তা'র কাছে ছিল না।

ধৃতরাষ্ট্র।—তা'তে আর হ'য়েছে কি?—যেমন ক'রে হোক্, শত্রুক্ষয় হ'লেই হ'ল। অর্জ্জুন অভিমন্যুকে প্রাণের চেয়ে

ভালবাসে। অভিমন্যুর শোকে সে এতক্ষণ প্রাণত্যাগ ক'রেছে। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক—তা'র প্রতিজ্ঞা আছে—পাঁচ ভায়ের একটি ম'লেই সে ম'র্‌বে; সুতরাং সেও এত ক্ষণ ম'রেছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয় এত ক্ষণে দূত আস্‌ছে—আর ভয় কি?

সঞ্জয়।—(স্বগত)—না। ভয়ও নেই, ভরসাও নেই—এ যাত্রা আশা নিয়েই থাক।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! দূত নাই আসুক—ভারত-রাজ্য যে নিষ্কণ্টক হ'য়েছে, তা'তে আর কোন সন্দেহই নেই। আমায় নিয়ে চল, আমি এ সু-খবর গান্ধারীকে নিজে ব'ল্‌ব।

সঞ্জয়।—চলুন।

[ধৃতরাষ্ট্রকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির-মধ্য।

দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও জয়দ্রথ।

জয়দ্রথ।—আচার্য্য! আমি গুপ্তচরের মুখে অর্জ্জুনের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বড়ই ভীত হ'য়েছি। আর তিলমাত্রও সমরক্ষেত্রে থাক্‌বার ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, এখনি সিন্ধু-রাজ্যে পলায়ন করি।

কর্ণ।—তাতে ফল কি?—আর প্রয়োজনই বা কি? বরং এখানে থাক্‌লে প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা; আমরা সমবেত হ'য়ে

রক্ষা ক'র্‌লে অর্জ্জুন আপনাকে কখনই বিনাশ ক'র্‌তে পার্‌বে না।

জয়দ্রথ।—অঙ্গরাজ! আপনারা সমবেত হ'লে যম-নিপীড়িত ব্যক্তিকেও রক্ষা ক'র্‌তে পারেন; কিন্তু আমার বোধ হ'চ্ছে—অর্জ্জুনের হস্তে আমাকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শুনে বড়ই ভীত হ'য়েছি। মুমূর্ষুর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হ'চ্ছে। আপনার কথা দূরে থাকুক—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ একত্রিত হ'লেও অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় বিমুখ ক'র্‌তে সমর্থ হ'বেন না। আমার বিবেচনায় পলায়নই শ্রেয়ঃ।

কর্ণ।—সিন্ধুরাজ! পলায়ন শ্রেয়ঃ কেমন ক'রে? পাণ্ডবদের কি চর নাই? আপনার পলায়ন-সম্বাদ শুন্‌লে, তা'রা অর্দ্ধ-পথেই আপনাকে আক্রমণ ক'র্‌বে। সিন্ধুরাজ্য পর্য্যন্তও আপনাকে যেতে হ'বে না।

জয়দ্রথ।—অ্যাঁ? তবে কি আমার পরমায়ু নাই?

দুর্য্যোধন।—সিন্ধুরাজ! ভীত হ'য়ো না। তুমি ক্ষত্রিয়-বীরগণের মধ্যে থাক্‌বে—আমি, সখা, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শল, শল্য, বৃষসেন, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, ভোজরাজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, দুঃশাসন প্রভৃতি আমার ঊনশত ভ্রাতা, আচার্য্য দ্রোণ, গুরুপুত্র অশ্বথামা, আচার্য্য কৃপ, মাতুল শকুনি, সকলে তোমাকে বেষ্টন ক'রে রক্ষা ক'র্‌ব, তুমি ভীত হ'য়ো না।

জয়দ্রথ।—কিন্তু অর্জ্জুন যে আমাকে কা'ল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বধ ক'র্‌বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে।

দ্রোণ।—বৎস জয়দ্রথ! তোমার এবং অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান, কিন্তু অর্জ্জুন যোগ দ্বারা উৎকর্ষ লাভ ক'রেছে। যা'ই হোক্, তোমার ভয় নাই—সমর-সময়ে আমিই তোমাকে রক্ষা ক'র্‌ব। বৎস! কা'ল আমি এমন ব্যূহ রচনা ক'র্‌ব যে, কেহই সে ব্যূহ এক দিনে উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বে না। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চাদর্দ্ধ পদ্মের ন্যায় ক'র্‌ব। সেই পদ্ম-ব্যূহের অভ্যন্তরে অতি গূঢ় সূচীব্যূহ নির্ম্মাণ ক'র্‌ব। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, দুর্য্যোধন ও শল্য সেই সূচীব্যূহের মুখ রক্ষা ক'র্‌বেন; তুমি সেই সূচীব্যূহের অভ্যন্তরে থাক্‌বে। দেখ বৎস, কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি আর অর্জ্জুন ব্যতীত এমন কেউ নাই যে, ষা'ট দণ্ডের মধ্যে শকটব্যূহ অতিক্রম ক'র্‌তে পারে। যদিও কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুন দিবাসত্ত্বে শকটব্যূহ অতিক্রম ক'রে পদ্মব্যূহে প্রবেশ ক'র্‌তে পারেন, তথাপি কর্ণ, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি ছয় জন মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সূচীব্যূহ ভেদ ক'র্‌তে কখনই সমর্থ হ'বেন না; এ কার্য্য ত্রিলোকে কেহই পারে না।

জয়দ্রথ।—আচার্য্য! কা'ল যদি আমায় রক্ষা কর্‌তে পারেন, তা' হ'লে মহারাজ দুর্য্যোধন অরাতিশূন্য হ'বেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমাকে বধ ক'র্‌তে না পার্‌লে, নিজে অনলে প্রবেশ ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে। অর্জ্জুন বিনষ্ট হ'লে, আর কা'রও হাতে আমার মৃত্যুর ভয় নাই।

কর্ণ।—সিন্ধুরাজ! কা'ল অর্জ্জুনের শেষ দিন। তা'রে অনলে জীবনাহুতি দিতে হ'বে না—আমার শরানলেই তা'র

প্রাণ দগ্ধ হ'বে। আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—কা'ল তা'রে বিনাশ ক'রে আমার মনের অনল নির্ব্বাণ ক'র্‌ব।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখে! এত কাল তোমাকে কেবল আশ্বাস দিয়েই এসেছি, কা'ল সেই আশ্বাস কার্য্যে পরিণত হ'বে। সিন্ধুরাজ! যাও, আজ নিরুদ্বেগে কাল যাপন কর গে—কোন ভয় নাই।

দুর্য্যোধন।—চল, সখে! আমরাও যাই, বিশ্রাম করি গে। আচার্য্য! প্রণাম।

[প্রণাম করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং জয়দ্রথের প্রস্থান।

কৃপ।—ভ্রাতঃ! এ কি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌লে? কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনের হস্ত হ'তে জয়দ্রথের প্রাণরক্ষা ক'র্‌বে কি ক'রে?—সত্য বটে, তোমার প্রস্তাবিত ব্যূহদ্বয় এক দিনে ভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত; কিন্তু কৃষ্ণের অসাধ্য কি? তিনি মনে ক'র্‌লে আমাদিগকে মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ক'রে এক দণ্ডেই কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পারেন।

দ্রোণ।—ভাই হে! অতঃপর যা' ঘট্‌বে, তা' যোগদৃষ্টিতে আমি সকলি জান্‌তে পেরেছি। ভক্তাধীন হরি, ভক্তের বাসনা চিরদিন পূর্ণ করেন; অর্জ্জুন তাঁ'র ভক্ত—আমি কি তাঁ'র ভক্ত নয়? কা'ল যত ক্ষণ যুদ্ধ হ'বে, তত ক্ষণ আমি নিশ্চয়ই জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌ব। যে কারণেই হোক্,আমি বেস্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি—কাল সূর্য্যাস্তের অনেক পূর্ব্বে যুদ্ধ শেষ হ'বে—তা'র পর কুরুরথিগণের সমক্ষে জয়দ্রথ নিহত হ'বে। দাম্ভিক কর্ণ বা দুর্য্যোধন, অর্জ্জুনের এক গাছি কেশও নষ্ট ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে না।

ভাই! আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, কা'ল কুরুকুল প্রায় নির্ম্মূল হ'বে।

এক জন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক।—(প্রণাম করিয়া)—মহারাজ কোথায়?

দ্রোণ।—কেন?

সৈনিক।—শ্রীকৃষ্ণ এক জন লোককে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্ছে।

দ্রোণ।—ভাল, যাও—তুমি তোমার কার্য্য কর গে।

[সৈনিকের প্রণাম ও প্রস্থান।

কৃপ।—চক্রী যে কাল কি চক্র বিস্তার ক'র্‌বেন, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে।

দ্রোণ।—কা'ল সকলই বুঝ্‌তে পার্‌বে। যাও, এখন বিশ্রাম কর গে।

[কৃপের প্রস্থান।

—ব্রাহ্মণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছি—ক্ষত্রিয়ের মতই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হ'বে। সমরানলে প্রাণাহুতি না দিলে এ প্রাণিহত্যা-পাপে নিস্তার নাই। তাই আমি কৌরব-পক্ষে—আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ প্রায়। হরি! এ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্তকালে চরণে স্থান দিও। যাই—এখন শয়ন করি গে; রাত্রিও অনেক হ'য়েছে।

[প্রস্থান।
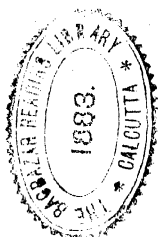
চতুর্থ দৃশ্য।

সমরক্ষেত্র।

শ্রীকৃষ্ণ ও দারুক।

শ্রীকৃষ্ণ।—দারুক! সমরক্ষেত্রের যে সকল স্থান তোমাকে দেখা'লেম, বিশেষ ক'রে স্মরণ রেখো। দারুক, অর্জ্জুন পুত্র-বিয়োগে কাতর হ'য়ে কা'ল জয়দ্রথকে সংহার ক'র্‌বেন ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল ক'র্‌বার জন্য সাধ্যমত যত্ন ক'র্‌বে। তা'র বিপুল সৈন্য—সকলই জয়দ্রথের রক্ষার জন্য নিযুক্ত হ'বে। দ্রোণাচার্য্য সমরে অজেয়—তিনি যা'কে রক্ষা করেন, ইন্দ্রও তা'কে বিনাশ ক'র্‌তে সমর্থ হন না। কিন্তু অর্জ্জুন যা'তে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ কর্‌তে পারেন, আমি অবশ্যই কা'ল তা'র উপায় ক'র্‌ব; দারা, পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব কেহই আমার অর্জ্জুনের অপেক্ষা প্রিয় নয়। আমি অর্জ্জুনশূন্য পৃথিবীতে মুহূর্ত্তকালও থাক্‌তে পারি নে। দারুক! অর্জ্জুন আমার প্রাণ, আমি অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য, প্রয়োজন হ'লে, কা'ল আবার নিজে অস্ত্রধারণ ক'র্‌ব। জগৎ দেখ্‌বে, অর্জ্জুন আমার, আমি অর্জ্জুনের। প্রয়োজন হ'লে কা'ল আমি অসংখ্য হস্ত্যশ্ব-সমবেত বীরগণকে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত পরাজিত ও সংহার ক'র্‌ব। দারুক! যে অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, আমি তা'র দ্বেষ্টা—আর যে অর্জ্জুনের বশীভূত, আমি তা'র বশীভূত। দারুক! অর্জ্জুন আমার শরীরার্দ্ধ।

দারুক।—পুরুষোত্তম! এ অধম তা' বিশেষরূপেই অবগত আছে। এক্ষণে এ দাসের প্রতি কি আদেশ?

শ্রীকৃষ্ণ।—দারুক! প্রভাত হ'বামাত্রেই তুমি গরুড়ধ্বজ রথ সজ্জিত ক'রে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত থেকো—রথে কৌমদকী গদা, শক্তি, চক্র, ধনুঃ, শর প্রভৃতি সমস্ত উপকরণ যেন আয়োজিত থাকে। তুমি নিজে কবচে আবৃত হ'য়ে এসো, এবং বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারিটি অশ্বকে কবচাবৃত ক'রে রথে যোজিত ক'রো; যখনি পাঞ্চজন্যে ঋষভ রাগের আলাপ শুন্‌বে, অমনি আমার নিকট উপস্থিত হ'বে। আমি নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের দুঃখ দূর ক'র্‌ব—তা'দের অপমান আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ্বল্‌ছে, শীঘ্রই তা' নির্ব্বাপিত হ'বে। তুমি নিশ্চয় জেনো, কা'ল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে—ভীম, দুর্য্যোধন আর দুঃশাসন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে বিনাশ ক'র্‌বে।

দারুক।—দীননাথ! আপনি দীনবান্ধব—আপনি যা'র সহায়, তা'র জয় নিশ্চয়। আপনার আদেশ আমার অবিচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে যাও, এখন বিশ্রাম কর গে।

[দারুকের প্রণাম ও প্রস্থান।

যা'তে যা' হ'বে সকলি জানি। তবে যে নানারূপ উদ্‌যোগ করি, তার উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা বই আর কিছুই নয়। কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে হ'লে উদ্‌যোগ চাই; জগৎবাসী আমার দৃষ্টান্তে শিক্ষা করুক, কোন কার্য্যে সফলকাম হ'তে গেলে কত চেষ্টার প্রয়োজন। কা'ল সমবেত কৌরববাহিনীর

বল বিফল ক'র্‌তে হ'বে—তা'র জন্য কৌশলজাল বিস্তার করা চাই। এখন যোগমায়াকে স্মরণ করি—(ধ্যানস্থ হইয়া)—

কোথা এবে যোগমায়া! আইস ত্বরায়।

যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগমায়া।—

নারায়ণ!—কি মনন করি এবে মোরে
করিলে স্মরণ?

শ্রীকৃষ্ণ।—

দেবি! বিষম সমস্যা
উপস্থিত। প্রাণ-সখা ধনঞ্জয় মম
ক'রেছেন দারুণ প্রতিজ্ঞা; হয় কালি
সূর্য্যাস্তের আগে বধিবেন জয়দ্রথে।
নহে—
অনলে জীবনাহুতি দিবেন নিশ্চয়।
তুমি বই এবে, দেবি, গতি নাই আর;
আছন্ন কর গো ত্রিসংসার মায়াজালে।
সাবধান—সাবধান, দেবি, কালি যেন
তপন নয়ন-পথে না পড়ে কাহারো।
অন্ধকারে আচ্ছন্ন গগনে, সুদর্শন
সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া ডুবে যাবে

পশ্চিম গগনে, দেবি, থাকিতে থাকিতে
দিনমান; আমি নিজে সাজাইব চিতা
অর্জ্জুনের তরে। দিব করিয়া ঘোষণা—
পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ সনে মরিবে পুড়িয়া।
নিশ্চয় মোদের মৃত্যু দেখিবার তরে
আসিবেক জয়দ্রথ সহ কুরুদল,
সে সময় তুমি, দেবি, করিও প্রকাশ
দিবাকরে, অন্তর্হিতা হইয়া আপনি।
আর এক কথা, দেবি, এ রজনীকালে
অর্জ্জুনেরে ল'য়ে যা'ব কৈলাস-শিখরে;
যেন এ ব্যাপার কেহ না পারে জানিতে।
কুরুক্ষেত্রবাসী জীবজন্তুগণে, দেবি,
নিদ্রায় বিভোর করি' রেখো সে সময়।
আজি রাত্রে যে দিকেতে করিব গমন,
কেহ যেন সে দিকেতে না থাকে জাগ্রত।

যোগমায়া।—

যথা ইচ্ছামত সবি হইবে নিশ্চয়;
যাই এবে রহি গিয়া অলক্ষ্যে মিশা'য়ে।

(অন্তর্ধান)

শ্রীকৃষ্ণ।—

যে কৌশল-চক্র আজি করিনু বিস্তার

জয়দ্রথ হতপ্রাণ হইবে নিশ্চয়।
কোথা এবে সুদর্শন মম ?

(শূন্যে ঘূর্ণায়মান সুদর্শনের আবির্ভাব)

সুদর্শন !

থাকিতে থাকিতে নিশি তপন-রূপেতে
হইও উদয় প্রাচীদেশে ; যে সময়
আসিব কৈলাস হ'তে ফিরি' সখা সনে।
থাকিতে থাকিতে দিনমান পুনরায়
অস্ত হ'য়ো পশ্চিম গগনে, যে সময়
লইব অর্জ্জুনে আমি কুরু-সৈন্য-মাঝে।
আর এক কথা,—যে সময়ে অর্জ্জুনের
বাণে ছিন্নমুণ্ড হ'বে জয়দ্রথ বীর,
মুণ্ড তা'র ল'য়ো উড়াইয়ে ; সাবধান,
ভূতলে না পড়ে যেন ; সেই মুণ্ড ল'য়ে
যথা জয়দ্রথ-পিতা আছে তপস্যায়
স্যমন্ত-পঞ্চক-তীর্থে, ফেলিবে তাহার
ক্রোড়দেশে ; দেখ' যেন অন্যথা না হয়।
যাই এবে সখা সঙ্গে কৈলাস-শিখরে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অর্জ্জুনের শিবির।

শিবিরস্তম্ভে গাণ্ডীব, তূণদ্বয় ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লম্বমান।

সসজ্জ অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন।—লোকে বলে,বীরে কখন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখিত হয় না।—মিথ্যা কথা। এমন লোক জগতে কেহই নাই, যিনি প্রিয় জনের বিয়োগে দুঃখিত না হন। হ'তে পারে তিনি অশেষ সহ্য গুণের আধার—যত কষ্টই হোক্ না,যত দুঃখই হোক্ না, বাহ্যে প্রকাশ না ক'রে, তিনি মনের আগুন মনেই চেপে রাখ্‌তে পারেন। তাই ব'লে কি ব'ল্‌বো যে, তাঁ'র দুঃখ হয় না? শুনেছি, কাঁদ্‌লে শোকের অনেক লাঘব হয়—সত্য মিথ্যা জানি না। কিন্তু অভিমন্যুর শোকে—ওহো অভিমন্যু! বৎস! কোথায় তুমি? আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়! আর যে সহ্য হয় না! প্রাণের ভিতর যে কেমন করে!—(খট্টায় উপবেশন ও উপাধানে মুখ লুক্কায়িত করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান)—কৃষ্ণের আদেশ, আজ শোক ভুল্‌তে হ'বে। কিন্তু শোক ভুল্‌তে পারি কৈ? পাষাণ হ'তে চাই; কিন্তু হৃদয় ত পাষাণ নয়। হৃদয় যে কাঁদে—প্রাণ যে কেমন করে! কি সুখে আর বেঁচে থাক্‌ব? কোন্

মুখে সুভদ্রাকে এ পাপ-মুখ দেখা'ব? এ সংবাদ শুনে কি উত্তরা বাঁচ্‌বে? ওহো! প্রাণ যে কেমন করে! আর যে সহ্য হয় না! ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্মে!—ধিক্ রাজ্যসম্পদে! যদি সামান্য বন-বাসী হ'তেম, আজ কি সুখেই কাল কাটা'তেম। আমার অভাব কিসের? জগৎসখা শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ আমার প্রতিপালক। ছার রাজ্যলোভে প্রাণপুত্রকে—ওহো! আর পারি নে! আর পারি নে! প্রাণে আর সয় না! বুক যে ফেটে গেল! ওহো! দয়াময় হরি! এ কি কর্‌লে? এমন কেন হ'ল!—(সহসা শিবিরে লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)—এ কি! শরীর অবশ হ'ল কেন? অ্যাঁ—(সহসা নিদ্রাক্রান্ত হইয়া উপাধানে পতন)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(নিদ্রাজড়িত স্বরে)—সখা! এলে? ব'সো। (উত্থান)।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! কাল অতি দুর্জ্জয়! কাল সমস্ত পদার্থকে অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে নিয়োজিত করে। শোকে কার্য্য নাশ হয়; শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির পরম শত্রু। শোককারী বীর শত্রুগণকে আনন্দিত আর মিত্রগণকে বিষম বিপদে নিমগ্ন করে। যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে, সেই যথার্থ বীর——

অর্জ্জুন।—(নিদ্রাজড়িত স্বরে)—কেশব! তুমি সহায় না থাকলে কে কোন্ কার্য্য ক'র্‌তে পারে? সখা! কালের নিয়ন্তা কে? চেষ্টার ফল দেয় কে? তুমি সহায় না থাক্‌লে জড় জীবের সাধ্য কি যে,নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে? আমি যে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাও কি তোমার মায়া নয়?

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! সে জন্য তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। আমি আর্জ যে দিকে যা'ব, সে দিকে জীবমাত্রেই গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'বে। এখন যা' বলি শ্রবণ কর;—দেবাদিদেব মহাদেব যে অস্ত্র দ্বারা দৈত্যকুল নির্ম্মূল ক'রেছিলেন, সেই পাশুপত দ্বারাই জয়দ্রথ নিহত হ'বে। যদি তুমি সেই মহা-অস্ত্র বিস্মৃত হ'য়ে থাক, একাগ্রচিত্তে মহাদেবের ধ্যান কর।

(অর্জ্জুনের ভূমির উপরিস্থ আসনের উপর যোগা সনে উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ।—(অর্জ্জুনের পশ্চাতে আসনোপরি দণ্ডায়মান হইয়া অর্জ্জুনের দক্ষিণ স্কন্ধে দক্ষিণ তর্জ্জনী স্পর্শপূর্ব্বক)—

চল, সখে! দেবারাধ্য কৈলাস-শিখরে
যোগীশ্বর স্মরহর বিরাজেন যথা।
পাশুপত অস্ত্র সহ আশীর্ব্বাদ তাঁ'র
প্রয়োজন হ'বে কালি জয়দ্রথবধে।

(সহসা আসন সহিত কৃষ্ণার্জ্জুনের উর্দ্ধে উত্থান)

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—শিবিরশ্রেণী।

দুই জন সজ্জিত সৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈনিক।—দেখ্ ভাই সমরকেতু! আজ সন্ধ্যেবেলা ও দলের লোকগুলো কি আমোদটাই ক'চ্ছিল—বাজনার গুঁতোয় কানপাতা ভার হ'য়েছিল; যেন কত বড় যুদ্ধটাই জিতেছে।

তার পর সেজো কত্তার পিরৃতিজ্ঞে শুনে অব্দিই সব চুপচাপ, আর চূঁ শব্দটিও নেই—বেটারা যেন ম'রেছে—

২য় সৈনিক।—যা' বল, ভাই! কিন্তু আজ বড় ভয়ঙ্কর দিন গেছে। আমাদের পক্ষেও, ওদের পক্ষেও। আজ যে যুদ্ধ জিত্‌বে সে আশা কি ওদের ছিল? এক যুবরাজের যুদ্ধেই সবার প্রাণ ঠোঁটের গোড়ায় এসেছিল। মেজো কত্তা ঢুক্‌তে পার্‌লে কি আর রক্ষে ছিল? বল্‌তে কি, ভাই! মেজো কত্তা যুদ্ধে ঢুক্‌লে আমাদের এক হাত বুক সাত হাত হয়। এক এক গদার বাড়ি ওদের দু' দশ জন বড়বাড়ী দাখিল হয়। আজ যুবরাজের হাতে ওদের কে কে ম'রেছে শুনিছিস্?

১ম সৈনিক।—না, ভাই! কাল যে বাণের ফলাটা পায়ে ফুটেছিল,তারি তাড়োসে আজ সকালবেলা জ্বরবোধ হ'য়েছিল। তাই ছোট কত্তাকে ব'লে আজ আর যুদ্ধে বেরুই নি। এই এখন একটু নরম পড়েছে—তাই একটু বের্‌য়িছি। সমস্ত দিন ঘরের ভেতর থেকে মন্‌টা এম্‌নি হয়েছে যে,এখনি যুদ্ধ হয় ত যুদ্ধ কর্‌তে যাই। আমি থাক্‌লে যুবরাজের সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিতুম।

২য় সৈনিক।—ওরে, যেতে পার্‌লে সবাই প্রাণ দিতে পারে। মেজো কত্তাই যেতে পারে নি, তা তুই? যে জয়দ্রথ—

১ম সৈনিক।—কা'ল টের পাবেন। ছেলে মেরে বাহাদুরী নেছেন; কা'ল বাপের হাতে শিঙে ফুঁক্‌বেন। সেজো কত্তার কথাও যা' কাজও তা'।

(সহসা লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)

১ম সৈনিক।—ওকি বিদ্যুৎ হ'ল নাকি? ভাই! আমার ঘুম পাচ্ছে। তুই একটু সজাগ থাকিস্।—(নিদ্রা)

২য় সৈনিক।—(নিদ্রা)

[দক্ষিণ দিক্ হইতে আকাশে মেঘোপরি যোগাসনে অর্জ্জুন ও পশ্চাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় কৃষ্ণের প্রবেশ ও বাম দিক দিয়া প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—সমরক্ষেত্র।

ইতস্ততঃ পতিত মৃত সৈন্য, হস্তী, অশ্বাদি নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিতে ঈষৎ দৃশ্যমান। ইতস্ততঃ শৃগাল, কুক্কুর বিকট চীৎকার করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। একটি জ্যোতির্ম্ময় কবন্ধের রঙ্গভূমির বাম পার্শ্ব হইতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় প্রবেশ ও রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে আসিয়া মিলাইয়া যাওয়া, আকাশে একটি নক্ষত্রপাত।

একটা রাক্ষসী ও রাক্ষসের প্রবেশ।

রাক্ষসী।—না লুদিপ্পিয়ো তা অপে না। মু কেব্ব গিলু খাবো।

রুধিরপ্রিয়।—নিড্ডেডা। ঝে হণ্টকাড়, টোড়েই ডেকুটে

পাই নি; হেখ্যম মু মুঢ়া ডেখ্‌বো কি ক'ড়ে? কাড় সক্কাড়ে ঘিড়ু ডিবো—হাজ খেমা ডে।

নিদয়া।—মু তপে তোল্ থনে আদ্ কতা কপো না।

(সহসা লোহিতজ্যোতিঃপ্রকাশ)

চপ্লুলে গেলো লে——গুম্ এলো।

(রাক্ষস ও রাক্ষসীর নিদ্রিত হইয়া ভূমে পতন)

[বাম দিক দিয়া পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ এবং দক্ষিণ দিক দিয়া প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—কানন।

যোগমায়ার প্রবেশ।

যোগমায়া।—

চলিয়াছি আগে আগে কৃষ্ণের আদেশে
চ'লেছেন দীননাথ কৈলাস-শিখরে
সখা সঙ্গে রঙ্গে মেঘে চড়ি' লীলাময়।
পশু পক্ষী আদি করি' যে যেথায় আছ—
জীবগণ, হও সবে নিদ্রায় বিভোর।
বিধাতার সৃষ্ট জীব নাহি র'বে জাগি'।

(গীত)

ঘুমা' রে জীবগণ, বিভোর হ'য়ে;
এস চুপি চুপি স্বপন রূপসী

প্রিয় সখী সনে মুচকি হাসি',
ভাস সুখে, হাস সুখে,
ভাসাও সুখ-সাগরে জীবগণে,—
খেল নয়নে নয়নে সুখে সঙ্গিনী ল'য়ে।

[প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—গঙ্গাদ্বার।

পর্ব্বত হইতে গঙ্গা পতিতা হইতেছেন ও প্রবাহিতা হইয়া স্রোতাকারে গমন করিতেছেন।

ঋষিগণ গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান।

১ম ঋষি।—
এস এস সবে মিলি' করি হরিনাম,
মনস্কাম সবাকার পূরিবে নিশ্চয়।
ঘুচে যা'বে ভয় ভয়হর হরিনামে।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

(গীত)

হরি হরি বল না।
ওরে রসনা, ভুল না;
কলি-কলুষহর ও নাম তা' কি জান না?

তরিতে ভব-সাগরে যদি থাকে বাসনা—
কর শ্রবণ কীর্ত্তন ও নাম, হরিপদ কর সাধনা।
প্রাণ মন মিলাইয়ে, ত্রিজগত মাতাইয়ে,
তোল রে রসনা, তোল হরিনাম রোল—
জীবের যন্ত্রণাহারী, গোলোক-বিহারী হরি
সাধকে সদয় সদা, সদা তাঁ'রে ডাক না॥

(সহসা লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)

সকলে।—

এ কি এ কি?—কেন হেন—

(শূন্যে যোগমায়ার আবির্ভাব)

যোগমায়া।—

কৃষ্ণের আদেশে
চলিয়াছি আগে আগে আমি, মুনিগণ!
চ'লেছেন দীননাথ কৈলাস-শিখরে
সখা সনে, পাণ্ডবের কার্য্য-সিদ্ধি তরে,
অন্যের অলক্ষ্যে; তাই—আদেশ তাঁহার—
নিদ্রায় বিভোর হ'বে সব জীবগণ,
বিধাতার সৃষ্ট জীব নাহি র'বে জাগি'।

১ম ঋষি।—

জননি গো, নহি মোরা নিদ্রার অধীন,
মোদের অধীন নিদ্রা কৃষ্ণের কৃপায়;

নর-নারায়ণ-মূর্ত্তি হেরিব নয়নে,
এ কারণে, দয়াময়ি, এসেছি এখানে।
কৃষ্ণের আদেশ কিন্তু না পারি লঙ্ঘিতে।—
নিদ্রা চক্ষে আসি' পুনঃ এখনি ছাড়িয়ে
যা'ক চলি'।

(ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ)

(পুনরায় লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ।)

এস সবে করি স্তব গান।

সকলে।—(সমস্বরে)—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয়!
বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্ত্তিবিনাশন!
বিশ্বাত্মন্ বিশ্ব-জনক বিশ্বহর্ত্তঃ প্রভোঽব্যয়!
প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর!
অকৃতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্ত্তক নতাস্মি তে।
বরেণ্য বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব!
পুরাণ-পুরুষ প্রাণ মনোবৃত্ত্যাদগোচর!
পাহি ত্বং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল!"

স্তবসময়ে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—

মুনিগণ! বিলম্বিতে নারি এবে আর

জান ত সকলে, হেথা যে কার্য্যের ছলে
আগমন? কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সাঙ্গ হ'লে
হস্তিনানগরে হ'বে সবাকার সনে
পুনরায় দরশন।—এক্ষণে বিদায়।—

(যোগমায়ার প্রতি)—

যোগমায়া!
অতঃপর নিদ্রাতুর করিয়া জীবেরে
নাহি প্রয়োজন। হেথা হ'তে কুরুক্ষেত্রে
পাণ্ডব-শিবির, এর মাঝে যত স্থান—
নিদ্রাতুর যে যথায়, থাকুক তেমনি,
যত ক্ষণ নাহি ফিরি কৈলাস হইতে।

(যোগমায়ার অন্তর্ধান)

(অর্জ্জুনের প্রতি)—

চেয়ে দেখ, সখা!

অর্জ্জুন।—(প্রবুদ্ধ হইয়া)—

এ কি, সখে! কোন্ দেশে আনিলে আমায়?
ওই ত উত্তরে হেরি ধবল-পর্ব্বত।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—তুষার-ধবল পর্ব্বতমালা।

অভ্রভেদী চূড়া যা'র উঠে ব্যোম-পথে

কুবেরের ক্রীড়া-ভূমি শোভি'ছে অদূরে
প্রফুল্ল কমলরাজি-শোভিত দীর্ঘিকা,
উদ্যান-পাদপ ফলভরে অবনত,
বসিয়া বিহগগণ তাহে, নানা তানে
গায় গান। কিন্নরের গীতি তা'র সনে—
কি এক অপূর্ব্ব সুধা ঢালে শ্রুতি-পথে।
সুগন্ধেতে দিক্‌চয় আমোদিত। হায়—
কি যে অপরূপ শোভা বর্ণিব কেমনে!

শ্রীকৃষ্ণ।—

চল, সখে, বিলম্বের নাহিক সময়—
কালি সূর্য্যাস্তের আগে বধিতে হইবে
জয়দ্রথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পর্ব্বতমধ্য হইতে গীত)

কানন-শোভন পাদপলতিকাগণ
কুসুম-ভূষণ পরি' সেজেছে কেমন!
হেরে ভুলে যায় মন!
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
ফুলে ফুলে ফিরি'
মধুপানে বিভোর পরাণ—

এস সবে মিলি' কুসুম তুলি
কাঁদুক ভ্রমর ভ্রমরী লো—
ফিরি' ফিরি' কাননে,
গাঁথি' মালা গলে দোলা
যদি শুনিবি ভ্রমর-গুঞ্জন লো,
আসি' আসে পাশে গুঞ্জরিবে অলিগণ ॥

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—কুবেরের ক্রীড়া-কানন।

সরোবরে অপ্‌সরাগণ জলবিহার করিতেছে।

(গীত)

দেখ্ লো দেখ্ লো দেখ্, লো সখি,
দেখ্ লো চেয়ে গগন-কোলে।
বুঝি উঠ্‌ছে শশী হাসি' হাসি'
কুমুদীরে দেখ্‌বে ব'লে ॥
কুমুদিনী বিষাদিনী ছিল, প্রাণসই,
নাথেরে হেরিলে সুখী হ'বে রসময়ী—
আমরা, লো সই, হেসে হেসে, আসে পাশে ভেসে ভেসে
দেখ্‌বো তাদের প্রেমের খেলা
মন নয়ন য'াবে ভুলে ॥

মেঘারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

গগন-কোলে প্রাণসই, ও গগনশশী নয়
দেখ দেখ কালশশী রূপের নিলয় ;
কে দু'জন সই, মেঘে ব'সে, বল্ দেখি এ দিকে আসে,
ইচ্ছা করে সবাই মিলে
বিকাই গিয়ে চরণতলে ॥

(দেখিয়া)—

চিনেছি লো গোপিকার হৃদয়শশী ওই
সখা সনে গগন-পথে চলেছে, লো সই,
এস, লো সই, সবাই মিলে হরি হরি হরি ব'লে,
জনম সফল করি'—
বিকাই হরির চরণতলে ॥

[কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—পর্ব্বতমালা।

পর্ব্বতোপরি পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান।

উভয়ে।— (গীত)

জয় জয় গিরিশ গঙ্গাধর
যোগিবর যোগীশ্বর স্মরহর হর

মেঘারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

বোম্ বোম্ ভোলা।

পিনাকধর শঙ্কর গৌরীনাথ ধর ধর

ভক্তিকুসুম—

মানস-শ্মশানে বিহর বিহর, হর,

পর প্রেম-মৃগ-ছালা ॥

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—অন্ধকার আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগণ ভ্রমণ করিতেছে। নিম্নে সুবর্ণনির্ম্মিত যক্ষনগরী অলকার স্বর্ণশিখর সকল ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ।—অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্র অনন্ত পথে বিচরণ কর্ছে—সেই আকাশে তুমি আমি অনন্ত চিন্তায় মগ্ন; আর একটু পরেই ভগবান্ ভবানীপতির দর্শন পা'ব। ঐ যে অস্পষ্ট নগরীটি দেখ্‌ছ, ঐ অলকা—এখন আমরা অনেক ঊর্দ্ধে উঠেছি ব'লে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না;—ঐ—ঐ—অলকা অদৃশ্য হলো—(অলকার অদৃশ্য হওন)—আমরা অলকা অনেক পশ্চাতে রেখে এসেছি। ঐ যোগাসনশৃঙ্গ, দেখ, কেমন জ্যোতিঃ বহির্গত হচ্ছে। এখনও আমরা অনেক দূরে, তাই ভাল লক্ষ্য হয় না; ঐ দেখ—এই বার দেখ——

ক্রমে জ্যোতিঃপ্রকাশ ও নক্ষত্রাদির অদৃশ্য হওন,
এবং যোগাসন-শৃঙ্গের তেজোময় যোগপীঠে
যোগাসীন শঙ্করের আবির্ভাব। পর্ব্বত-
প্রস্থে ত্রিশূলহস্তে নন্দী এবং
ইতস্ততঃ প্রমথগণ।

—এখন আর নক্ষত্রাদির জ্যোতিঃ নাই, যেমন সূর্য্যের তেজে দিনে নক্ষত্র দেখা যায় না, তদপেক্ষা অনন্ত তেজের আধার ভবানীনাথের তেজে সূর্য্যাদির তেজ কে দেখ্‌তে পায়? চল, অগ্রসর হই।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান।

(নন্দীর শিবগুণগান)

'শিব শঙ্কর মহেশ' জীব রে, সদা বল না।
ঘুচে যা'বে ভব-ব্যাধি, র'বে না আর ভাবনা॥
কেন রে কলুষ-পাশে বদ্ধ আছ মোহবশে,
ত্যজিয়ে অসার রস, সার রসেতে রস' না॥
ভাবি'ছ যা' সুখময়, ভ্রান্তি বই আর কিছু নয়,
মরীচিকায় জল-ভ্রমে প্রাণ যা'বে তা' কি জান না

পর্ব্বতপ্রস্থে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—চল, এখন পর্ব্বতশৃঙ্গে অরোহণ করি গে—

(কৃষ্ণার্জ্জুনের নন্দীসমক্ষে আগমন)

নন্দী! দেবাদিদেব মহাদেবকে জ্ঞাপন কর, "কৃষ্ণার্জ্জুন আপনার দর্শন-লাভার্থে এসেছে।"

নন্দী।—দয়াময়! এ কি আজ্ঞা কর্‌ছেন? আপনি আর তিনি কি ভিন্ন? কা'র জন্য আমি কা'র কাছে আদেশ আন্‌তে যা'ব? আপনার লীলা আপনি বুঝেন, আমি বুঝি না; বুঝি, কেবল হর হরি ভিন্ন ন'ন। চলুন, দাস পশ্চাৎ অনুগমন কর্‌ছে।

(তিন জনের শিখরে আরোহণ)

(হরি হরের পরস্পর নমস্কার প্রতিনমস্কার)

মহাদেব।—নারায়ণ! আজ নর-নারায়ণ যুগল-মূর্ত্তি দর্শন-লাভ হ'লো।

শ্রীকৃষ্ণ।—যোগীশ্বরের মূর্ত্তি দর্শনে আমিও ধন্য হলেম। মহেশ্বর! আজ বড় বিপদাপন্ন হ'য়েই আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছি।

মহাদেব।—মনের অভিলাষ ব্যক্ত করুন।

শ্রীকৃষ্ণ।—মহেশ্বর! আমার সখা জয়দ্রথবধের জন্য প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন। কিন্তু পাশুপাত ব্যতীত অন্য অস্ত্রে জয়দ্রথ বধ হ'বে না; অতএব প্রার্থনা, সেই অস্ত্র অর্জ্জুনকে প্রয়োগ সংহার মন্ত্রের সহিত দান করুন।

অর্জ্জুন।—(করযোড়ে)—

(স্তবগীত)

জয় শশাঙ্ক-ধারণ, দেব ত্রিলোচন,

আশুতোষ ভক্ত-জীবন।

জয় অন্ধক-মর্দ্দন, সুর-নর-বন্দন,

বরাভয় পরশু-ধারণ ॥

জয় ত্রিশূলধারী— মঙ্গলকারী—

শ্মশানচারী—ভবভয়হারী—

জয় বৃষেশবাহন, পিনাকধারণ,

ভুজঙ্গ-ভূষণধারী।

জয় জগজনবন্দন, দর্পবিনাশন,

দক্ষযজ্ঞ-নাশকারী ॥

জয় ত্রিশূলধারী— মঙ্গলকারী—

শ্মশানচারী—ভবভয়হারী—

জয় মঙ্গল-আলয়, দেহি পদাশ্রয়,

সুতশোকে দহি'ছে জীবন।

আর নাহি অন্য বল, পদরেণু সম্বল,

দেহ তব চরণে শরণ ॥

মহাদেব।—মাধব! আমি পূর্ব্বে তোমার সখাকে ব'লেছিলেম যে,প্রয়োজন হ'লেই,প্রয়োগ সংহার মন্ত্রের সহিত পাশুপত তোমার স্মৃতিপথে উদিত হ'বে। সুতরাং এত দূর কষ্ট ক'রে-আস্‌বার কিছু প্রয়োজন ছিল না। বৎস নন্দী! ধনঞ্জয়কে সঙ্গে ক'রে অমৃত-হ্রদ প্রদর্শন কর। হে নরোত্তম! যাও, নন্দীর সঙ্গে অমৃত-হ্রদ হ'তে আমার ধনুঃশর উদ্ধার ক'রে নিয়ে এস।

[নন্দীর সহিত অর্জ্জুনের প্রস্থান।

মহাদেব।—

নারায়ণ! বল মোরে যুদ্ধের বারতা;
কত দিনে ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্থাপন?
কবে বা মানবীলীলা করি' পরিহার,
আসিবে গোলোকে বল? কবে পুন আমি,
প্রেমানন্দে মাতি' হরি, হরি, হরি বলি'
নাচিব সম্মুখে তব?

শ্রীকৃষ্ণ।—

এ কি, ভোলানাথ?
এ কি হেরি ভোলা ভাব তব? কেন আজি
জিজ্ঞাসি'ছ মোরে যাহা নহে অবিদিত
তব কাছে? ভার তব করিতে সংহার।
সংহার কারণ তুমি। কুরুক্ষেত্র-রণে
কত বীর দেহ ত্যজি' এসেছে ত্রিদিবে
অবিদিত আছে কি হে তোমার নিকটে?
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সাঙ্গ হ'লে, ধর্ম্মরাজে
হস্তিনার রাজ্যভার করিয়া অর্পণ,
নিজ সৃষ্ট যদুকুল করিয়া সংহার,
নরদেহ পরিহরি' আসিব অচিরে।

ধনুঃশর হস্তে অর্জ্জুন ও পশ্চাতে নন্দীর পুনঃপ্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(মহাদেবের সম্মুখে ধনুঃ রাখিয়া প্রণাম)—

(সহসা মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া এক জন ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব)

ব্রহ্মচারী।—(ধনুঃশর গ্রহণ করিয়া আলীঢ় সংস্থানে উপবেশন)—

শ্রীকৃষ্ণ।—সখে! মনঃসংযোগ পূর্ব্বক মৌর্বী আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ, পাদসংস্থান প্রভৃতি অবলোকন ক'রে ভব-মুখ-নিঃসৃত মন্ত্র গ্রহণ কর।

অর্জ্জুন।—(ব্রহ্মচারীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মন্ত্রগ্রহণ)—

ব্রহ্মচারী।—(বাণত্যাগ ও ধনুঃ রাখিয়া অন্তর্ধান)

মহাদেব।—(ধনুর্গ্রহণ ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র ব্রহ্মচারী-পরিত্যক্ত বাণের ঊর্দ্ধ হইতে হস্তে পতন)—জনার্দ্দন! এই আমার পাশুপত ও পিনাক অর্জ্জুনকে অর্পণ ক'র্লেম—(ধনুর্ব্বাণ অর্পণ)—কা'ল জয়দ্রথ-বধের সময় প্রয়োগ সংহার মন্ত্রের সহিত এই অস্ত্র স্মৃতিপথে উদিত হ'বে। লোকক্ষয়কর অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন এই অস্ত্র কোন্ সময়ে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তা' আর তোমায় কি ব'লে দিব। যাও, এখন সুখে শত্রু-সংহার কর গে।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের শিরোনমন ও প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

জয়দ্রথ শয্যায় শয়ান।

জয়দ্রথ।—হায়! কি হ'বে? বোধ হ'চ্ছে, আমার আসন্ন কাল সন্নিকট—আর অধিক বিলম্ব নাই। যখন ধনঞ্জয় আমাকে বধ ক'র্‌বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, তখন কে আমাকে রক্ষা করবে?—না, আমি এখানে থাক্‌বো না।—(উপবেশন)—এখন সকলেই নিদ্রিত, যাই, এই বেলা পলাই—কেউ টের পা'বে না। যাই, একেবারে হিমাদ্রিপ্রস্থে পলায়ন করি গে। কা'ল কোন রকমে প্রাণটা বাঁচা'তে পার্‌লে আর ভয় নেই। অর্জ্জুন অনলকুণ্ডে প্রবেশ কর্‌লে আর আমার মৃত্যুভয় নেই। সেই ভাল, এই বেলা পলাই।—(উত্থান)—ও কি! শিবির যে অর্জ্জুনময়—কোন্ দিকে যা'ব?—ওঃ—ওঃ—ওঃ—অর্জ্জুন! মের না—মের না, আমি তোমার অভিমন্যুকে বধ করি নি; ও কি!—তুমি অমন ভীষণ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে এস না—দেখে প্রাণ কেমন করে—ওঃ—ওঃ—ওঃ— (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(নেপথ্যে গীত)

"হায়! সুখের যামিনী প্রভাত হইল;
সুখ শুকতারা ডুবিল!

বিষাদের রব এবে, হায়, পূরি'ছে বিপুল ভবে,
বিষাদে কাঁদে বিহগ সকল।
তরুলতা আঁখিনীরে, দুখে ভাসাই'ছে ধরণীরে,
জগত আজি বিষাদে বিকল।"

দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন।—আচার্য্য! এ কি? সিন্ধুরাজ ধূলায় পতিত কেন? অর্জ্জুন কি রজনীযোগে এসে এঁকে হত্যা ক'রে গেছে,

দ্রোণ।—না' তা' সম্ভব নয়। অর্জ্জুন এমন কাপুরুষের কাজ কখন করে না।

দুর্য্যোধন।—আচার্য্য! অর্জ্জুন আপনার প্রিয় শিষ্য—তাই আপনি তা'র অন্যায় দেখ্‌তে পান না। কিন্তু বলুন দেখি, অর্জ্জুন কি ন্যায়-যুদ্ধে পিতামহকে পাতিত ক'রেছে?

দ্রোণ।—তা'তে অর্জ্জুনের দোষ কিছুই নাই, আমি বেস্ জানি, সে ভীষ্মের আদেশেই ওরূপ ক'রেছিল।

দুর্য্যোধন।—ভীষ্মের আদেশ ব'লে কি অন্যায় অন্যায় নয়? আর, যে এক বার অন্যায় করতে পারে, সে সহস্র বার অন্যায় ক'র্‌তে পারে; তা'র আর সন্দেহ কি?

দ্রোণ।—আমি এমন ব'ল্‌ছি না যে, অর্জ্জুন ন্যায়-যুদ্ধে ভীষ্মকে পাতিত ক'রেছে; কিন্তু তা'তে তা'র দোষ কি? শঠের সঙ্গে শাঠ্য ক'রেছে। তোমরা অগ্রে তা'দের প্রতি অন্যায় ব্যব-হার ক'রেছ—ভীমকে বিষান্নদানে বধ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছ—জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবকে দগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছ—অবশেষে

কপট পাশক্রীড়ায় তাহাদিগকে বনবাসী ক'রেছ—তা'র পর তা'রা যা' ক'রেছে, তাই বা এমন অন্যায় কি? সপ্তরথী বেষ্টনে নিরস্ত্র অভিমন্যুকে বধ করার অপেক্ষা আর অন্যায় করে নাই? ভীষ্মকে পাতিত কর্‌বার সময় তোমরা ত সকলেই ছিলে; কেউ অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পার নি? কিন্তু অভিমন্যুবধের সময় যদি একা অর্জ্জুন কাছে থাক্‌তো, তা' হ'লে সপ্তরথী ছেড়ে সহস্র রথীতেও কিছু ক'র্‌তে পার্‌তে না। অধিক কি, ভীম সেখানে থাক্‌লে কখনই অভিমন্যুকে বধ কর্‌তে পার্‌তে না।

দুর্য্যোধন।—কেমন ক'রে পার্‌বো? যখন আমার সেনাপতিই শত্রুর পক্ষপাতী, তখন আমার জয়ের আশা কোথায়? আমার ভ্রম হ'য়েছে,—ব্রাহ্মণকে সেনানায়কের কার্য্য দেওয়াই অন্যায় হ'য়েছে।

দ্রোণ।—অন্যায় সহ্য ক'র্‌ছো কেন? ব্রাহ্মণ ত তোমার সেনাপতিত্বে অভিলাষী নয়। এই দণ্ডেই যা'রে ইচ্ছা হয় সেনাপতি কর, আমি তাতে ক্ষুব্ধ নই—বরং সন্তুষ্ট। অভিমন্যু-বধের ন্যায় অন্যায় কার্য্যে সহায়তা ক'র্‌তে না হয়, সে ত সৌভাগ্য। আমি চল্লেম, তুমি যা' জান, কর।

দুর্য্যোধন।—যাও—এখনি যাও, আমি তোমার সাহায্য চাই না। যখন প্রতিজ্ঞা ক'রে জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না, তখন তোমা হ'তে আমার কোন্ উপকার হ'বে?

দ্রোণ।—অহো! আমি যে জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত, সে যে আমার আশ্বাসে রণস্থল ত্যাগ করে নি। প্রভাত যে

হ'য়ে গেছে; আর বিলম্ব কর্‌লে বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা। জয়-দ্রথ! বৎস! ওঠ, ধূলিতে শয়ন ক'রে র'য়েছ কেন?

জয়দ্রথ।—কে তুমি?—অর্জ্জুন?—অর্জ্জুন! আমাকে বধ ক'রো না। আমি দন্তে তৃণ ক'রে তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছি।

দ্রোণ।—বৎস! তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'লে? অর্জ্জুন কোথায়? আমি যে দ্রোণ।

জয়দ্রথ।—আচার্য্য! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন! ঐ গাণ্ডী-বের জ্যাশব্দ—ঐ দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর নিনাদ—ঐ এলো—ঐ এলো—

দ্রোণ।—ভয় নাই—ভয় নাই। চল, এখনি তোমাকে সূচী-ব্যূহের মধ্যে লুক্কায়িত ক'র্‌ব।

[জয়দ্রথকে লইয়া প্রস্থান।

দুর্য্যোধন।—আচার্য্যকে অকারণে কটু ব'ল্লেম—কিন্তু না ব'লেই বা করি কি? কা'ল কটু ব'লেছিলেম, তাই অভিমন্যু বধ হ'য়েছিল। কটু কাটব্য না বোল্‌লে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোধ হয় না। তা যাই—এই বেলা—এখনি সূচীব্যূহ রক্ষার জন্য আমাকে প্রয়োজন হ'বে।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবিরসন্নিহিত বৃক্ষতল।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।—ছার রাজ্যের জন্য কি অনর্থই ঘট্‌ছে, জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয়, স্বজনকে একে একে কালের মুখে ডালি দিচ্ছি; রাজ্য ক'র্‌ব? এর চেয়ে বনবাস সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। পত্নী ও ভ্রাতাগণের সঙ্গে বেস্ সুখেই ছিলেম। পূজ্যপাদ পিতামহকে শরশয্যায় শায়িত ক'রে—প্রাণাধিক অভিমন্যুকে কালের মুখে ডালি দিয়ে—রাজ্যলাভে সুখ কি, তা' ত আমি বুঝি না। ভ্রাতা সুযোধনের মৃত্যুতেই বা কি সুখ লাভ হ'বে, তা'ও বুঝি না—ভীমার্জ্জুন বল্‌বে, ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা;—কিন্তু আমি বলি, ক্ষত্রিয়ের এরূপ প্রতিজ্ঞা কি দোষের নয়? ক' দিনের জন্য এ সংসার? ক' দিনের জন্য এ পৃথিবীতে আসা? এত হত্যা দ্বারা অর্জ্জিত রাজ্য ক' দিন ভোগ ক'র্‌ব? জীবন ত চির দিন থাক্‌বে না। কৌরবগণ আমাদের আত্মতুল্য—তা'দিগকে বিনাশ করা আর আত্মনাশ করা একই। আত্মনাশ কি ধর্ম্ম?—কখনই নয়। তবে কেন এমন করি?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—আর্য্য! প্রণাম করি।

যুধিষ্ঠির।—(শিরোনমন পূর্ব্বক)- মধুসূদন! যুদ্ধে ফল কি? যা'দিগের জন্য রাজ্যসুখের কামনা, তা'দিগকে কালের মুখে ডালি দিয়ে রাজ্য, ধন বা জীবনে প্রয়োজন কি? কৌরবদিগকে

বিনাশ ক'রে আমাদের কি লাভ হ'বে? বরং আত্মীয়নাশরূপ মহাপাপে আক্রান্ত হ'তে হ'বে। তাই বলি, রণে ফল কি?

শ্রীকৃষ্ণ।—আর্য্য! ঈদৃশ বিষম সময়ে, আপনার এমন মোহ কেন উপস্থিত হ'ল? আপনি অশোচ্য বন্ধুগণের জন্য শোক কর্ছেন কেন? মনে ভেবে দেখুন দেখি, জগৎ কি? জীবের কি নাশ আছে? আপনি যা'দের জন্য শোক ক'র্বেন—তা'রা অন্য তৃণ-আশ্রয়কারী জলৌকার ন্যায় এই ভঙ্গুর দেহ ত্যাগ ক'রে—দেহান্তর আশ্রয় ক'রেছে।

যুধিষ্ঠির।—তাই বল্‌চি, কৃষ্ণ! কেন এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য অমুচ্য পাপরাশি সঞ্চয় ক'র্ব?

শ্রীকৃষ্ণ।—আর্য্য! পাপ কি?—স্বধর্ম্ম ত্যাগই পাপ। আপনি ক্ষত্রিয়—আপনার পক্ষে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন না করাই পাপ—শত্রু বিনাশ করা পাপ নয়। দুর্য্যোধন আপনার আততায়ী শত্রু, তৎপক্ষীয়গণের বিনাশে আপনার পাপের সম্ভাবনা কোথায়?

যুধিষ্ঠির।—যদিই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-পালন পুণ্যকর হয়, তথাপি আত্মীয়নাশ-শোক সহ্য করা আমার সাধ্যাতীত।

শ্রীকৃষ্ণ।—যদি এমন জান্‌তেন যে, দুর্য্যোধনের বিনাশ আপনার সহ্য হ'বে না, তবে এ সমরানলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কেন? কেন অরণ্য আশ্রয় করেন নি?

যুধিষ্ঠির।—আমার বিবেচনায় তা'ই শ্রেয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ।—কিন্তু এখন নয়। আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে জয়দ্রথ বধ না হ'লে অর্জ্জুন প্রাণত্যাগ ক'র্বে।

যুধিষ্ঠির।—কি ব'ল্ব, চক্রী! তোমার চক্র বুঝি আমার এমন ক্ষমতা কই? তোমার যা' ইচ্ছা, তা'ই হ'ক।

সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের প্রবেশ।

—তুমিই আমাদের আশ্রয়। তোমার ইচ্ছানুসারে আমরা অবশ্য কার্য্য ক'র্‌ব। আজ অর্জ্জুনকে তুমি রক্ষা ক'রো।—(অর্জ্জুনের প্রতি)—ভাই! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক।

অর্জ্জুন।—আর্য্য! কা'ল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, যেন কৃষ্ণ আমার কর ধারণ ক'রে গগনপথে ল'য়ে চ'লেছেন—আমি ক্রমে নানা দেশ জনপদ অতিক্রম ক'রে কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হ'লেম, তথায় ভগবান দেবাদিদেবের সন্দর্শন লাভ ক'রে, তঁার নিকট পাশুপত লাভ ক'রেছি।

যুধিষ্ঠির।—বড়ই সুখের বিষয়। সকলি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা।

অর্জ্জুন।—আর্য্য! এক্ষণে অনুমতি করুন, যুদ্ধে গমন করি।

ভীম।—

হরি!
ভ্রমিলাম এত দিন বৃথা গদা ল'য়ে
না পূরিল একটিও বাসনা আমার।
ক্ষণতরে কৃপা-দৃষ্টে চাও মোর পানে
পূর্ণ হ'ক্ মনোরথ মোর। যেন আজ
হেলায় পারি, হে হরি, এ গদা-সহায়ে
বিদলিত করিবারে কুরু-কীটচয়ে।
দয়াময়! কত দিনে পূরিবে বাসনা?
থাকিতে সহায় তুমি ভ্রমি আমি মিছে।
মনঃক্ষোভ না মিটিল—না পূরিল আশা—

নারিনু নাশিতে আজো কুলাঙ্গারগণে।
রণযজ্ঞে কুরু-ছাগগণে নারিনু হে
দিতে বলি ? মনোদুঃখ কা'রে বলি আর ?
কে আছে আমার আর তুমি বই ভবে ?
কোন্ দোষে দোষী আমি তব কাছে হরি
তাই অরি কাছে সহি' সদা অপমান ?
নিতান্ত পাষাণ-প্রাণ তাই আজো আছে
এত অপমানে। কবে ল'ব প্রতিশোধ ?
কবে এ মনের জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ ?
কবে সব হ'বে ছারখার ? বল, কবে
রণযজ্ঞে শত কুরু-পশু দিব বলি ?
কবে দুঃশাসন-বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া
কবোষ্ণ শোণিত তা'র সুখে পান করি,'
মনের যাতনানল করিব নির্ব্বাণ।
কবে পাপ দুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়ে
ধরাশায়ী হ'বে হরি, এ গদা-আঘাতে ?

শ্রীকৃষ্ণ।—(ঈষৎ হাস্য)

ভীম।—

আর্য্য ! আর ভয় নাই, পূরিবে বাসনা ;
দয়াময় ! দয়াময় মোর প্রতি আজ

কেন আর ব্যাজ ?—যাই ত্বরা রণভূমে।
দুর্যোধন দুঃশাসন ভ্রাতৃহীন হ'বে
এ গদায় ; দুঃশাসন দুর্য্যোধন ছাড়া
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ হারা'বে জীবন,
কুষ্মাণ্ড আকার আজ করিব সবারে ;
জয় জয় হরি দয়াময় !

[বেগে প্রস্থন ।

যুধিষ্ঠির।—জনার্দ্দন ! তুমিই পাণ্ডবগণের বল, তোমার যা' ইচ্ছা হয় কর।

শ্রীকৃষ্ণ।—পাণ্ডবনাথ ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভাই অর্জ্জুন, চল, সমরে যাই—

অর্জ্জুন।—(সাত্যকির প্রতি)—যুযুধান ! তুমি প্রদ্যুম্নের সঙ্গে শিবির রক্ষা কর—আমি চল্লেম।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান ।

সাত্যকি।—মহারাজ ! চলুন, শিবির মধ্যে বিশ্রাম ক'র্বেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবিরশ্রেণী।

শ্রেণীবদ্ধ পাণ্ডব-সৈন্য দণ্ডায়মান।

সম্মুখে ভীম।

ভীম।—

সৈন্যগণ! প্রাণপণে আজি যুঝিবারে
হও রণে অগ্রসর। কূটযুদ্ধে কালি
বধিয়াছে প্রাণপুত্রে কুরুপশুদল
আজি সবে প্রতিশোধ লহ রে তাহার;
যেন হাহাকার রোল কৌরব-শিবিরে
উঠে আজি। নাহি ভয়—নির্ভয় অন্তরে
হও অগ্রসর; মোরা কৃষ্ণের আশ্রিত,
কৃষ্ণ যথা ধর্ম্মের আবাস সেই স্থানে;
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিও নিশ্চয়।
হও অগ্রসর সবে নির্ভয় অন্তরে
'জয় ধর্ম্ম জয়' রবে কাঁপায়ে মেদিনী।
জয় ধর্ম্মের জয়!

সৈন্যগণ।—জয় ধর্ম্মের জয়!

দূরে।—জয় ধর্ম্মের জয়!

ভীম।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

সৈন্যগণ।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

দূরে।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

(নেপথ্যে এককালে দেবদত্ত ও পাঞ্চজন্যের নিনাদ)

ভীম।—হও অগ্রসর এই বার।

[একে একে অসংখ্য সৈন্যের প্রস্থান।

কুরুকুল! নির্ম্মূল হইবি তুই কালে
এই দেখ্ সূত্রপাত হইয়াছে তা'র।
শ্রীহরির নামামৃত-পানে বলী মোরা,
ডরি না মরণে,—রণে ডরিব কি হেতু?
দেহ প্রাণ মন বাঁধা কৃষ্ণের চরণে,
যেমন বলা'বে হরি বলিব তেমনি;
প্রতিজ্ঞা-পূরণ-ভার কৃষ্ণের উপর।
মনের বাসনা যত হরিই তা জানে;
জানে না এ জড় দেহ ভাল মন্দ কিছু।
এ যন্ত্রের যন্ত্রী হরি; যেমন চালা'বে
জড় দেহ-যন্ত্র, সদা চলিবে তেমনি।
পশি এবে রণমাঝে হরি হরি ব'লে—
জয় হরি দয়াময়!—অনাথ-বান্ধব!
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা তব হউক পূরণ;
জয় জয় হরি দয়াময়!

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

শকটব্যূহের সম্মুখভাগ।

রঙ্গভূমির উভয় পার্শ্ব হইতে "জয় ধর্ম্মরাজের জয়"
ও "জয় দুর্য্যোধনের জয়" মুহুর্মুহুঃ উচ্চা-
রিত হইতেছে।

সম্মুখে দুঃশাসন-চালিত ব্যূহরক্ষক সৈন্যগণ নেপ-
থ্যাভিমুখে শরনিক্ষেপ করিতেছে এবং
নেপথ্য হইতে শর তাহাদের
উপর পতিত হইতেছে।

ক্রমে "ধর্ম্মরাজের জয়" বাক্য ভীষণ রবে উচ্চারণ
করিতে করিতে যুদ্ধকারী পাণ্ডবসৈন্যের
প্রবেশ ও উভয় পক্ষীয় সৈন্য-
গণের ঘোরতর যুদ্ধ।

বেগে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—(দুঃশাসনকে দেখিয়া)—

ওরে দুঃশাসন!—ওরে ওরে অর্দ্ধরথি!
কি সাহসে ল'য়েছিস্ ব্যূহরক্ষা-ভার?
ভীম বর্ত্তমানে, মূঢ়, এ সাহস তোর
সাজে না রে! দেখ্ মূঢ়—দেখ্ গদা মোর!

এ গদা-আঘাতে তোরে পাড়িব রে রণে
এক দিন ; নখে চিরি' ও পাপ হৃদয়
আনন্দে রুধির পান করিব নিশ্চয়।
কিন্তু আজ নয় !—তুই আর দুর্য্যোধন
হেরিবি হেরিবি, আজ হেরিবি নয়নে
অন্য ভ্রাতাদের মৃত্যু—নিশ্চয় নিশ্চয়।

দুঃশাসন।—

ওরে ভীম ! চিরদিন বাক্যে পটু তুই,
কিন্তু কই, কাজে তুই কি করিলি বল্ ?
কা'ল্ কোথা ছিলি, মূঢ় ?—মহিলা-শিবিরে ?
জয়দ্রথ-করে তোর কত যে লাঞ্ছনা
দেখেছে জগৎ !

ভীম।—

ওরে, হস্তী যদি পড়ে
পঙ্কহ্রদে, ভেকে তা'রে করে পদাঘাত
অনায়াসে। কিন্তু জয়দ্রথ কত দিন ?
নরক দর্শন আজি ঘটিবে নিশ্চয়
ভাগ্যে তা'র। কিন্তু তোর ভাগ্যে কি ঘটিবে,
বুঝিতে না পারি।

দুঃশাসন।—

ওরে বাক্যবীর ভীম !

এই দেখ্ তোর ভাগ্যে শমন-ভবন।

(অসিগ্রহণ)

ভীম।—

এত দূর আশা মনে?

(উভয়ের অসিযুদ্ধ)

রথারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

(দেবদত্ত ও পাঞ্চজন্য নিনাদ)

শ্রীকৃষ্ণ।—

হান, সখে, বাণ

মুহুর্মুহুঃ ওই ধারে; ব্যূহ ভিন্ন হ'বে।

অর্জ্জুন।—(মুহুর্মুহুঃ বাণক্ষেপ)

[শ্রীকৃষ্ণের রথ-চালন ও সৈন্য ভেদ করিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শকটব্যূহের মধ্যভাগ।

সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্য।

দ্রোণ।—(স্বগত)—কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনকে কিরূপে নিবারণ ক'র্‌বো? কিরূপে আমার মানস পূর্ণ হ'বে? এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকি, অর্জ্জুন ব্যূহে প্রবেশ ক'রে যা'তে আমাকে

অতিক্রম না ক'র্‌তে পারে, তা' ক'র্‌তে হ'বে। সে যুদ্ধ ক'রে যদিও আমাকে পরাস্ত ক'র্‌তে পারে বটে, কিন্তু আমি তা'র গুরু ব'লে কদাচ আমাকে অতিক্রম করে না—আজ দেখ্‌বো কিরূপে শকটব্যূহ অতিক্রম করে।

অর্জ্জুন।—(নেপথ্যে)—কেশব! ঐ ত আচার্য্য ব্যূহমধ্যে দণ্ডায়মান রয়েছেন। কিন্তু উনি রথারোহী ন'ন; আমারও উচিত, রথ ত্যাগ ক'রে ওঁর সম্মুখীন হই।

শ্রীকৃষ্ণ।—(নেপথ্যে)—সখা! তুমি যথার্থই বলেছ। যাও, গুরুর নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করগে। আমি এই পার্শ্বেই রথ রক্ষা কর্‌চি।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন।—(দ্রোণপদে শরত্যাগ করিয়া)—আচার্য্য! প্রণাম করি।

দ্রোণ।—(অর্জ্জুনত্যক্ত শরগ্রহণ ও চুম্বন)—মঙ্গল হউক।

অর্জ্জুন।—গুরো! আমাকে পথ প্রদান করুন, আমি ব্যূহ অতিক্রম করি।

দ্রোণ।—বৎস! আমার সঙ্গে যুদ্ধ না করে এ ব্যূহ অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে না। এত দিন অতি যত্নে যে সকল অস্ত্রশিক্ষা করেছ, আজ তা'র পরীক্ষা দাও। আজ দেবগণ গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ দেখুন।—(শরত্যাগ)

(উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ)

শ্রীকৃষ্ণ।—(নেপথ্যে)—অর্জ্জুন! সখে! আর বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নয়। রণ পরিত্যাগ করে এস। এখনও অনেক কাজ বাকি।

অর্জ্জুন।—আচার্য্য! বিদাই হই।—(রণত্যাগ)

দ্রোণ।—অর্জ্জুন! আজ তোমার বিজয় নামের সার্থকতা হলো কৈ? তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ, সমরে শত্রু জয় না করে প্রতিনিবৃত্ত হ'বে না—সে প্রতিজ্ঞা রৈল কৈ?

অর্জ্জুন।—আচার্য্য! আপনি আমার গুরু—শত্রু ন'ন।

[প্রস্থান।

দ্রোণ।—এ কি? অর্জ্জুন রণত্যাগ করে গেল?—তবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'বে কি করে?—না না, তা হ'বে না—অর্জ্জুনকে বাধা দিতে হ'বে; ব্যূহ অতিক্রম কর্‌তে দেওয়া হ'বে না।—(প্রস্থানোদ্যোগ)

শশব্যস্তে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন।—আচার্য্য! একি হলো? অর্জ্জুন যে প্রায় শকটব্যূহ অতিক্রম করে—এখন উপায় কি? আমার বিশ্বাস ছিল, অর্জ্জুন আপনাকে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে না;—কিন্তু এ কি হলো?

দ্রোণ।—বৎস! কি কর্‌বো বল, অর্জ্জুন আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌লে না—শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে সে আমাকে পশ্চাৎ করে গেল। ঐ দেখ, আর তা'র রথধ্বজ নয়নগোচর হয় না।

দুর্য্যোধন।—এখন উপায়?

ভীম।—(সহসা প্রবিষ্ট হইয়া)—উপায় এই গদায়। ওরে কুরুকুলাঙ্গার! আয়, দেখি তোর পরমায়ু কতটুকু আছে?

(উভয়ের গদাযুদ্ধ)

দ্রোণ।—বৎস দুর্য্যোধন! তুমি সূচীব্যূহের রক্ষক, তুমি যাও—আমিই ভীমের রণতৃষ্ণা নিবারণ কর্‌চি।

(ভীমকে আক্রমণ)

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

[ভীম ও দ্রোণের গদাযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—কুরুবীরগণের মধ্যে, অর্জ্জুন কেবল দ্রোণাচার্য্য-কেই অতিক্রম করেন না। দ্রোণ যদি অর্জ্জুনের গতি রোধ করেন, তা' হ'লে আজ আর জয়দ্রথ বধ হ'বে না। আমি দ্রোণের বধ্য নই—কেন না দ্রোণবধের জন্যই আমার উৎপত্তি। আমি যদি প্রাণপণে যুদ্ধ করি, দ্রোণকে হয় পাতিত কর্‌বো—নয় সমস্ত দিন নিযুক্ত করে রাখ্‌তে পারবো, তাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাই, দ্রোণকে আক্রমণ করি গিয়ে। এই যে আর্য্য ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে দ্রোণাচার্য্য এই দিকেই আস্‌চেন।

ভীম ও দ্রোণাচার্য্যের গদাযুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—আর্য্য বৃকোদর! আপনি আচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাক্‌লে চল্‌বে কেন? ধনঞ্জয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ ব্যস্ত; আপনি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ না কর্‌লে কুরুসৈন্য মথিত কর্‌বে কে?—আপনি স্বচ্ছন্দে শকটব্যূহ অতিক্রম করুন—আমি

আচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি।—(শরত্যাগ ও দ্রোণাচার্য্যের গদা দ্বিখণ্ডিত করণ)

[ভীমের প্রস্থান।

আচার্য্য! এই পাঞ্চাল বালকের হস্তেই আপনাকে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হ'বে। আমি আপনার বিনাশের জন্যই জন্মেছি, এ কথা যেন স্মরণ থাকে। আজ আমি আপনাকে সমরে আহ্বান কর্‌চি, আসুন—বলের পরীক্ষা প্রদান করুন।

দ্রোণ।—শিশু! তোর কাছে বলের পরীক্ষা দেবো? কথা শুনে যে মুখে হাসি আসে। তোর শরীরের দুগ্ধগন্ধ যে আজো দূর হয় নি!

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—তবু আমিই তোমার যম।

দ্রোণ।—বিধাতার লিপি কে খণ্ডাতে পারে? যদি আজ আমার ভাগ্যে সেই শুভ দিনই ঘটে, যদি পাপময়ী ধরা ত্যাগ কর্‌তে পারি, তার চেয়ে আর সুখ কি? তবে এস,—অসি ধারণ কর।

[উভয়ের অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

সিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখে কুশাসনে বিদুর।

ধৃতরাষ্ট্র।—কেমন হ্যাঁ, বিদুর! এ কেমন হ'লো? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর ঋষি তপস্বীরা কেউ আমার সভায় আসে না কেন? তা'রা ত আর যুদ্ধ কর্‌তে যায় নি?

বিদুর।—(নিরুত্তর)

ধৃতরাষ্ট্র।—কেন হ্যাঁ, উত্তর দিচ্চ না যে?—তা তুমিই বা উত্তর দেবে কেমন ক'রে? তারা যে আসে না কেন, তা তুমি জান্‌বে কেমন ক'রে?

বিদুর।—(স্বগত)—জানি সব। তোমাকে ব'লে ফল কি?—ইচ্ছা ক'রে কে পাপের বিবরে প্রবেশ করে? এখানে এলে পাপ কথা—পাপ পরামর্শ বই অন্য কিছু ত শুন্‌তে পাবেন না। তা'র চেয়ে নিজের কাজ করেন—একান্তে ব'সে হরিচরণ ধ্যান করেন—পরকালের কাজ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—ভাল, বিদুর!

বিদুর।—আজ্ঞা, মহারাজ!

ধৃতরাষ্ট্র।—ভাল, তুমিই বা আর পূর্ব্বের মত এস না কেন?—তুমি আমার এক জন প্রধান মন্ত্রী।

বিদুর।—আজ্ঞে,এ দাসকে অনুগ্রহ ক'রে মন্ত্রী ব'লে থাকেন বটে, সে জন্য এ দাস ধন্য; কিন্তু এখন ত কোন বিশেষ রাজকার্য্য নাই, সে জন্য বটে—আর আমার মন্ত্রণা-মত এখন আর কোন কাজ করেন না, সে ক্ষোভেও বটে, আমি আর পূর্ব্বের মত আসি না; অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। যা'তে আর এ পাপময়ী ধরায় না আস্‌তে হয়, সেই ইচ্ছায় দিবানিশি কেবল পুণ্যময় হরির চরণ ধ্যান করি; যখন দাসকে প্রয়োজন হ'বে—ডাক্‌লেই আস্‌বো।

ধৃতরাষ্ট্র।—ওহে বিদুর! তোমার এত অল্প বয়সে এত বৈরাগ্য হ'লো কেন? হরির চরণ চিন্তার অনেক সময় আছে—আগে দিন কত সংসারের চিন্তা কর। যাক্ সে কথা।—দেখ, অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অবধি বড়ই অস্থির হ'য়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ জান্‌বার জন্য এক জন দূতও প্রেরিত হ'য়েছে।—সে এখনও ফির্‌ছে না কেন বল দেখি? সে ত অনেক ক্ষণ গেছে। দেখ, বিদুর, আমি তোমার পরামর্শমত দুর্য্যোধনকে অনেক নিষেধ ক'রেছিলেম, কিন্তু সে মূঢ় কাল-প্রেরিত হ'য়ে সে কথা শুন্‌লে না; এতেই বোধ হ'চ্ছে, আমার পক্ষের আর নিস্তার নাই। বিদুর! কে আস্‌চে না?

বিদুর।—(দেখিয়া)—আজ্ঞা হাঁ, আপনারই প্রেরিত দূতের সঙ্গে সংগ্রামস্থল হ'তে আচার্য্য কৃপ আস্‌ছেন।—(উঠিয়া প্রত্যুদ্গমন)

দূতের সহিত কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র।—আচার্য্য! আসুন, আসুন—প্রণাম। তবে

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল ক'র্‌বার কি উপায় অবলম্বিত হ'য়েছে?

কৃপ।—আজ্ঞা, মহারাজ! আজ আর্য্য দ্রোণ, অর্জ্জুনকে বিফল-মনোরথ কর্‌বার জন্য ক্রোশব্যাপী এক শকটব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে তৎপশ্চাতে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী এক পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে-ছেন। সেই পদ্মব্যূহের অভ্যন্তরে একটি সূচীব্যূহ নির্ম্মাণ ক'রে, তারি মধ্যে জয়দ্রথকে রক্ষা ক'রেছেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন অষ্ট সহস্র পদাতিক সৈন্য ল'য়ে শকটব্যূহের রক্ষার্থ নিযুক্ত হ'য়েছেন। নিজে আর্য্য দ্রোণ ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি কর্‌ছেন; আর সূচীব্যূহের রক্ষার্থ দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন ও শল্য এই ছয় জন মহারথী নিযুক্ত হ'য়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—তবে আর ভয় কি? আচার্য্যকে পরাস্ত করা অর্জ্জুনের কর্ম্ম নয়। আমি এখন একবার অন্তঃপুরে যা'ব, সকলে প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বড় ব্যাকুল আছে,—সান্ত্বনা করি গে। ওরে ওখানে কে আছিস্ রে? আমায় ধর্।

[দূতকে অবলম্বন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থান।

বিদুর।—আচার্য্য! তা'র পর কি হ'য়েছে, বলুন দেখি? দাদা ত ব্যূহরচনার কথা শুনেই আশান্বিত হ'য়েছেন। যে ব্যক্তি আশার দাস, তা'র একটু অবলম্বন পেলেই হ'লো।

কৃপ।—আমি দেখে এসেছি, অর্জ্জুন আর্য্য দ্রোণকে অতি-ক্রম ক'রে শকটব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রেছে। ভীম-চালিত পাণ্ডব-সেনা ভীষণ বলে যুদ্ধ ক'র্‌ছে। আর এক কথা—

(মৃদুস্বরে)—কা'ল আর্য্য দ্রোণের মুখে শুনেছি, তিনি না কি যোগবলে জান্‌তে পেরেছেন—আজ অর্জ্জুন নিশ্চয়ই জয়দ্রথকে বধ ক'র্‌বে।

বিদুর।—তা' কে না জানে—হরি যা'দের সহায়, তা'দের জয় নিশ্চয়। এখন চলুন, এ দাসের কুটীরে বিশ্রাম ক'র্‌বেন। আজ আর যুদ্ধস্থলে গিয়ে কাজ নাই; জীবহিংসায় এক দিন বিরত হ'ন।

কৃপ।—কি ক'র্‌ব বল?—আমার ইচ্ছা নয় যে, ভারত-যুদ্ধে যুদ্ধ করি। কিন্তু আমি দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত; সাধ্যমত তা'র উপকার করা উচিত। তবে আজ আমার উপর বিশেষ কোন ভার নাই। সেই ভাল—আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম ক'রে অপরাহ্নেই যুদ্ধস্থলে যা'ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাননভূমি—অদূরে মহিলা-শিবির।

স্থভদ্রা।

সুভদ্রা।—তাইত আমার মন কেন এমন হ'লো? প্রাণেশ্বর প্রতিদিন যুদ্ধান্তে একবার ক'রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আসেন, কা'ল আর এলেন না কেন? আমার অভিমন্যু ত প্রতি-দিন সূর্য্যাস্তের পর হ'তে "মা মা" রবে আমার হৃদয় মধুময় করে—সেই বা কা'ল হ'তে এলো না কেন? কাল কি নিশাযুদ্ধ

হ'য়েছিল ?—কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে। আমার মন বা এত ব্যাকুল হ'লো কেন ? আরও ত কত বার নিশাযুদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু আমাদের শিবিরে ত তা'র সংবাদ আস্‌ত—আজই বা এলো না কেন ? এখন কা'র কাছে যাই—কেই বা আমায় সংবাদ দেয়—কেই বা মনের ব্যথা দূর করে ?—(দেখিয়া)—এ কি ? উত্তরা আমার এমন পাগলিনীর বেশে কেন আস্‌ছে ?

আলুথালুবেশে উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা।—মা গো! আমার কি হ'লো—

সুভদ্রা।—কেন মা !—কেন মা !—কি হ'য়েছে মা ?

উত্তরা।—মা গো! কা'ল নিশিশেষে আমি বড়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছি। সে যে স্বপ্ন, কি, কি ? তা'ও বুঝ্‌তে পারি নি। মা গো, সেই স্বপ্ন দেখে অবধি আমার প্রাণ কেমন কর্‌ছে—শরীরে আর বল নেই।

সুভদ্রা।—কি দুঃস্বপ্ন আমাকে বল, মা! দুঃস্বপ্ন দেখে অপরের কাছে বল্‌লে আর দোষ থাকে না।

উত্তরা।—মা গো, কি ব'ল্‌ব—সে কথা মনে ক'র্‌তেও হৃদয় কেঁপে ওঠে; মুখে কথা আসে না। দেখ্‌লেম, যেন তিনি একখানি জ্যোতির্ম্ময় রথে উঠে ক্রমাগত ঊর্দ্ধপানে উঠ্‌ছেন—আমাকে দেখে বল্‌লেন, "উত্তরে! অভাগিনি! জন্মের মত বিদায়" বল্‌তে বল্‌তে রথখানি চাঁদের সঙ্গে মিশিয়ে গেল, আর তাঁ'রে দেখ্‌তে পেলেম না—মা গো! কেন এমন হ'লো ?

সুভদ্রা।—যাও, বাছা! ভেব না; শিবপূজা কর গে, সকল অমঙ্গল দূর হ'বে।

উত্তরা।—যাই !—(অস্ফোচ্চস্বরে)—কিন্তু মন আর কিছু চায় না—প্রাণ যেন শরীরে নেই !

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

সুভদ্রা।—এ কি ? এ স্বপ্নের কথা শুনে আমারও যে প্রাণ কাঁদে ! হে বিপদভঞ্জন শঙ্কর ! সকল শঙ্কা দূর কর।—না—আর স্থির থাক্‌তে পার্‌চি নে—যাই, দিদিকে মহারাজের শিবিরে পাঠাইগে—(দেখিয়া)—এই যে দিদি আস্‌ছেন।

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

দ্রৌপদী।—দিদি সুভদ্রা, কা'ল পর্য্যন্ত যুদ্ধস্থলের কোন সম্বাদ পাই নি কেন বল দেখি ? কেউ এক বারও মহিলা-শিবিরে এলো না। দাসীকে মহারাজের কাছে পাঠ্যেছিলেম, সে এসে বল্লে—প্রতীহারী তা'কে মহারাজের শিবিরে যেতে দিলে না; বল্লে—তিনি ব্যস্ত আছেন।

সুভদ্রা।—দিদি, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে ! আমার অভিমন্যু কা'ল পর্য্যন্ত এলো না কেন ?

দ্রৌপদী।—আসে নি ? তাইত দিদি ! যে দিনের মধ্যে দশ বার এসে প্রয়োজন না থাক্‌লেও 'মা' ব'লে ডাকে, সে কেন এলো না ? আমি আরও মনে কর্‌ছিলেম, যুদ্ধের পর পরিশ্রান্ত ছিল ব'লে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে পারে নি—আসে নি। এ কথা শুনে যে আমারও প্রাণ আকুল হ'লো !—দিদি আর আমি স্থির থাক্‌তে পারি নে—আমি নিজে মহারাজের শিবিরে

চল্লেম। তুমি শিবিরে যাও, অনেক বেলা। আর এখানে থেকো না।

[ব্যস্তসমস্তভাবে প্রস্থান।

সুভদ্রা।—কোথায় যাই? কিছুই ভাল লাগে না। শিবিরে যা'ব?—গিয়ে কি ক'র্‌ব—আমার অভিমন্যু ত নাই! কে আমাকে মা ব'লে ডাক্‌বে? এ কি? প্রাণের ভিতর এমন করে কেন?—কিছুই যে বুঝ্‌তে পারি নে! হে দয়াময়! হে ভূতভাবন ভবানীশ্বর! হে অনাথনাথ! হে দেবাদিদেব! অদীনীর সর্ব্বস্ব ধন—প্রাণের কুমার অভিমন্যুকে রক্ষা করো। হৃদয়ের একমাত্র শান্তি—নয়নের একমাত্র মণি আমার অভিমন্যুকে রক্ষা করো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যুধিষ্ঠিরের শিবিরসম্মুখ।

যুধিষ্ঠির পশ্চাতে সাত্যকি।

যুধিষ্ঠির।—মানুষ কি ভয়ানক লোভের দাস!—দেখ, রাজ্যলোভে আমি কি মহান্‌ অনর্থ ঘট্‌য়েছি।—পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতামহকে শরশয্যায় শায়িত করেছি। আমার জন্য কত রাজাই যে নিহত হ'য়েছে, তা'র সংখ্যা নাই;—আরও যে কত নিহত হ'বে,কে ব'ল্‌তে পারে? যেরূপ দেখ্‌ছি,তা'তে বোধ হয়, পৃথিবী এককালে ক্ষত্রিয়শূন্যই বা হয়। আজ হয় প্রাণাধিকা ভগিনীর পতি জয়দ্রথ নিহত—ওহো, কি কষ্ট দুঃশলা

আমাদের একমাত্র ভগিনী—আজ সে চিরদিনের মত অনাথিনী হ'বে! আমিই এই অনর্থের মূল—

সাত্যকি।—না, রাজন্! আপনি ন'ন্। পাপী দুর্য্যোধনই এই অনর্থের মূল—পাশক্রীড়াদিই তা'র অঙ্কুর! কালে সেই অনর্থতরু ফলবান্ হ'য়ে যে ফল প্রসব ক'র্‌বে, তাই আপনি এত ক্ষণ বল্‌ছিলেন।

যুধিষ্ঠির।—(না শুনিয়া)—সাত্যকি! আর যে অর্জ্জুনের রথ-ধ্বজ দৃষ্ট হ'চ্ছে না—না জানি রণস্থলে কি অনর্থই বা ঘট্‌লো। দেখ, আমাদের পক্ষীয় কারুরই রথধ্বজ দৃষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু কৌরব পক্ষীয় অনেক রথধ্বজ দৃষ্ট হচ্ছে। সাত্যকি! তুমি অগ্রসর হ'য়ে দেখ, আমি আর স্থির হ'তে পার্‌চি নে—আমার প্রাণ ক্রমেই ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

সাত্যকি।—মহারাজ! অর্জ্জুনের জন্য চিন্তা ক'র্‌বেন না, তিনি সমরে অজেয়, বিশেষ ভগবান কৃষ্ণ তাঁ'র সারথি।

যুধিষ্ঠির।—তবু তুমিও যাও।

সাত্যকি।—মহারাজ, অর্জ্জুন যে আমাকে শিবির-রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন।

যুধিষ্ঠির।—শিবিরে কি আর কেউ নাই? প্রদ্যুম্ন আছে, সহদেব আছে, তা'রা দু'জনে শিবির-রক্ষক পদাতিকগণকে পরিচালিত ক'র্‌লেই যথেষ্ট—তুমি যাও।

সাত্যকি।—আপনার আজ্ঞা অবশ্য পাল্য। কিন্তু আপনি শিবিরমধ্যে যান। এখানে এরূপ অরক্ষিত ভাবে থাক্‌বেন না। আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

(মধ্যাহ্ন গীত)

দিবাপতি' ধরি' খর-মূরতি অতি
ভাসি'ছে বাড়ব সম গগন-সিন্ধুনীরে।
সে অনলশিখা-বলে পবন ভূতলে
বহি'ছে ভীষণ বলে দগ্ধিয়ে ধরণীরে॥
নির্ঝর তটিনী আদি গেল সব শুকা'য়ে—
জীবকুল আকুল, জীবন বিহনে
জীবন-বিহীন র'য়েছে ধরা'পরে॥

যুধিষ্ঠির।—এ কি ?—দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হ'লো—এখন কি হ'বে!

দ্রৌপদীর প্রবেশ।

তাই ত আমার মন এমন হ'য়ে উঠ্‌লো কেন ?—প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে! যদি অর্জ্জুন সূর্য্যাস্তের মধ্যে জয়দ্রথকে বধ ক'র্‌তে না পারে, তা' হ'লে কি হ'বে ?—আমি ত অর্জ্জুন-হারা হ'য়ে এক দণ্ড বাঁচ্‌বো না। আমাকেও সেই অনলে জীবন-আহুতি দিতে হ'বে। ভীম নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে, কিন্তু মহাদেব-দত্ত-বরদর্পিত জয়দ্রথের সমক্ষে সে কত ক্ষণ যুদ্ধ ক'র্‌বে ? কা'ল ত দেখাই গিয়েছে—এক অর্জ্জুন নিকটে ছিল না ব'লে কি বিভ্রাটই ঘ'টেছে! বাপ অভিমন্যু!—ওঃ—

দ্রৌপদী।—মহারাজ! প্রাণের অভিমন্যু কি নাই ?

যুধিষ্ঠির।—প্রিয়ে!—তুমি!—এখানে?—

দ্রৌপদী।—নাথ! কি হ'লো?—এ কি ক'র্‌লে?—সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি কালের মুখে ডালি দিলে? হা পাষাণ!—

যুধিষ্ঠির।—প্রিয়ে! আমি পাষাণ—সে কথা সহস্র বার বল, নইলে অভিমন্যুর শোকে প্রাণ এখনো দগ্ধ হ'লো না কেন? এখন চল, শিবিরমধ্যে যাই—

[দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

ইতস্ততঃ মৃতসৈন্য, হস্তী, অশ্বাদি পতিত।

ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গদাযুদ্ধ করিতে করিতে ভীমের প্রবেশ।

(ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের কেহ অসি, কেহ ধনুঃশর ইত্যাদি দ্বারা ভীমকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ)

(ভীম কর্ত্তৃক গদাদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে করিতে একে একে নবতি সংখ্যক ধার্ত্তরাষ্ট্র-বধ)

ভীম।—(ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণের মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে)—

আজিকার ব্রত প্রায় হলো উদ্‌যাপন!
অন্ধের নন্দনগণ যায় গড়াগড়ি।

কিন্তু, আহা ! হেরিলাম কিবা অপরূপ !
রণস্থলে গদাধর কোটি বেড়ি' মোরে
নবীন নীরদ জিনি', রক্ষিলেন আজি
শত্রু-শর হ'তে। নহে কিবা সাধ্য মোর
একাকী অসংখ্য শত্রু করিতে নিধন ?
আহা, দয়াময় ! কত মহিমা তোমার,
কত রূপে কত ভক্তে করহ উদ্ধার,
দুর্ব্বল মানব, বল, কেমনে বুঝিবে।
সবে ভাবে আমি করি, কিন্তু দয়াময়,
কে করে তা' জান তুমি, জানে মোর মন।
দর্পী দুর্য্যোধন নাহি জানে ; সেই হেতু
তোমারে বাঁধিতে চায় তৃণ-রজ্জু দিয়ে।
কেবা দিল ধর্ম্মরাজে পৃথিবীর ভার,
কে করিল রাজসূয়, বুঝিত যদ্যপি
তা' হ'লে অসূয়ানলে দগ্ধ না হইত
না খেলিত পাশা কভু দিতে বনবাসে
ধর্ম্মরাজে।—

(দূরে দেখিয়া)—

দুর্য্যোধন আসি'ছে এ দিকে।
অঞ্জলিকা বিদ্যার প্রভাবে রহি এবে

অন্তর্হিত হ'য়ে ওই করীর শরীরে।
দেখি—মৃত হেরি' ভ্রাতৃগণে কিবা করে।

(গজশরীরে প্রবেশ)

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন।—(ভ্রাতৃগণের মৃতদেহ দেখিয়া)—

হায় হায়! এ কি হেরি? ভ্রাতৃগণ মম
প্রাণহীন দেহে সবে লুটায় ভূতলে!
হ'য়েছি কি ভ্রাতৃহীন আজ চিরতরে?
কেহ কি জীবিত নাহি আর? কি করিব!
কোন্ মুখে দেখাইব পোড়া মুখ আর
জনক জননী দোঁহে? হায় রে কেমনে?—
কোন মুখে?—কিবা সুখে ধরিব জীবন?
হা! হা! মৃত্যু কোথা এবে দাও দরশন?
জুড়াও এ মর্ম্মজ্বালা; আর ত সহে না;
আত্মীয় স্বজনগণে শমনভবনে
পাঠাইয়ে, কিবা সুখ বাঁচিয়া আমার?

ভীমের আবির্ভাব।

ভীম।—

দুর্য্যোধন! পার কি হে চিনিতে আমারে
ধৃতরাষ্ট্র বংশলোপকারী ভীম আমি।
কত দেরী কুরুকুল নির্ম্মূল হইতে,

দেখেছ কি একবার গণনা করিয়া ?
হয় কি স্মরণ যবে দ্রৌপদীরে বলে
এনেছিলে সভাতলে, বলেছিলে মোরে
ষণ্ডতিল ? ধর্ম্মরাজে ব'লেছিলে কত
অকথ্য বচন ?—ক'রেছিলে উপহাস ?
"সেই এক দিন আর এই এক দিন।"
হরিরে বন্ধন করি', তুচ্ছ তৃণপাশে
পাণ্ডবে দুর্ব্বল করি' করিতে নিধন
আছে কি বাসনা আজো ?

ওরে মূঢ়মতি।

ধূলিময় পৃথিবীর সামান্য শৃঙ্খলে
কে কবে বেঁধেছে বল জগতপতিরে ?
স্নেহপাশে বেঁধেছিল যশোদা জননী।
ভক্তি-পাশে বেঁধে বলি রেখেছে দুয়ারে ;
সুবোলাদি প্রেমপাশে ক'রেছে বন্ধন।
তা' বই কে বল কবে বেঁধেছে হরিরে ?
দর্পীর নহেন হরি ! ভক্ত কাছে বাঁধা
চিরদিন, ভক্তসখা ভক্তিময় হরি।

দুর্য্যোধন।—

ষণ্ডতিল !—পুন বলি তোরে ষণ্ডতিল !

শিশুগণে নাশ করি' এত দর্প তোর?
তুচ্ছ তৃণসম তোরে করি আমি মনে।
নাগপাশে বাঁধি' তোরে নিশ্চয় এখনি
কারাগারে বন্দী করি' রাখিব—রাখিব।
তবে এ মনের জ্বালা—ভ্রাতৃশোকানল
হইবে নির্ব্বাণ—

ভীম।—

মূঢ়—এত দূর আশা?
বৃকোদরে, নাগপাশে করিবি বন্ধন?
ভবেশের পদপাশে বাঁধা আছি মোরা—
কাল-পাশে নাহি ডরি; ডরিব কি হেতু
নাগপাশে? কিন্তু মূঢ়, জীবনের আশা
থাকে যদি, জয়দ্রথ-পাশে গিয়ে এবে
রক্ষা কর তৃণতুল্য তুচ্ছ প্রাণ তোর।
নহে আয় গদাঘাতে ভ্রাতৃশোকানল
চিরতরে হইবে নির্ব্বাণ।

[উভয়ের গদাযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

সাত্যকি দণ্ডায়মান।

অসিযুদ্ধ করিতে করিতে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ।

দ্রোণ।—পাঞ্চালবালক! ধন্য তোর বাহুবল! আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সন্তুষ্ট হ'য়েছি। এতক্ষণ একাদিক্রমে অসিযুদ্ধ ক'র্‌তে কখন কা'কেও দেখি নে। ক্ষান্ত হ'—একটু বিশ্রাম কর্।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—(যুদ্ধ করিতে করিতে)—আচার্য্য! আপনার ক্লেশ বোধ হ'চ্ছে বুঝি? তা' যদি হ'য়ে থাকে, আপনি পশ্চাৎ-প্রদর্শন ক'র্‌লেই ত যুদ্ধ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ ক'র্‌তে পারেন।

দ্রোণ।—কি, পামর! আমায় উপহাস করিস্? ভাল, দেখি তোর বীরত্ব কেমন?—(সবলে অসি উত্তোলন)

সাত্যকি।—(শরত্যাগ ও দ্রোণের অসি দ্বিখণ্ড হওন)—পিতামহ! আপনি আমার গুরুর গুরু, তাই আপনাকে পিতামহ ব'ল্লেম, এই বার আমার পালা; আপনার শিষ্যের নিকট কিরূপ শর-শিক্ষা ক'রেছি, তা'রই পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আজ আপনায় আমায় ধনুর্যুদ্ধ—

(উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ)

(দ্রোণের পঞ্চদশ বার ধনুর্গ্রহণ ও সাত্যকি কর্ত্তৃক ধনুশ্ছেদ)

পিতামহ! এতক্ষণ পরিহাস ক'র্‌ছিলেম, ক্ষুব্ধ হ'বেন না। এই

বার এই সপ্ত বাণ গ্রহণ ক'র্‌লেম, এক বাণে পুনরায় ধনুশ্ছেদ ক'রে ছয় বাণে আপনাকে বিদ্ধ ক'র্‌ব।—(বাণত্যাগ)

(দ্রোণের অসি দ্বারা আত্মরক্ষা)

কতিপয় রাজার প্রবেশ।

(সকলের এককালে সাত্যকিকে আক্রমণ ও সাত্যকির অসি দ্বারা আত্মরক্ষা)

[কিয়ৎক্ষণ পরে কতিপয় পাণ্ডব-সৈনিকের প্রবেশ ও উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থলের অপর দিক।

গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—

কি আশ্চর্য্য!
যেই দিকে যাই আমি, কা'রেও না দেখি,
হেরিলে আমারে সবে পলাইয়ে যায়,
অরে রে ক্ষত্রিয়াধম কুলাঙ্গারগণ!
প্রাণে ডর এত যদি কেন তবে মিছে
এসেছিস্ রণাঙ্গনে কলঙ্ক কিনিতে?

ঘটোৎকচ।—(প্রবিষ্ট হইয়া)—

বাবা! অলম্বুষ হ'য়েছে সাবাড়;
আর কি করিব, বল মোরে?

ভীম।—

এ কি কথা বল, বৎস! তুমি
রণস্থলে কার্য্য নাই তব?
শত্রুপক্ষ পাইবে যাহারে
প্রাণনাশ করিবে তাহার
তিল-আধ বিচার না করি'।

ঘটোৎকচ।—

কিন্তু পিতা! কে শত্রু কে মিত্র,
আমি ত চিনি নে ভালমতে।

ভীম।—

যাও, বৎস! বল উচ্চৈঃস্বরে
"জয় জয় ধর্ম্মরাজ-জয়!"
প্রতিশব্দে কুরুরাজ-জয়-
ঘোষণা করিবে যেই জন;—
জেনো মনে শত্রু সেই জন;
বিনাশিও তাহারি জীবন।

ঘটোৎকচ।—যথা আজ্ঞা। জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

ভীম।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

নেপথ্যে।—জয় কুরুনাথের জয়!

ঘটোৎকচ।—কুরুনাথের জয়?—মার্ বেটারে—

[বেগে প্রস্থান।

ভীম।—

একে একে নবতি সংখ্যক কৌরবেরে
করিনু সংহার, হরি, তোমারি কৃপায়।
ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের দশ জন আরো
আছে বেঁচে ধরাতলে, এখনো, হে হরি!
আরও অষ্ট জন তা'র বিনাশিব আজি
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, হরি, তোমারি গোচরে;
জান তুমি—কত ক্ষণে প্রতিজ্ঞা পূরিবে।

নেপথ্যে ঘটোৎকচ।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

ভীম।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয় কুরুনাথ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যে ঘটোৎকচ।—দুর্য্যোধনের জয়? তবে রে বেটারা—

বৃক্ষশাখা দ্বারা তাড়না করিতে করিতে অষ্ট ভ্রাতার
সহিত দুঃশাসনকে লইয়া ঘটোৎকচের
পুনঃপ্রবেশ।

ভীম।—

দীর্ঘজীবী হ'রে ঘটোৎকচ!

মনস্কাম পূরিল তো' হ'তে।

(দুঃশাসন প্রভৃতিকে আক্রমণ ও যুদ্ধ)

(কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর দুঃশাসন ব্যতীত অষ্ট জনের মৃত্যু)

ভীম।—

দুঃশাসন। দেখ্ দেখ্ চেয়ে, নরাধম !
শুধু বাক্যে পটু ভীম, কিম্বা কার্য্যে পটু।
যে প্রতিজ্ঞা সেই কাজ মোর, দেখ্ চেয়ে—
হরির কৃপায় মোর প্রতিজ্ঞা পূরেছে,
তুই আর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃহীন আজ
হ'য়েছিস্। বধিয়াছি আজি আমি রণে
অষ্টাধিক নবতি সংখ্যক ধার্ত্তরাষ্ট্র ;
তোরা দুই জন থাক্ আরও কিছু দিন
ভুঞ্জি' পুত্র-মিত্র-ভ্রাতা-বন্ধুগণ-শোক ;
তা'র পর দুর্য্যোধন-পাশে ধরি তোরে
বক্ষঃ চিরি' পিব রে রুধির। চিরতরে
নিভা'ব রে অপমানানল, জ্বলে যাহা
দগ্ধিয়া হৃদয় ! সর্ব্বশেষে দুর্য্যোধনে
পাঠা'ব মনের হর্ষে শমন-ভবনে।

দুঃশাসন।—

ভীম !
পায়ে ধরি, দয়া করি' বধ মোর প্রাণ,

জুড়াও যাতনানল। ভ্রাতৃ-শোক আর
সহিতে না পারি।

ভীম।—

রহি’ সহ কিছু দিন,
আজি না বধিব তোরে চলিনু এখন।

[ভীমের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ব্যূহমধ্যস্থিত বৃক্ষতল।

কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে অশ্বগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়েছে, ক্ষণকাল বিশ্রাম না ক'র্‌লে, আর ত অগ্রসর হ'তে পারে না। তুমি শর দ্বারা এই স্থানটি বেষ্টিত কর, আমি তন্মধ্যে অশ্বগুলি এনে তা'দের পরিচর্য্যা করি।

অর্জ্জুন।—তোমার যেরূপ ইচ্ছা।—(এককালে কতকগুলি বাণ-ত্যাগ ও সেইগুলি দ্বারা একটি বেড়ার মত হওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ।—আমি অশ্বগুলি যুগমুক্ত করে আনি গে; কিন্তু জলের কি হ'বে? জল পান না কর্‌লে ত অশ্বগণ গতক্লম হ'বে না?

অর্জ্জুন।—তোমার প্রসাদে আমি তা'রও সদুপায় কর্‌ব।—(বাণ দ্বারা ভূ বিদীর্ণ করিয়া প্রস্রবণ-সৃষ্টি)

(শ্রীকৃষ্ণের কাষ্ঠময় আধারে জল-ধারণ ও অশ্ব আনিয়া শুশ্রূষা)

(অর্জ্জুনের প্রস্রবণ-জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

ভূরিশ্রবার প্রবেশ।

ভূরিশ্রবা।—(নেপথ্যাভিমুখে)—ওরে শিনিনন্দন! আজ অনেক দিনের পর তোরে রণস্থলে পেয়েছি, আজ আমার মনের অনল নির্ব্বাপিত হ'বে। আজ সমস্ত বৃষ্ণিবংশ একত্রিত হ'লেও তোকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। আয়, শীঘ্র অগ্রসর হ'য়ে আয়; স্বীয় বংশের অনুরূপ পলায়ন-ব্রত অবলম্বন করিস্‌নে।

বেগে সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি।—ওরে সোমদত্তের অকালকুষ্মাণ্ড! নিজের অনুরূপ সকলকে দেখিস্‌ বুঝি? বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজবংশে ক'বে কা'কে রণে পরাঙ্‌মুখ দেখেছিস্‌?

ভূরিশ্রবা।—সাত্যকি! তোর স্মৃতিশক্তির প্রশংসা ক'র্‌তে ইচ্ছা করে; সে দিনকার কথা এর মধ্যে ভুলে গেলি। ভাল, তুই যেন ভুলেছিস্‌ আমি ত ভুলি নি। কাল-যবনের ভয়ে গোপ-পালিত সারথি-শ্রেষ্ঠ কি ক'রেছিল বল্‌ দেখি?

সাত্যকি।—পামর! এত বড় স্পর্দ্ধা! তুই শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ ক'রে উপহাস কচ্চিস্‌? জানিস্‌, কৃষ্ণসখা সব্যসাচী বৃথা সাত্যকিকে অস্ত্রশিক্ষা দেন নি। আজ দেখ্‌ব তোর বাহুতে কত বল? এ পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে, সাত্যকির সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্রূপ ক'রে জীবিত থাকে। আজ নিশ্চয়ই এই

সুতীক্ষ্ণ অসি তোর উষ্ণ শোণিত পান ক'রে তৃষ্ণা শান্তি ক'র্‌বে। —(অসি নিষ্কোষিত করিয়া)—অরে অসি! তোকে অবলম্বন ক'রে কত শত বার সুদুস্তর সমরসাগর হ'তে পার হ'য়েছি। তোরি গৌরবে কৃষ্ণ আমাকে তাঁ'র দক্ষিণ হস্ত ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন—কত শত বার কত শত বীরের কণ্ঠ-শোণিতে তোরে তৃপ্ত ক'রেছি—আজ ভূরিশ্রবার উত্তপ্ত শোণিতে—কৃষ্ণনিন্দুকের উত্তপ্ত শোণিতে আমার হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত কর্।— রে বাহু! বহুকাল মল্লভূমির ধুলিতে তোরে তৃপ্ত ক'রে আস্‌ছি, আজ একবার এই ভীষণ অসি অবলম্বন ক'রে ভূরিশ্রবাকে দেখাও, তোমাতে কত বল আছে—কৃষ্ণনিন্দা আর সহ্য হয় না —কৃষ্ণনিন্দুকের—

ভূরিশ্রবা।—সাত্যকি! বাহুকে সম্বোধন ক'রে আর কত প্রলাপ বক্‌বি! আমি বেশ্ বুঝ্‌তে পেরেছি—তোর বাহুবলের চেয়ে বাক্যবলই বেশী—

সাত্যকি।—কি, পামর! আবার আমায় পরিহাস—আয়, পামর! আত্মরক্ষা কর্—(আক্রমণ)—

[উভয়ের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ ও সাত্যকিকে পশ্চাৎপদ করিয়া লইয়া প্রস্থান।

কুরু-সৈন্যগণের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ।

(উভয়পক্ষে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ)

রথারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! সূচীব্যূহের মুখ ত ঐ দেখা যাচ্চে। ঐ ব্যূহ ভেদ করতে পারলেই জয়দ্রথকে পাওয়া যায়।—(অপর দিকে দেখিয়া)—সখা! সাত্যকিকে রক্ষা কর। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে ভূপাতিত ক'রে বধ ক'র্‌তে অসি উত্তোলন ক'রেছে।

অর্জ্জুন।—(বাক্যারম্ভ মাত্রেই সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া বাণত্যাগ)—

শ্রীকৃষ্ণ।—সাধু! সাধু! সাধু!

ভূরিশ্রবা।—(নেপথ্য হইতে পশ্চাল্লিখিত বাক্যগুলি বলিতে বলিতে স্বীয় ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে লইয়া প্রবিষ্ট হইবেন) —অর্জ্জুন! তুমি না বীর? এই কি বীরের উচিত কার্য্য? অর্জ্জুন! এমন বাণ-শিক্ষা তোমায় কে শিখ্যেছে?—ছি ছি! তুমি বীর কলঙ্ক! তোমাকে আর অধিক কি ব'ল্‌বো, তুমি যেরূপ কাজ ক'র্‌লে, ক্ষত্রিয়ে এরূপ কাজ করে না। অধিক কি, বোধ হয় পিশাচেও এরূপ কাজ ক'র্‌তে সঙ্কুচিত হয়।

অর্জ্জুন।—মহাত্মন্‌! আমাকে অকারণ কেন নিন্দা করেন? রণস্থলে আত্মীয়ের রক্ষা বীরধর্ম্ম, আপনি এ কথা আজ কেন বিস্মৃত হ'লেন?

ভূরিশ্রবা।—(রথসমক্ষে আপনার ছিন্ন হস্ত রাখিয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ।—রাজন্‌! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্র-ফলে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত স্থানে গমন কর।

[রথচালনা করিয়া প্রস্থান।

(উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূরিশ্রবাকে দর্শন)

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি।—(ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিয়া)—রে পাষণ্ড! তুই আমার বক্ষে পদাঘাত ক'রে কি মুনি-ব্রতের ভাণ ক'রে রক্ষা পা'বি মনে ক'রেছিস্?

নেপথ্যে।—রে বীরকলঙ্ক সাত্যকি! তোরে সহস্র ধিক্!

সাত্যকি।—সৈন্যগণ! নিশ্চেষ্ট হ'য়ে কি দেখ্ছো—যুদ্ধ কর—কৌরবদের পরাস্ত কর। জয় ধর্ম্মের জয়!

দৈববাণী।—রে ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী সাত্যকি! তুই যেমন মত্তের ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে বধ কর্‌লি, তেমনি তোর মত্তাবস্থায় মৃত্যু হ'বে।

তৃতীয় দৃশ্য।

শূচীব্যূহের মধ্যভাগ।

জয়দ্রথ ও শকুনি।

শকুনি।—আর ভয় কি, বাপু! সূর্য্য ত পাটে বসেন।

জয়দ্রথ।—মাতুল, বিশ্বাস হয় না। ঐ দেখুন, অর্জ্জুনের রথধ্বজ ক্রমেই অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে। বোধ হয়, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবন-ভানু অস্তমিত হ'বে।

শকুনি।—বালাই, অমন কথা ব'ল না, বাপু! ও রথ এখনো অনেক দূরে—এখনো পদ্মব্যূহ ভেদ ক'র্‌তে পারে নি। আমি

দুর্য্যোধনকে ব'লে দি'ছি, কর্ণ হেরে গেলেই যেন সব রথীরে এক সঙ্গে যুদ্ধ করে। সপ্তরথীতে ছেলেটা ম'রেছে, শত সহস্র রথীতেও কি বাপটা ম'র্‌বে না?

জয়দ্রথ।—মাতুল! আপনি যতই আশা দিন না কেন, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না।—আমার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। কি হ'বে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। ওহো, মাতুল! মহাদেব ব'লেছিলেন, অর্জ্জুন ব্যতীত আর কা'রও হস্তে তোর মৃত্যু-ভয় নেই। এ যে সেই অর্জ্জুন;—এ যে আমারি বধে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ; ঐ দেখ, ক্রমেই নিকট-বর্ত্তী হচ্ছে। কি হ'বে? মাতুল! আমাকে ল'য়ে চল, আমি পাণ্ডবনাথ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হই গে।

শকুনি।—এ হে হে! তুমি নিতান্তই বালক! অর্জ্জুন কোথায়, আর তুমি কোথায়? দেখ দেখ, সূর্য্য অস্ত যায়, তবু তোমার শঙ্কা যায় না? ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথধ্বজ স্থির। সে বুঝি সূর্য্য অস্ত হ'লো দেখে ম'র্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ছে।

জয়দ্রথ।—অ্যাঁ, ম'র্‌বার উদ্যোগ ক'র্‌ছে?

এক জন সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক।—মহারাজ ব'ল্লেন, যদি আপনারা অর্জ্জুনের চিতা-রোহণ দেখ্‌তে যান ত আসুন।

জয়দ্রথ।—অর্জ্জুনের চিতারোহণ?

সৈনিক।—আজ্ঞা, হাঁ। চিতা সজ্জিত হ'য়েছে। সাত্যকি শিবিরে যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী প্রভৃতিকে আন্‌তে গেছে। মহারাজ ব'ল্লেন, আজ পাণ্ডবেরা সবাই চিতারোহণ ক'র্‌বে।

জয়দ্রথ।—চল।

শকুনি।—বাবা! কেষ্টা বেটাকে বিশ্বাস নেই। আগে চাকি ডুবুক তা'র পর যেও—

জয়দ্রথ।—সেই ভাল। আচ্ছা, তুমি যাও—আমরা যাচ্ছি।

[সৈনিকের প্রস্থান।

চলুন, মাতুল! সজ্জিত হই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

অভিমন্যুর মৃতদেহ পতিত।

"আলুথালু-বেশে সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা।—কৈ কৈ? আমার অভিমন্যু কৈ?—আমার প্রাণের অভিমন্যু কৈ?—এই—এই—এই——প্রাণ বেরিয়ে গেল!—আর দেখ্‌তে পারি নে! হা অভিমন্যু!—(মূর্চ্ছা; ক্ষণপরে)—অভিমন্যু রে! অভিমন্যু রে! কোথায় গেলি? অভাগিনী মাকে ফেলে কোথায় পালা'লি? আমাকে যে মা ব'ল্‌তে আর কেউ নাই রে! ওরে, কে আর আমাকে মা ব'লে ডাক্‌বে? কা'র মুখ দেখে আর আমি নয়ন সার্থক ক'র্‌ব? বাছা রে! কোথায় গেলি?—কোথায় গেলি?—মায়ের কোল শূন্য ক'রে কোথায় গেলি? আর যে বাঁচি নে!

"বিহনে তোমার, প্রাণ যায় রে
দুখিনী-রতন!
হেরি চারি দিক শূন্যময়, বাঁচি না আর
সুখের সংসার হইল বন!
তোর দুখিনী জননী, ডাকে, রে যাদুমণি,
উঠ রে উঠ, মা ব'লে ডাক রে
জুড়াক জীবন।
চাও রে মেলি' নয়ন, তোল রে বদন, হৃদয়-ধন!

বাবা! এই কি তোর শয়ন ক'র্‌বার স্থান রে?—অভিমন্যু, বাবা! একবার ওঠ, একবার চেয়ে দেখ, তোমার অভাগিনী মা তোমার কাছে এসেছে! একবার মা ব'লে ডাক! বাবা! তোর ও কোমল অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত লেগেছে—ওরে, আমার বুকে লাগ্‌লো না কেন? এ বুক ফাটে না রে, ফাটে না!—(বক্ষে করাঘাত)—এ বুক পাষাণ, ফাটে না—ফাটে না, এ প্রাণ বেরোয় না—বেরোয় না! বাছা রে! তোমার দেহ ধূলায় ধূসরিত আর দেখ্‌তে পারি নে! ওঠ—ওঠ, তোমার জন্য মনোরম শয্যা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি; সেখানে শয়ন ক'র্‌বে চল। মায়ের কথা শুন।—(কিয়ৎক্ষণ পরে)—অভিমন্যু রে! তোর মনে এই ছিল, আমাকে এমন ক'রে ফেলে পালা'বি? তা' যদি জান্‌তেম, তা' হ'লে যে, আমি আগে বিষ খেয়ে যেতেম রে! ওরে, তখনি আমি বারণ ক'রেছিলেম! বাছা রে! স্বপ্নপ্রাপ্ত রত্নের মত দেখা দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেলি? বাবা, আমি যে আজ শূন্য-

ময় দেখ্‌ছি রে! বাবা অভিমন্যু!—অভিমন্যু!—অভিমন্যু! তোর কি কেউ রক্ষক ছিল না রে? কৃষ্ণ যা'র মাতুল—ধনঞ্জয় যা'র জনক, তা'কে সপ্তরথীতে অন্যায় ক'রে বধ ক'র্‌লে? ওরে পাণ্ডবদের ধিক্! তা'দের জীবনে ধিক্! তা'দের বীরত্বে ধিক্! ওরে আমার সর্ব্বনাশের জন্যই কি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হ'য়েছিল? দুরাত্মা দুর্য্যোধন! তোর সর্ব্বনাশ হ'বে। আমি মায়ের চক্ষের জলের সহিত বল্‌ছি,তোর সর্ব্বনাশ হ'বে—হ'বে—হ'বে। আমি মায়ের চক্ষের জলের সহিত বল্‌ছি—তুই নির্ব্বংশ হ'বি। আমি মায়ের চক্ষের জলের সহিত বল্‌ছি—তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না। আমার যেমন অন্তরাত্মা পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, তুই এর চতুর্গুণ পুড়্‌বি। বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল? দুঃখিনীকে একটি মাত্র রত্ন দিয়ে অবশেষে তা'ও হরণ ক'র্‌লে? আমি তোমার কাছে কোন্ দোষে দোষী?—কোন্ পাপে পাপী?—কোন্ অপরাধে অপরাধী? আমার যে আর নাই!

বিধাতা, দুখিনীর্ ভালে এই কি হে লিখেছিলে।
একটি রতন দিয়ে তা'ও শেষে হরে নিলে?
হায় রে, তোমার সম, জগতে নাহি নির্ম্মম,
কি দোষে দাসীর বুকে দারুণ শেল হানিলে॥
বিনে অভিমন্যু-ধন, যায় রে যায় জীবন,
সহে না যন্ত্রণা আর, প্রাণ সঁপিব অনলে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—এ কি সুভদ্রে! তুমি এখানে কেন?

সুভদ্রা।—দাদা! আমার যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার অভিমন্যু যে আমায় ফেলে পালিয়ে গেছে! দাদা, তুমি থাক্‌তে আমার এই হ'লো? তুমি থাক্‌তে আমার অভিমন্যুকে দুর্ম্মতি কৌরবেরা অন্যায় ক'রে বিনাশ ক'র্‌লে? দাদা, আমি আর বাঁচি না, আমায় বিদায় দাও—আমার অভিমন্যু যেখানে গেছে, আমিও সেইখানে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ।—সুভদ্রে! ভগিনি! ক্ষান্ত হও—আর শোক ক'রো না। কা'ল সকলকেই সংহার ক'রে, সৎকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়ের যেরূপে জীবন পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার অভিমন্যু সেইরূপেই প্রাণত্যাগ ক'রেছে। অভিমন্যু বীরগণের অভিলষিত গতি লাভ ক'রেছে। সে লক্ষ লক্ষ শত্রু বিনাশ ক'রে পবিত্র অক্ষয় লোকে গমন ক'রেছে। যুগে যুগে মহাযোগিগণ, যোগসাধন, তপশ্চর্য্যা দ্বারা যে গতি না প্রাপ্ত হন, তোমার অভিমন্যু সেই গতি লাভ ক'রেছে। সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরভগিনী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী, বীরবান্ধবা;—অভিমন্যুর জন্য ওরূপ কাতর হওয়া তোমার উচিত নয়।

সুভদ্রা।—ভুল্‌তে যে পারি নে—বুকের ভিতর দপ্‌ ক'রে যে জ্বলে ওঠে! আমার যে সব শূন্য হ'য়েছে! আমার চক্ষে যে সব অন্ধকার! এই কি অভিমন্যুর বীরলোকে যা'বার সময়? সে যে এখনও আমার কোলে থাক্‌ত। দাদা! আমার দুধের ছেলেকে কৌরবেরা অন্যায় ক'রে মার্‌লে! অভিমন্যু কি আমার অনাথ?—তা'র কি রক্ষক ছিল না?

শ্রীকৃষ্ণ।—পাপাত্মা বালকহন্তা জয়দ্রথ অচিরেই তা'র পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হ'বে। * * * * ভগ্নি! শোক

পরিত্যাগ কর—আর ক্রন্দন ক'রো না—চক্ষের জল নিবারণ কর।

সুভদ্রা।—চক্ষের জল নিবারণ হয় না! দাদা! যে অভি-মন্যুর পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত দাস দাসী নিয়ত পরিভ্রমণ করতো—আজ আমার সেই অভিমন্যু কি না শ্মশান-শিবাগণের সঙ্গে বাস ক'র্‌ছে?

শ্রীকৃষ্ণ।—সুভদ্রে! তুমি শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ কর, এ স্থানে যত থাক্‌বে, তত তোমার মন ব্যাকুল হ'বে। চল।

[সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ভীমসেনের প্রবেশ।

ভীম।—কৃষ্ণের লীলা বোঝা ভার! কৃষ্ণ সহায় থাক্‌তে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো না, এ কেমন হ'লো? কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে—না, আর বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌বার দরকার কি? কৃষ্ণের আদেশ পালন করি—বৎস অভিমন্যুর মৃতদেহ ল'য়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বৈপায়ন হ্রদের তীর।

(গগনপ্রান্তে সূর্য্য।)

এক পার্শ্বে বৃহৎ চিতা সজ্জিত।

এক খণ্ড শিলার উপর অর্জ্জুন উপবিষ্ট, পার্শ্বে গাণ্ডীব পতিত।

অর্জ্জুন।—সখা ব'লেন,আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই—কেন? এখনও ত সন্ধ্যা হয় নাই?—(চিন্তা)—যাক্, সে কথা ভাব্‌বার আমার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণের ইচ্ছারই জয় হোক্। বৎস অভিমন্যুকে ক্রোড়ে নিয়ে ম'র্‌তেও ত পা'ব; সেই সুখ—তাই যথেষ্ট। কত ক্ষণে সখা আস্‌বেন—কত ক্ষণে দুঃখের অবসান হ'বে?—(দেখিয়া)—হা অভিমন্যু!—(মূর্চ্ছা)

অভিমন্যুর মৃতদেহ-স্কন্ধে ভীমের প্রবেশ।

ভীম।—অর্জ্জুন! ভীমের পাষাণ হৃদয়ও আজ বিদীর্ণ হ'য়ে গেল! ওহো! এ কি?—হরি! এ কি? তুমি যা'দের সহায়, তা'দের ভাগ্যে এ কি? তোমার লীলা যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না—(মৃতদেহ ভূতলে রক্ষা ও এক পার্শ্বে উপবেশন) —বৎস! ব্যূহমধ্যে তোর অনুগমন ক'র্‌বো ব'লেছিলেম, কিন্তু জয়দ্রথের ভয়ে পারি নে। আজ তোর অনুগমন ক'র্‌ব। আমি তোরে ভুলেছিলেম না, বাপ্! তোর জন্যে কত অপমান স'য়েছি, তা' ভগবানই জানেন। যা'রে চরণে দলিত ক'রে-

ছিলেম—তা'র চরণ ধ'রে সেধেছিলেম, কিছুই কর্‌তে পারি নি —ওঃ!—

অর্জ্জুন।—(চেতনা পাইয়া)—হা বৎস! এ কি বেশ তোর? বাপ! কেন এমন ধূলায় পড়ে র'য়েছ? এ বেশ ত তোমার শোভা পায় না? বৎস, তোমার মৃত্যুর শোধ ল'ব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম, কিন্তু পার্‌লেম না। তবে চল্ বাপ! চিতায় আরোহণ করি—অনলের কোলে গিয়ে তোর শোকানল নির্ব্বাণ করি। দেখ্ বাপ, সূর্য্য অস্তে গেল—(এই সময়ে সূর্য্য একেবারে অস্ত হইবে)—আমার চন্দ্রও যে অস্ত গিয়েছে! তবে অন্ধকার পৃথিবীতে থেকে কি হ'বে?—চল যাই—(অভিমন্যুর বক্ষে পতিত হইয়া রোদন)

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—(অর্জ্জুনকে স্পর্শ করিয়া)—সখা! শোক করা বৃথা—প্রস্তুত হও, মহারাজ এলেন ব'লে।

কর্ণ, দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ, দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ।

ভীম।—(উত্থিত হইয়া)—কৃষ্ণ! ম'র্‌বো তা নিশ্চয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থাক্‌তে ম'র্‌বো কেন? অনুমতি কর, দুঃশাসনের রক্ত পান ক'রে এই গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করি।

শ্রীকৃষ্ণ।—না, আর্য্য! আর মৃত্যুকালে পাপ সঞ্চয় ক'রে কি হ'বে?

ভীম।—পাপ ?—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা যদি পাপ, তবে পুণ্য কি ?

যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সুনন্দা ও উত্তরার প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—শোনো সকলে—অগ্রে দ্রৌপদী পরে কনিষ্ঠাদি-ক্রমে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ ক'র্‌বেন। আমি এঁদের বিরহ কখনই সহ্য কর্‌তে পারি না, তাই আমি অগ্রে দেহ ত্যাগ ক'র্‌বো।

ভীম।—না, কৃষ্ণ! তা হ'বে না; আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো না। এখনি অনুমতি দাও; যা' বল, তা'তেই প্রস্তুত আছি। নইলে সকল শেষ হ'লে আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রে তবে ম'র্‌বো; তা'র আগে মর্‌চি নে। দ্রৌপদি! তুমিও থেকো, তোমার কেশ বন্ধন ক'রে না দিলে আমার নরকেও স্থান হ'বে না।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! গাণ্ডীব ত্যাগ ক'রো না।

ভীম।—আমিও গদা ত্যাগ ক'র্‌ছি নে।

দুর্য্যোধন।—অর্জ্জুন! আর দেরি কেন? সন্ধ্যা ত অনেক ক্ষণ হ'য়েছে। দ্রৌপদি! তুমি কেন মিছে দেহ ত্যাগ ক'র্‌বে? (ঈষৎ হাস্য)

ভীম।—কৃষ্ণ! আর না—আর সহ্য হয় না—অনুমতি কর।

শকুনি।—অর্জ্জুন! মিছে আর মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে কি হ'বে? বাপু! প্রতিজ্ঞা-রক্ষাই পুরুষের কার্য্য।

অর্জ্জুন।—সখা! আর কেন? যাই—

শ্রীকৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! সখা!—

(সহসা আকাশমধ্যে সূর্য্যপ্রকাশ)

ঐ দেখ এখনও সূর্য্য—সন্ধ্যার এখনও অনেক বাকি? স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন কর।

[অর্জ্জুনের জয়দ্রথকে আক্রমণ, কর্ণের বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া ও সাত্যকি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[ভীম ও দুর্য্যোধন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুঃশাসন, সহদেব ও শকুনির যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[জয়দ্রথের বেগে পলায়ন ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবন, তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, নকুল, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রস্থান।

সুনন্দা।—প্রিয়সখি! আমরাও যাই চল।—(হস্তধারণ)

"উত্তরা।—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই—যাই—যাই। প্রাণনাথ যেখানে গেছেন, আমিও সেখানে যাই। আর আমার এ পৃথিবীতে কিছুই নাই, জীবনের সার রত্ন অপহৃত হ'য়েছে! এখন আমি পথের কাঙালিনী—ভিখারিণী! পতি বিনা সতীর জীবনই বিড়ম্বনা—আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। সুনন্দা! গৃহে যাও, আমি নাথের সহগমন ক'র্‌বো। নাথ! নাথ! প্রাণ-নাথ!——

(শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া)—

কোথা গেলে প্রাণনাথ, ত্যজিয়ে চিরদাসীরে।
ফেলিয়ে এ অভাগীরে চির শোকের পাথারে॥
দিয়ে নিদারুণ ব্যথা, ছিঁড়িয়ে প্রণয়-লতা,
কোথা গেলে, প্রাণনাথ, জগত আঁধার ক'রে॥
দেখ, নাথ, তব দাসী কাঁদে তব পাশে বসি',
ভাসি'ছে নয়ন, হায়, সতত শোকের নীরে।
উঠ উঠ, প্রাণনাথ, দুখ হইল প্রভাত,
অস্তমিত সুখ-শশী হেরি' খর-দিবাকরে॥

(উঠিয়া সুনন্দার কণ্ঠ ধারণ করিয়া)—

যা'র তরে এ জীবন যতনে করি ধারণ,
সে করিল পলায়ন, সখি রে এখন!

(অলঙ্কার খুলিতে খুলিতে)—

বসনে ভূষণে আর কি কাজ আছে আমার,
সুচিকণ অলঙ্কারে নাহি প্রয়োজন।

(অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ)

বিমুখ জগত আমারে, স্বজনি,
আমি রে দুখিনী—বিধবা রমণী
পতিহীনা নারী পতি-কাঙ্গালিনী
পতির সহিত করিব গমন।

(সুনন্দার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া)—

হায়, ফুরা'ল সকলি, সখি, এ জীবনে,
চাহি না আর জীবনে।
দেহ গো বিদায় মোরে, যাই নাথ সনে
দিব এই দেহ আজি দেব হুতাশনে।
হৃদয়ের শান্তি আর নাহি রে এখানে
যা'ব, সখি, আজি চির-শান্তি-নিকেতনে।

সখি! গৈরিক বস্ত্র নিয়ে এসো, আমাকে পরিয়ে দাও, আমি বিধবা-বেশ ধারণ করি।

সুনন্দা।—সে ত চিরকালই প'র্‌বে, তা'র জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?

উত্তরা।—বড় অধিক দিন নয়, অধিক ক্ষণও নয়, আমি এখনি এ পৃথিবী হ'তে বিদায় হ'ব। সখি! আমাকে বিদায় দাও। দাও—আমাকে বিধবা সাজ্‌য়ে দাও। জগৎ দেখুক, পৃথিবী দেখুক—উত্তরা আজ বিধবা। জগৎ দেখুক—বিধবা পতিহীনা অভাগিনী উত্তরা আজ পৃথিবী হ'তে জন্মের মত চল্‌ল।

সুনন্দা।—প্রিয়সখি! ক্ষান্ত হও, আর অমন ক'রো না।

উত্তরা।—কি ব'ল্‌ছো সুনন্দা?—আর আমার বেশ ভূষার প্রয়োজন কি! যাঁ'র জন্য এই সব, এ তাঁ'রি সঙ্গে সঙ্গে যা'বে। শুভ-বিবাহ-দিনে সিন্দূর প'রেছিলেম, এই কাল চিরবিচ্ছেদের দিনে তা উঠে যা'বে। না গেছে—আগে থেকেই গেছে।

সুনন্দা।—সখি, যা' হবা'র তা' হ'লো। এখন যুবরাজের মৃত দেহের সৎকার হো'ক। চল, আর এখানে থেকে কাজ নাই।

উত্তরা।—না—আমি যা'ব না। আমার সম্মুখেই সব হো'ক। জ্বাল—তোমরা চিতা জ্বাল, যা' ব'ল্‌ছি তা'ই কর—আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর—আর আমি কা'রও কাছে কিছুই চাইতে আস্‌বো না। সুনন্দা! আমায় স্নান করিয়ে আন।

সুনন্দা।—স্নান ক'রে বাড়ী যা'বে চল।

উত্তরা।—বাড়ী কোথা? কোথা যা'ব? সব অরণ্য—সব অরণ্য! চল, আমাকে স্নান করিয়ে দেবে চল। সুনন্দা, তুমিও আমার প্রতি বিমুখ হলে?—আমার শেষ দিনের শেষ অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লে না? হায়, বিধাতা বিমুখ হ'লে তার প্রতি জগৎও বিমুখ হয়।

সুনন্দা।—কেন আমাকে মিছে ভৎ‍র্সনা কর? তুমি কি ব'ল্‌ছ?

উত্তরা।—আচ্ছা, তুমি না যেতে পার, আমি একাই যাই—আর আমার কা'কে ভয়—কা'কে লজ্জা? আমি পৃথিবী হ'তে জন্মের মত যাচ্ছি, আর আমার ভয় কি—লজ্জা কি?

[প্রস্থান।

সুনন্দা।—দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।"

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

দূরে কৌরবশিবির।

বেগে জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ।—এ কি! এ কি!—অঙ্গরাজ! অঙ্গরাজ!—মাতুল! মাতুল!—কৈ?—কে কোথা গেল?—দুর্য্যোধন! রক্ষা কর!—ওহো! প্রাণ যায়!—এ কি? কোন্ দিকে যাই? যে দিকে চাই, সেই দিকেই যে অর্জ্জুন!—এখন কি করি? কোথায় যাই?—কা'ল সকলেই ভরসা দিয়েছিল, আজ কেউ কোথায় নাই! হা!—এখন কি করি! আর যে প্রাণ-রক্ষার কোন উপায় দেখ্‌ছি না!—প্রভো আশুতোষ! ত্রিলোচন!—কোথা তুমি! আজ—রণস্থলে তোমার সে রজতগিরিনিভ সুন্দর কান্তি দেখ্‌তে পাই নে কেন? তুমিও কি আমায় ত্যাগ ক'র্‌লে?—হায়! নিশ্চয়ই আমার আসন্নকাল উপস্থিত, নইলে তোমায় হারালেম কেন? এখন মরণ নিশ্চয়। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় ম'র্‌বো কেন?—সিন্ধুরাজবংশে জন্মে সামান্য কীটের ন্যায়, অত্যাচারীর পদতলে পেষিত হ'য়ে ম'র্‌বো কেন?—বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করি —(অসি নিষ্কোসিত করিয়া)—এস অর্জ্জুন!—

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

বীরধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত ক'রো না—সম্মুখযুদ্ধ কর।

অর্জ্জুন।—অরে বীরকলঙ্ক! কা'ল তোর এ ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ছিল? নিঃসহায় বালককে সপ্ত জনে বেষ্টন ক'রে বধ

কর্‌বার সময় কি ক্ষত্রধর্ম্ম মনে ছিল না? আজ প্রাণের ভয়ে ধর্ম্মের কথা মনে প'ড়েছে?

জয়দ্রথ।—অর্জ্জুন! অসহায় বালক-বধে আমি দোষী নই। আমি ব্যূহরক্ষক ছিলাম মাত্র।—কিন্তু সে কথা কে শুন্‌বে। আর আমিই বা সে কথা তুলি কেন?—এস যুদ্ধ কর—ভাগ্য-লিপি কে খণ্ডন ক'র্‌বে?— (উভয়ের অসিযুদ্ধ)

(জয়দ্রথের অসিস্খলন ও তদ্‌গ্রহণার্থ শিরোনমন)

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখে! পাশুপত——

(অর্জ্জুনের পাশুপাত ত্যাগ ও জয়দ্রথের মস্তক-চ্ছেদ; সুদর্শন চক্রের আবির্ভাব ও মুণ্ড লইয়া ঊর্দ্ধে অন্তর্ধান।)

যুধিষ্ঠির।—ভগবান্! এ কি? কি আশ্চর্য্য! জয়দ্রথের মুণ্ড শূন্যে অন্তর্হিত হ'লো কেন? ও মুণ্ড কোথা গেল?

শ্রীকৃষ্ণ।—কোথা গেল ঐ দেখুন—

[পটপরিবর্ত্তন।]

সমন্তপঞ্চক তীর্থ।

বৃদ্ধক্ষত্র যোগাসীন।

(জয়দ্রথের মুণ্ডের শূন্যপথে আসিয়া তাহার ক্রোড়ে পতন)

(বৃদ্ধক্ষত্র কর্ত্তৃক মুণ্ড ভূমে নিক্ষেপ ও বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু)

যুধিষ্ঠির।—হরি! তোমার লীলা বুঝা মনুষ্যের সাধ্য নয়—এ কি দেখা'লে, কিছুই যে বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

শ্রীকৃষ্ণ।—মহারাজ! ঐ যে যোগীর মৃত্যু হ'লো, ও কে, বোধ হয় আপনি জানেন,—ঐ জয়দ্রথের পিতা। জয়দ্রথের পিতা জয়দ্রথকে বর দিয়েছিল যে, যে জয়দ্রথের মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ ক'র্‌বে, তা'র তৎক্ষণাৎ মস্তক বিদীর্ণ হ'য়ে মৃত্যু হ'বে। তাই এই কৌশলে অর্জ্জুনের প্রাণ রক্ষা ক'র্‌লাম।

সকলে।—জয় হরি দয়াময়!

শ্রীকৃষ্ণ।—মহারাজ! আপনি নারীগণকে ল'য়ে শিবিরে যান, আমি পশ্চাৎ যাচ্ছি—

[কৃষ্ণার্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! তুমিও যাও—বিশ্রাম কর গে, আমি অভিমন্যুর মৃতদেহের সৎকার্য্যের চেষ্টা দেখি।

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ, তুমি আমার শ্রবণশক্তি লোপ কর। ওহো! ও নিষ্ঠুর কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ ক'র্‌বার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হ'লো না কেন? অভিমন্যু রে! তোর দেহ আজ অনলে দগ্ধ হ'বে!—ওহো, বুক ফেটে গেল!

[শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে লইয়া প্রস্থান।"

সপ্তম দৃশ্য।

"দ্বৈপায়ন হ্রদের তীর।

প্রজ্বলিত চিতা।

বিধবা-বেশে উত্তরা।

উত্তরা।—(চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)—

চলিল দুখিনী আজি ত্যজিয়ে সংসার গো!।
পতি বিনে অবলার সকলি অসার গো! ॥
কোথা পিতা, কোথা মাতা, কোথা প্রিয়তম ভ্রাতা,
আত্মীয় স্বজন কোথা, দেখ এক বার গো! ॥
দুখিনী বিধবা বালা জুড়া'তে বৈধব্য-জ্বালা,
চলিল ত্যজিতে আজি জীবনের ভার গো! ॥
কোথা, প্রভু নারায়ণ! স্মরি' তব শ্রীচরণ,
অতিক্রম করি আজি শোক-পারাবার গো! ॥

হে মাতঃ বসুন্ধরে! বিদায় দাও! নাথ! আমায় সঙ্গে লও!

(চিতায় পড়িবার উপক্রম)

দৈববাণী।—

"উত্তরে! অনলে দেহ ক'রো না অর্পণ।
গর্ভেতে তোমার আছে কুমার-রতন॥"

উত্তরা।—হা! যেতে পার্‌লেম না—পার্‌লেম না—চির-অন্ধকারে থাক্‌তে হ'লো—হা নাথ!—(ভূতলে পতন)——

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

সমাপ্ত।

Printed at the Vina Press,—Calcutta.